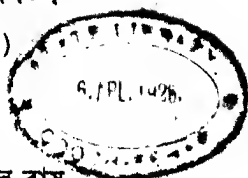


676

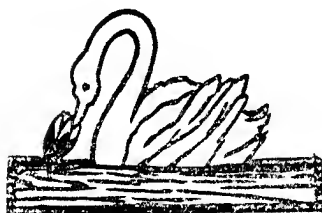
প্রবর্তক গ্রন্থাবলী

চণ্ডীদাস

(নাটক)



শ্রীমতিলাল রায়



সর্বস্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ছই টাকা

চন্দননগর
অবর্তক পাবলিশিং হাউস হইতে
প্রকাশিত ।



কাছন, ১৩৩১

সাধনা প্রেস, চন্দননগর ।

উৎসর্গ

দেবি!

সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনী—তোমার হাতেই প্রেমের কবি,
পিরোতির সাধক “চণ্ডীদাস” লীলা-নাট্য প্রেমের অবদানরূপেই
অর্পণ করলুম, আদর করে’ তুলে নিও। ইতি

তোমারই—

শ্রীমতিলাল রায় ।

কবি-পরিচয়

—:~:—

শ্রীগোরাঙ্গ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া যখন প্রেমমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্দুর গ্রামে চণ্ডীদাস বসিয়া একমনে এই প্রেমের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস যে বীজ রোপন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য তাহারই অঙ্কুর যাত্র। কে জানে কবে সে প্রেমবৃক্ষ পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া সমস্ত ভারতের শোভা বৃদ্ধি করিবে ?

চণ্ডীদাস বাঙ্গালীর কবি, চণ্ডীদাসের মধুর পদাবলী পাঠে বাঙ্গালী মুগ্ধ, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা চণ্ডীদাস যেমন গুছাইয়া বিনাইয়া বলিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কোন কবিই সেরূপ সুন্দর অনন্ত ভাবের বাঙ্গালীর মরমকথা বলিতে সমর্থ হন নাই। বাছিয়া বাছিয়া মধুর শব্দবিজ্ঞানে অনেকেই সিদ্ধহস্ত, কিন্তু মানুষের অন্তরের যে কথা—বাহ্য ইঞ্জিয়াতীত, অধ্যাত্ম দৃষ্টি ব্যতীত বাহার সম্ভাবন পাওয়া যায় না, তাহাকে টানিয়া সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিবার স্পর্ধা অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। চণ্ডীদাস শুধু কবি নহেন, তিনি বহুদ্রষ্টা কবি।

অকারণে এতবড় উচ্চাসন নির্দেশ করি নাই। বাহ্যদের সুন্দরুটি আছে, তাঁহার অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, ভগতে কোন কাব্য সম্পাদন করিতে হইলে ভগবান স্তরের পর স্তর সাধা-ইয়া উহা সম্পন্ন করেন, এইরূপ বিভিন্ন স্তরের নামোক্তেথ করা

বাইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র ঘটনাতোও শ্রীভগবান যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, জগদ্ব্যাপী সুবৃহৎ ব্যাপারেও তাহার অন্তথা হয় না।

একটি বীজ অপরটি অঙ্কুর, অধ্যাত্মভাষায় একটি প্রাজ্ঞ ভাব অপরটি বিরাট ভাব, শ্রীবাসদেব ছিলেন বীজ বা প্রাজ্ঞ অবতার, শ্রীকৃষ্ণ তারই অঙ্কুর অথবা বিরাট অবতার। বীজানুসারে সৃষ্টি ক্ষুদ্র ও বিরাট হইয়া থাকে। সর্বপ বীজ কখনও বিশাল মহীকূহ সৃষ্টি করে না, জগতে যত ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, তলাইয়া দেখিলে এই প্রাজ্ঞ ও বিরাট ভাবের ওতঃপ্রোতঃ বিকাশ দেখিয়া উৎফুল্ল হইতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে মহামহীকূহের বীজ বপন করিয়াছেন, তাহার বিরাট প্রকাশ কবে সার্থক হইবে কে বলিতে পারে? অঙ্কুর দেখিয়াও হাজার বিরাটস্থ অনুধাবন করা যায় না। যে বীজের সম্বন্ধ জানে, যে বীজের পরিচয় পায়, সেই বলিতে পারে এই অঙ্কুরের পরিণাম কি এবং কতখানি।

চণ্ডীদাস এম'ন একটি বীজ বা প্রাজ্ঞ ভাব। আজ পাঁচশত বৎসরের অধিককাল সে বীজ বাংলার উর্বরক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিরাট প্রকাশের এখনও পূর্ণ পরিণতি আসে নাই, মধ্যো শ্রীচৈতন্য কেবল তাহারই একটি মনোরম অঙ্কুর মাত্র। এই চারিশত বৎসর সে বাংলার অসংখ্য বৃক্ষরাজির মধ্যে আপনাকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ক্ষুদ্র যে সে অনতিকাল মধ্যোই কালের বক্ষে আত্মবিলয় করে। প্রকৃতি এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র বিকাশের দ্বারা লইয়াই সৃষ্টিশক্তি পরিবর্দ্ধন করেন, বৃহৎই টিকিয়া যায়। বাহ্য বৃহৎ তাহাই সত্য, তাহাই সনাতন। চণ্ডীদাস অমর—চণ্ডীদাসের যে ভাব তাহা কোন স্থান, কালের আবহাওয়ার ধ্বংস

হইবার নহে, সে অনন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; তাই বাল, শ্রীভগবান ভবিষ্যৎ ভারতের প্রেমোন্মোদন্যানে যে সকল করুণক প্রতিষ্ঠা করিবেন, চণ্ডীদাস তাহাদের মধ্যে অন্যতম ।

চণ্ডীদাসের কথা মনে হইলে প্রেমের কথাই মনে পড়ে । প্রেমই ছিল চণ্ডীদাসের প্রতিপাদ্য বিষয় । এই প্রেমের অনন্ত প্রকাশ চণ্ডীদাসের মদ্যেই নিহিত আছে । আজ বাংলার বশব্দী কর্ণধর—তাহারা প্রেমের কবিতা লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত—তাহারা চণ্ডীদাসের শাখা প্রশাখা মাত্র ।

পূর্বেই বলিয়াছি, বীজের পরিচর না থাকিলে তাহার আদর কেহই করে না, চণ্ডীদাস যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগের লোক চণ্ডীদাসকে তেমন ভাবে বুঝে নাট, শ্রীগোরাধের বিকাশেই বাংলার ভক্তমণ্ডলী চণ্ডীদাসের আদর করিতে শিখিলেন—কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, এখনও আমরা এই মহাপুরুষের সমাক্ পরিচর পাই নাট, পাইতে পারি না, তবে চক্ষু মুদিত করিয়া তাহার প্রেমচন্দ্রেগুলি ধ্যান করিলে যে অপার আনন্দ উপভোগ করি, কবে সে প্রেমধারা সর্বাঙ্গ বহিয়া আমাদের ধন্ত করিবে, এক্ষণে তাহাট চিন্তনীয় ।

বীজ কখনও পৃথিবীর সংশয়নোচনের জন্ত একেবারেই আপনার দরদর-দ্বার উদঘাটিত করিয়া সবখানি দেখাইয়া ধন্ত হইতে চাহে না, সে উপেক্ষিত ভাবেই লোকচক্ষুর অগোচরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কেননা, লোকের হাত-তালির তোয়াক্কা সে রাখে না, নীরবে ভক্তের মত পাতার পর পাতা ছড়াইয়া সে ছুটিয়াছে বিবশতির

আস্থানে। তার দৃষ্টি উজ্জ্বল; নীচু দিকে তাহার চাহিতে নাই, তাই কবির ভাব কুহেলিকাময়ী, প্রাণের গোপন রহস্য না জানিলে বার্থ কবির ভাষা হৃদয়গত করিবার উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের কবিতাবলীর মধ্যে ভবিষ্যতের যে সঙ্কেত আছে, তাহা বঙ্গীয় যুবকগণকে আকর্ষিত করিতে বলি, অনুভব করিতে বলি। আমরা সমালোচকের মত কবির ভাবগুলি বিশ্লেষণে টুকরা টুকরা করিয়া পাঠকবর্ণের সম্মুখে ধরিতে প্রয়াসী নহি, সে অবসর আমাদের নাই, ভবিষ্যৎ ভারতের হিরণ্ময় প্রাসাদ নির্মাণের অমূল্য উপাদানগুলি সম্বন্ধে আমাদের আহরণ করিতে হইবে। আজ আমরা যে ভাগবত-মণ্ডলী সৃষ্টির জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, চণ্ডীদাসই যে সে ভাবের মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁরই মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আমরা কৃতকার্য হইব, ইহাট আমাদের আশা।

চণ্ডীদাস ছিলেন হুঃখের কবি। তিনি প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া সুখী হইতে পারেন নাই, প্রেম দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে কৃতসঙ্কর হইয়াছিলেন। সে ভাব কার্যে পরিণত না হওয়া অবধি চণ্ডীদাসের শেষ হইবে না, তাই চণ্ডীদাসের হুঃখের প্রতিও তীব্র আকর্ষণ ছিল। তিনি সুখের মধ্যেও হুঃখের ছায়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেন না, কেন না সুখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে তিনি নিতাস্তই নারাজ হইতেন। একটা পূর্ণতর প্রেমরাজ্য যে এত সহজে স্পষ্ট হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

চণ্ডীদাসের জন্ম এত পবিত্র, এত উদার, যে তাহার অবধি নাই, মিলনের মধ্যেও তিনি ভূর্ণি পাইতেন না। চণ্ডীদাস যে মনুষ্য জাতির কবি, সমগ্র মানবের মধ্যে প্রেমের বীজ রোপন করাই

যে তাঁর সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ছিল, সে কাহা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি
সুখ পাইতে পারেন না। তাই তিনি বলিতেন—

“কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ দুঃখ দুটী তাই,
সুখের লাগিয়া বে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাই।”

আরও অধিক জোর দিয়া বলিয়াছেন—

“যার যত জাগা তার ততই পিরীতি”—

এই পিরীতিই প্রেমরাজ্যের প্রধান উপাদান। পাছে জাগা
পাইয়া মানুষ পিরীতির পথে না আইসে, সেই জন্ত বলিয়াছেন—

“সই পিরীতি না জানে যারা,
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ যানয়ে তারা ?”

এ এক মন্ত শ্লোভন—জাগা সহিয়া, দুঃখ পাইয়া এ পিরীতি
সাধনে মানুষকে নিরত রাখাই ছিল চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্য !

(২)

চণ্ডীদাস বে পিরীতির স্রষ্টা করিয়া গিয়াছেন, অধুনা কলুষিত-
মনা নরনারী তাহা অতি কদাকার অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন।
পিরীতির নাম শুনিলেই নবীনগণের অধরে কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠে,
মনে কাহনার আভ্রন জলিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে—শক্তি-
সাধনরত চণ্ডীদাসকে বাস্তবীকরণেই প্রেমসাধনের জন্তই রত্নকিনী

রামীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং এই নিকষিত
হেমস্বরূপ প্রেমলাভ করিয়া চণ্ডীদাস যে দিন গাহিলেন—

“তুন রজকিনী রামি,
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইমু আমি ।
তুমি বেদ বাগিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা,
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধা যাজনে
তুমি সে গলার হারা ।
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তার ।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গার ।”

আশ্চর্য্য, তখনও এই অপার্থিব প্রেমের আদর্শ জনসাধারণ
গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল । সাধনার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হইয়া চণ্ডীদাসকে এই অপার্থিব প্রেম লাভ করিতে হইয়াছিল ।
শুচরিত্র ব্রাহ্মণ যুবক সরলাস্তঃকরণে গতানুগতিক সাধনপথই
অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি ঐকান্তিকচিত্তে দেবীর প্রস্তুতমুখের
নিকট আত্মোৎসর্গ করিয়া অভীষ্টনিকির আশায় প্রতীক্ষা করিতে-
ছিলেন, নিত্য নৈমিত্তিক ভোগরাগের সকল অহুষ্ঠান নিষ্ঠাপূর্ব্বক
সম্পাদন করিয়া দেবীর ভূষ্টি বিধানে যত্নপর ছিলেন । চণ্ডীদাসের
অকৃত্রিম ভক্তি ও উপঃপ্রভাবে অচেতন প্রস্তুতমুখী বাস্তবীদেবী
চৈতন্যময়ী হইয়া সাধককে সাধনমার্গ দেখাইয়া দিলেন ।

দেবীর আদেশ লাভ করিয়া চণ্ডীদাস পৃথিবীর কথা তুলিয়া গেলেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও রজকিনী রামীকে অকুণ্ঠিত-
চিত্তে হৃদয়বাক্যের অধীশ্বরী করিয়া লইলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
কাহাকেও কোন কাণ্ডে প্রবৃত্ত দেখিলে জিজ্ঞাসা করিতেন—যে
চাপরাশ পাইয়াছ কি ? ইহার অর্থ—ভগবদাদেশ না পাইলে
মোল আনা এক করিয়া কেহ কোন কার্যে অগ্রসর হইতে পারে না
এবং এইরূপ সর্কাস্তঃকরণে কার্যে প্রবৃত্ত না হইলে কোন উদ্দেশ্যই
সফল হয় না। কেন না, কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবামাত্র স্বভাবতঃ
সাধককে যে সকল ভীষণ বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, উহা
অতিক্রম করিয়া অতীষ্ট লাভ করিতে হইলে দৈবশক্তি লাভ করা
চাই। চণ্ডীদাস এইরূপ আদেশ লাভ করিয়া, একদিন প্রভাতে
অম্পৃশ্য রজকিনীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন—

“ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া

শরণ লইহু আমি।”

এই ঘটনার পৃথিবীর সহস্র অত্যাচার যে চণ্ডীদাসকে আক্রমণ
করিয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সদাচারী ব্রাহ্মণসন্তান রজকিনী
রামীর প্রেমাকান্ধী, ইহা দেখিয়া সকলেই তাহাকে বাতুল বলিয়া
উপহাস করিয়াছিল, দেবী আরাধনার অযোগ্য জ্ঞানে তাহাকে
সমাজ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। চণ্ডীদাস তাহাতে ক্রুদ্ধ
করেন নাই। প্রবৃত্তির ইচ্ছিতে তিনি যদি রামীর প্রণয় অভিলাষ
করিতেন, তাহা হইলে লক্ষ্মী ঘৃণা ভয়ের প্রবল তাড়নায় হয়ত এই
গঠিত কার্য হইতে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন। রামীর সহিত
একজ প্রেমের সাধনা করিতে হইবে, এই আদেশ প্রত্যক্ষভাবে

বাঙলী দেবীর নিকট হইতে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মাহুষের নিম্নিত হইবেন বলিয়া তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

আত্মসমর্পণের ইহা এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চণ্ডীদাসের অন্তরে অহঙ্কারের একটা ক্ষুদ্র রেখা থাকিলে, তিনি নীতিবিরুদ্ধ এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে নিশ্চয় টেতন্ততঃ করিতেন। চণ্ডীদাস বিচার বুদ্ধি সমস্তই বাঙলীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের মনে কোন কামনাই ছিল না, বাঙলীর আদেশই ছিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব। তাই আদ্যাশক্তি এই উত্তম আধার অবলম্বন করিয়া স্বর্গের প্রেম মরুভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিলেন। সে যুগে বর্ত্তমান কালের মত সমাজবন্ধন এরূপ শিথিল হইয়া যায় নাই, হিন্দুসমাজে কেহ উচ্ছৃঙ্খল বা খেচ্ছাচারী হইলে সমাজপতি তাহার গুরুতর দণ্ড বিধান করিতেন। বাঙলীদেবী এই কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়াই চণ্ডীদাসকে সিদ্ধির পথ দেখাইয়া দিলেন, সমাজের চক্ষে বাহ্য হীন, বাহ্য নীতিবিরুদ্ধ, ভাগবত বিধানে তাহা যে অন্তরূপ হইতে পারে, তাহাই তিনি প্রমাণিত করিলেন। রামীর নিকট হইতে চণ্ডীদাস যে প্রেম লাভ করিয়াছিলেন, সমাজের কঠোর দণ্ড মাধ্যম বহিরা তিনি যে প্রেমের সৌরভ জগৎময় ছড়াইয়া দিয়াছেন, দুঃখের তপস্তায় যে স্বর্গীয় ভাবের দোহতনা বলসিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কি মধুর, কি স্নেহময়, কি প্রীতিপ্রদ! তিনি পিরীতির ব্যাখ্যা কি মৰ্ম্মস্পর্শী ভাষায় সরল ও সহজ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—

“পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,

পিরীতি সহজ কথা?

বিরিষের যল নহে ত পিরীতি,

নাহি মিলে যথা তথা ।
 পিরীতি অস্তরে, পিরীতি মস্তরে,
 পিরীতি সাধিল যে—
 পিরীতি রতন লভিল সে জন,
 বড় ভাগ্যবান সে ।
 পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
 পরেতে মিশিতে পারে,
 পরকে আপন করিতে পারিলে,
 পিরীতি মিলয়ে তারে ।
 পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন—
 কহে বিজ চণ্ডীদাস,
 হুই যুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
 থাকিলে পিরীতি আশ ।”

চণ্ডীদাস যে উপায় অবলম্বনে এই অপরূপ প্রেমতত্ত্ব আবিষ্কার
 করিয়াছিলেন, বর্তমান সাধকগণকে সে পথ অনুসরণ করিতে হইবে
 না, কিন্তু ভবিষ্যৎ সন্তানগণের জন্য তিনি যে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া
 গিয়াছেন আমাদের কাছে তাহারই বার্থ অধিকারী হইতে হইবে । যে
 প্রেমের অমর স্পর্শে আপনা ভুলিয়া পরকে আপনার করিতে পারা
 যায়, যে কঠোর ব্রত সাধনা করিলে হুই যুচাইয়া এক অঙ্গে পরিণত
 হওয়া যায়, তাহাই যে আজ বিক্ষিপ্ত, মৃতপ্রায়, দুর্বল বাঙালীর
 মৃতসঞ্জীবনী—তাহাই যে জাতির সিদ্ধ মন্ত্র : এই প্রেমের অমৃত
 নিগড়েই আমরা বিরাট ভাগবত মণ্ডলীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইব ।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—“পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন ।” কিন্তু যে

কুঠোর দুঃখের বোঝা মাথায় বহিয়া আমরা আজ পথ চলিতেছি, যে
 তুর্কিসহ স্বর্ণা সহিয়া দিনাতিপাত করিতেছি, যে দুঃখের পাষাণে
 আমাদের অস্থিমজ্জা দিন দিন চূর্ণিত হইতেছে, প্রেমের সাধনা
 তদপেক্ষা কি অধিক কঠোর হইবে? স্বার্থের কালকূট হলাহলে
 অর্জ্বরিত হইয়া দিবারাত্র উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে আমাদের হৃদয় যে পুড়িয়া
 ছাই হইল, প্রেমের পুত মন্দাকিনী প্রবাহে তা কি শীতল হইবে
 না? অহংকারের পাষাণ-মন্দির প্রকৃতির ভীম বজ্রাবাতে চূর্ণবিচূর্ণ
 হইয়া আমাদেরই যে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে—আজ কে
 আমার আপনার জন আছে, একবার দেখিব না কি? আমরা
 সাতকোটি ভাই সাতকোটি বোন—ভেদের হৃদয়ের প্রাচীর অন্তরাগে
 অবস্থান করিয়া হাহাকার করিতেছি, সবলে সে দৃঢ় ভিত্তি
 অপসারিত করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এক হইবার জন্ত প্রেমের সাধনা
 করিব না কি?

চণ্ডীদাস আমাদের পৃথকত্ব ঘুচাইয়া অভেদ হইতে ইঙ্গিত
 করিতেছেন, সে মহাপুরুষের বাণী অন্তরে গ্রহণ কর। পিরীতি
 সাধন যতই কঠিন হউক, উহাতে আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই।
 আমাদের সকল স্বাধীন ইচ্ছা পরের ইচ্ছার আজ্ঞাকারা করিব—
 যে আমার অধীন নহে আমি তাব অধীন হইব, আমার স্বাতন্ত্র্য
 ঘুচাইয়া চিরজীবন পরতন্ত হইয়াই থাকিব—চণ্ডীদাসের ভাষায়,
 জ্ঞাতির মন্দিরদ্বারে গিয়া ঐকান্তিক চিন্তে নতজাহু হইয়া চীৎকার
 করিয়া বলিব—

“ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া

শরণ লইহু আমি।”

চণ্ডীদাসের প্রেম আজ শাপাশ্রম বিস্তার করিয়া প্রত্যেক বঙ্গীয় যুবকের হৃদয় স্পর্শ করিবে—চণ্ডীদাস রমণীর প্রেমে উদ্ভাস হইয়া এই গোপনতর আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দেহান না করেন। চণ্ডীদাস ইঞ্জিয়জয়ী পুরুষ ছিলেন। আজ আমরা আমাদের যুবতী সহোদরার নিকট একত্র উপবেশন করিতে সঙ্কোচ বোধ করি—ঈহা ভ্রমতা নহে, স্নীলতার লক্ষণও নহে, আমরা এমনি লঘুচিত্ত ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের হৃদয়ে এমনি শক্তির অভাব হইয়াছে! চণ্ডীদাস রামীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন, এমন কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়াই, এইরূপ দুর্গম পথের মধ্য দিয়াই চণ্ডীদাস স্বর্ণের প্রেমকে পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, দিবানিশি রমণীর সঙ্গে থাকিয়াও তিনি আপনায় ভিতর নরকের আগুন জালিয়া তুলেন নাই—খুব জোর করিয়াই বলিয়াছেন—

“রজনী দিগ্ধে হব পরবশে,

স্বপনে রাখিব লেহা,

একত্র থাকিব নাহি পরশিব

ভাবিনী ভাবে দেহা।”

পরবশে থাকিয়া প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যেই রাখিব, ইহাই ছিল চণ্ডীদাসের কঠোর সাধনা। একত্র থাকিয়াও প্রেমাস্পদকে জাগতিক স্পর্শে মলিন করিব না, কেন না প্রেম যে মর্শন স্পর্শনের অতীত, জাগ্রত জগৎ তাহাকে তখন ধরিতে পারে নাই। যখন চণ্ডীদাস উদ্যত হয়ে এই অপার্থিব প্রেমের সঙ্গীত গাহিয়া বাংলার গগন মুখরিত করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীর সমস্ত জীবনটা দৈব-

শক্তিতে আগিয়া উঠে নাই, জ্ঞানের মধ্যেই এই প্রেম খেলিয়া গিয়াছে।

আজিও বাংলা তেমনি নিদ্রিত। যে আগরণ তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ, এ আগরণ নহে, স্বপ্নঘোরে উঠিয়া বসা মাত্র। বেদিন হিন্দুজাতি এই স্বর্গের পিরীতি তুরীয় জগৎ হইতে বিগত ভাবেই তাহাদের আগ্রত জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিবে, সেই দিনই জানিবে ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে, সেই দিনই স্বার্থ-বিজড়িত ইহ-জগৎ প্রেমপূর্ণ হইবে—জগতের প্রজামণ্ডলী সে দিন প্রেমের প্রজা হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করিবে।

প্রবর্তক
সন ১৩২৩ সাল। }

প্রস্তুকার—

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

—:—

পুরুষ

চণ্ডীদাস	সহজিয়ার প্রবর্তক ও কবি
নকুল	চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
বিজয়নারায়ণ	নান্দুরের জমিদার
লক্ষ্মণ	বিজয়নারায়ণের পুত্র
দামোদর	বিজয়নারায়ণের পুরাতন কর্মচারী
পূর্ণানন্দ	তাত্ত্বিক গুরু
ভট্টাচার্য	বিশালাক্ষীর পুরোহিত
বালানন্দ	}	...	পূর্ণানন্দ স্বামীর শিষ্য
কমলানন্দ			
রঘুবীর	উদাসী
শিরোমণি	ছদ্মবেশে পূর্ণানন্দ স্বামী
শিবসিংহ	মিথিলার রাজা
পুরন্দর	ঐ পার্শ্বচর

বিদ্যাপতি ঐ রাজকবি

বুজ্জ সা গোড়ের নবাব

বাজারের লোক, জনৈক ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীগণ, ভৃত্যগণ, চাঁড়াল-

গণ, বিদ্যানিধি, বাচস্পতি প্রভৃতি নাম্নরের ব্রাহ্মণ-

সমাজ, দৌবারিক, উজির, খোজা, প্রহরী,

জনৈক নাগরিক, চাষা, রাজকর্মচারী,

জমাদার ও ঘাতকঘর ।

স্ত্রী

অন্তরা চণ্ডীদাসের মাতা

কলিঙ্গী বিজয়নারায়ণের কন্যা

মহলা ঐ স্ত্রী

তুলসী হলধরের স্ত্রী

রামমণি রজকিনী চণ্ডীদাসের প্রেমিক।

পার্বতী বৈষ্ণবী

দোলেনা বুজ্জ সাহর বেগম

প্রতিবাসী কল্যাণ, হরিমতি (কি),

ও মেছুনী ।

চণ্ডীদাস

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের অন্তঃপুর ।

কাল অপরাহ্ন

বিজয়নারায়ণ ও মঙ্গলা

বিজয়নারায়ণ

স্পর্ধার কথা শুনেছ !—এই মুহূর্তে জটাধারীকে মন্দির থেকে
বার করে দিয়ে তবে অস্ত্র কাজ ।

মঙ্গলা

ও-সব হলধরের পাগালামী—জটাধারীর কি সাধা যে অমন কথা
মুখে আনে ! ছেলেটা বয়ে গেছে, বা তা করে ঘুরে বেড়াই, তব
কি মাথার ঠিক আছে !

(১)

চণ্ডীদাস

বিজয়নারায়ণ

যাই হোক, জটাধারীকে ডাকিয়ে এ কথাই তদন্ত করতে হবে !

মঙ্গলা

ছুঁচোর গুকে পৰ্ব্বত করো না ; কথা বাড়ালেই বাড়ে। বোমা
আমার আঁচল ঢাকা আছে, হৃদয়ে যায়, আমার সঙ্গে সঙ্গেই
থাকে ; একদিনের তরেও জটাধারীর বেচাল দেখি নি।

বিজয়নারায়ণ

তবে কি বোমা মিথ্যাবাদী !

মঙ্গলা

ও বেটী পাগলী ! চলধর ভামাসা করেছে, না বুকে কথাটা
তোমার কানে তুলেছে—তুমি তাই নিয়ে উতলা হ'ও না।

নেপথ্যে গলার শব্দ

বিজয়নারায়ণ

কে !

দামোদর প্রবেশ করিয়া কহিল

আজ্ঞে আমি—দামোদর।

মঙ্গলা পার্শ্ববর্তী ঘরে প্রবেশ করিল

বিজয়নারায়ণ

কি সংবাদ, দামোদর ?

দামোদর

আজ্ঞে, খবর ভাল নয়। তখনই বলেছিলুম—যখন টাকা দিলেন
তখন সঙ্গে সঙ্গে ৭তে সহি করিয়ে নিল। এখন উপায় ?

বিজয়নারায়ণ

কেন কি হয়েছে ?

দামোদর

দুর্গাদাস আজ প্রাতে ভেদবন্ধিতে মারা গেছে।

বিজয়নারায়ণ

সর্বনাশ ! কোন খবর পাই নি তো !

দামোদর

ছেলে দুটো খবর চাপা রেখে, টাকাটা ফাঁকি দেবার মতলবে ছিল।

বিজয়নারায়ণ

বিজয়নারায়ণের টাকা হজম করে কার সাধ্য ! তার জন্ত ভেবো না। তবে মতলব হয়তো ফেসে গেল।

দামোদর

এর ভিতর আপনার কোন উদ্দেশ্য ছিল নাকি ?

বিজয়নারায়ণ

বিনা উদ্দেশ্যে, বিজয় নারায়ণ কাঁচা কাজ করে না। এখন এক কাজ কর, দুজন পাক নিয়ে বাড়ী ঘেরাও কর।ছেলে দুটো কোথা ?

দামোদর

শব নিয়ে অশানে গেছে। ফেরবার সময় হ'লো।

বিজয়নারায়ণ

তবে আর বিলম্ব ক'র না। গিরে দরজার চাবি লাগাও।

চণ্ডীদাস

দামোদর

ফোজদারীতে প'ড়বো না তো ?

বিজয়নারায়ণ

বিজয়নারায়ণকে ফোজদারীতে ফেলে এমন লোক নান্নুরে
নেই। আবশ্যক বোধ কর হৃদয়কে সঙ্গে নাও। দাহ কার্য
শেষ করে' তারা যেন গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। খতে দস্তুর-
মত ছই ভাবের সহি নিয়ে, দরজা খুলে দিবে। যাও, আর দেবী
ক'র না।

দামোদর

যে আক্ষে।

প্রস্থান

বিজয়নারায়ণ

এ দিকে এস—তুনে যাও !

মঙ্গলা প্রবেশ করিল

বিজয়নারায়ণ

ছগ্নদাস হঠাৎ মারা গেছে, এক রাশ্ টাকা কর্জ দিরেছি, বিনা
খতে—বাড়ীর মধ্যে হৃদয় থাকে তো পাঠিয়ে দাও, দামোদরের
সঙ্গে যাবে—টাকার হিলে চাই ! আর একটা কথা ... দামোদর—

দ্রুত প্রস্থান।

মঙ্গলা অন্য দিকে প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের অন্তঃপুরের আর এক দিকে ।

কাল—অপরাহ্ন ।

তুলসী, রুক্মিণী ও প্রতিবেশী কন্যাগণ চুল
বাঁধিতেছিল । এবং তুলসী একমনে চুলের জোট
ছাড়াইতে ছাড়াইতে গান গাহিতেছিল—

গান

শ্রবণে পশিল শ্রাম নাম ।

মরমে বিধিল

আকুল করিল প্রাণ ॥

নামে যার এত মধু

পরশে সে প্রাণ বঁধু

হিয়ার ভিতরে শুধু

মিলন মধুর তান ॥

আকুল বাঁশীর সুরে,

বাজে সে গোপন পুরে,

রহিতে পারি না দূরে,

যার বাবে কুলমান ॥

একজন কহা

কি মিটি গলা ভাই, যেন কোকিলের বাসা ! বৌদি' এমন
গান কোণায় শিখেছিলে ?

চণ্ডীদাস

তুলসী

সে অনেক কথা। একটা গল্প বললেও হয়, শুন্বি ?

কহা

বলনা ভাই গুনি, এখনও ঢের বেলা আছে !

তুলসী

আমাদের বাড়ী ছিল গাঁয়ের এক পাশে—সামনে খোলা ময়দান,
দান্ন খানে মস্ত দাঁঘি, কাল জল থৈ থৈ কর্তো, চারি ধারে প্রকাণ্ড
বটগাছ, খুরি নেমে কুঞ্জ গড়ে তুলেছিল।

কহা

বেশ জায়গা তো !

তুলসী

হাঁ, সেইখানে সারাদিন কেটে যেতো, বটের খুরি ধ'রে
ঝুলতুম, কখন বা ঝাঁপিয়ে জলে পড়ে এপার ওপার সাঁতার কাটতুম।

কহা

কেউ কিছু বলতো না !

তুলসী

কে আর বলবে ! পেট থেকে পড়েই মায়ের মাথা ঝেঁয়েছিলুম,
বাবা আর বুড় পিসী, বাবা কাজে বেরিয়ে যেতেন, পিসী সংসারেই
বাক্ত, আমার আর ধরে রাখবে কে !

কুম্মিণী

ভাই এমন দস্তি হয়েছ !

তুলসী

দস্তি হয়েছি কিসে—সে কথা শুন্নে আঁতকে উঠবে। ঐ
দৌঘির পাড়ে একদিন এক ব্রহ্মনৈত্যের সঙ্গে দেখা।

কজাগণ

এঁা বল কি ?

তুলসী

ভয় খাস কেন! বয়স তো তখন আমার বেশী নয়; ন'দশ
বছর হবে। একটা হলদে রঙের আলখেল্লা গায়ে, খড়ম পারে, মস্ত
চুল, মস্ত দাড়ি, গলায় মালা, এক হাতে লাঠি নিয়ে আমার ভাড়া
ক'লে!

কজাগণ

ওরে বাপু রে!

তুলসী

ধানিক নোড়ে ধরা দিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—কি দরকার,
সে ভেসে আমার বুকে তুলে চম্পট দিলে।

কজাগণ

বল কি! কি করে ফিরলে ভাই?

তুলসী

সহজে কি ফিরতে পেরেছি, সাত গাঁ পেরিয়ে, একটা ভাঙ্গা
বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমার রাখলে। সেখানে অনেক লোক—মেরে
পুরুষ এক সঙ্গেই থাকে, আমোদের শেষ নেই, তোরে উঠে পাখীর
সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই গান গায়, ভিক্ষা করে, সাধন তপন যে

চণ্ডীদাস

কত, তা আর কি বলবো ! প্রথম প্রথম বাড়ীর জন্ত মন কেমন করতো, তার পর আদর পেয়ে সব ভুলে গেলুম, আমিও ভিক্ষায় বেতুম, কত গান যে শিখলুম তা আদ্রও গেয়ে ফুরোতে পারি নি, কাজের মধ্যে ঐ, গান গাওয়া, ভিক্ষা করা, আর চোখাচোখী চেয়ে থাকি, এমন করে দু বছর কেটে গেল— ।

কথাগণ

তারপর !

তুলসী

পেরো কাটলো, একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে—পথে ঝড় আর জল, সন্ধ্যা হুজন হারিয়ে গেল, আমি একা ভিজতে ভিজতে এক গেরোস্ত'র বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম । বাড়ীর কর্তা নানা কথায় আমার পরিচয় নিলে, তারপর আমার আর ছাড়লে না, দুদিন পরে দেখি বাবা এসে হাজির, তারপর জানলুম, আমার খোঁজ না পেয়ে বাবা তাঁর বন্ধু বান্ধব আত্মীয়দের এ কথা জানিয়ে রেখেছিলেন । যে বাড়ীতে উঠেছিলুম, সে বাড়ী বাবার এক দূর আত্মীয়ের ।

কথা

তারপর ব্রহ্মদৈত্যের কি হলো ?

তুলসী

সে খোঁজ আর কে রাখে ! হারানিধি পেয়ে বাবা বাড়ী এলেন, বছর কাটলো না, তোমাদের দলে ভর্তি হলুম, এখনও মনে হয়, তেমনি ক'রে গান গেয়ে, পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খাই, ঘরের বাঁধন মইতে পারি না !

কস্তা

ভাই বলি এত গান শিখলে কোথা! সন্ধ্যা হ'লো, আর
একটা গান গাও ভাই, বাড়ী যাই!

তুলসী

না ভাই, ঠাকুরদীর মুখ দেখ, ঘেন তোল হাঁড়ি!

রুক্মিণী

আর গান গাইতে হবে না! বৌমাছুষের অভো বেহায়াপনা
ভালবাসি না!

কস্তা

মুখে আগুন তোমার! এমন মিষ্টি গানে অরুচি! গাও বৌদি,
তোমার পায়ে পড়ি!

তুলসী

ঠাকুরদীর হুকুম না হ'লে কি করে গাই ভাই!

রুক্মিণী

আহা ঠাকুরদীর জন্তে সব আটকে রয়েছে, গান গাইবেন তা
আমার অনুমতি নেওয়া হচ্ছে! আমি কি বারণ করেছি?

তুলসী

ঠাকুরদীর ফুল পড়েছে, আমার আর দোষ নেই। তোমার
দাঙ্গা যদি কিছু বলেন, তো বলবো তোমার স্তম্ভ্রা বোনের অনুমতি
নিরেছি!

রুক্মিণী

আ নরপ—কথার ভঙ্গী দেখ!

তুলসী গান আরম্ভ করিল

গান

রাধারমণ বৃন্দাবন প্রাণ

বাঁশরী-বদন হরি হে ।

কালীন্দমন ত্রুগোপীরঞ্জন

অনাথশরণ প্রেমিক হে ॥

আকুল অবলা, আমি সে অথলা

জীবন যৌবন চরণে হে ।

ননদী ক্ষুরধার প্রথর বিচার

উদ্ধার প্রমাদে মাধব হে ॥

বৃগ বৃগ ধরি আমি যে তোমারি

সে কথা পাশরি বঁধুয়া হে ॥

হলধর প্রবেশ করিল

হলধর প্রবেশ করিবা মাত্র গান বন্ধ হইল ।

হলধর

চলুক ! চলুক !! গান বন্ধ হলো কেন ? এই যে কন্সিগীও
এই সঙ্গে যোগ দিবেছিল !

কন্সিগী

দোহাই দাদা ! আমার কিছু বল না । আমার অবাক করেছে,
পাহাড়ে মেয়েমাছুষ বাবা ! হাঁপ দাঁপ মানে না ! বারণ শোনে
না !

তলধর

আর জটলা পাকিয়ে বসে থাকতে হবে না, একে একে সব
স'রে পড়।

কুশ্মিনী

কেমন শক্ত বানি ! এ আর কুশ্মিনী নয় !

১ম কন্ঠা

শেষে ঝাড়ার ঘটা দেখ ! যেন কোঁস ক'রেই আছেন !

২য় কন্ঠা

তাই বলি, ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে !

কুশ্মিনী

আ মরণ ! গায়ে প'ড়ে কোন্দল করা !

প্রস্থান

হলধর

তুলসী ! তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেছ। আমি স্বামী—গাছ-তলার
নিয়ে গেলে, গাছ-তলার যেতে হবে, মন্দিরের কথা বাবাকে বলে'
দিয়ে অব্যাহতার চূড়ান্ত হয়েছে—এমন ক'রলে মুখ দেখাদেখি
পাকবে না !

তুলসী

না থাক, তবু আমার ধর্ম থাকবে। যে স্বামী স্বীয় ধর্ম রাখে
জানে না, সে স্বামীকে শত্রুর মতই দূরে রেখে চলতে হয়।

হলধর

বড় স্পর্ধা তোমার—মনে রেখো, ইচ্ছা করলে দু'টা টিপে বাড়ীর

চণ্ডীদাস

বার ক'রে দিতে পারি, তখন তোমার ধর্ম থাকবে কোথা !

তুলসী

ধীর ধর্ম তিনি রক্ষা করবেন। কিন্তু তোমার কি সাধ্য যে
আমার বাড়ীর বার করে' দাও !

হলধর

বটে ! হারামজাদী—আমার কি সাধ্য দেখবে !

(গলা ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা)

মঙ্গলার প্রবেশ

মঙ্গলা

মেয়ে মানুষের গায়ে হাত কিরে ! ও আঁটকুড়ো, করছি' কি !

হলধর তুলসীকে ছাড়িয়া দিল—তুলসী অবগুণ্ঠন
টানিয়া প্রস্থান করিল।

হলধর

তোমার আস্কারাতে এই সব হচ্ছে, কথার অবাধ্য, মুখের
উপর যা তা বলা, একদিন খুনোখুনি হবে দেখছি !

মঙ্গলা

কি আমার বীর পুরুষ গো ! এখন যা, কর্তা ডাকছেন, দুর্গাদাস
হঠাৎ মারা গেছে, বিনা খতে টাকা দেওয়া হয়েছিল, দামোদর বাড়ী
আটক করতে যাচ্ছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

হলধর

ঐ এক ফাঁসাদ, বাবার সব কাজেই গোলমাল।

প্রস্থান

মঙ্গলা

হোমা ! গা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, ঠাকুরঘরে যাও, সন্ধ্যা বয়ে যার ।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চণ্ডীদাসের বাড়ীর সম্মুখ ভাগ ।

কাল—সন্ধ্যা হইয়াছে, গোধুলির অস্পষ্ট আলোয় আঁকা বাঁকা পথটির কতকটা দেখা যাইতেছে, অন্ধকার এখনও ঘনাইয়া আসে নাই ।

চণ্ডীদাসের বাড়ীর ভিতর হইতে করুণ ক্রন্দনের স্রব শুনা যাইতেছিল ।

রাখাল বালকগণ গান গাহিতে ২ প্রবেশ করিল ।

গান

ডুবলো ডাহু গগন তলে,

আঁধার নেমে এল সবে ।

পাখীর নাচন গাছের ডালে,

ঘরে ফিরে চল সবে ॥

খেয় চরাই সারা বেলা,

কেবল হাসি, কেবল খেলা।

দিনতো এমনি যাবে কেটে

হরি বলা হবে কবে ॥

চতীদাস

রাখালেরা প্রশ্নান করিলে, হলধর, দামোদর ও দুইজন পাক প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে মাঝে মাঝে কান্নার স্বর শুনা যাইতেছিল।

দামোদর

হলধর—দরজায় চাবী লাগাও, দোর যেমন ভেজান আছে তেমনি থাক্।

হলধর চাবী দিল।

দামোদর

কর্তার মংলব যে কি বুঝা গেল না। এমন ফাঁকা কাজ কখনও তাঁরে করতে দেখি নি।

হলধর

বাবার সব কাজ আল্গা। যত দোষ এই নন্দ ঘোষ, বুকেছ কাকা!

দামোদর

না, এর ভিতর নিশ্চয় চাল আছে। কোন্ বোড়ে টিপে কারে যে তিনি কিস্তি দেন, মাথার চুল পাক্‌লো, বুকে উঠা গেল না। বাজে কথা যাক্। শ্রাক্ যদি গড়ায়, দৌড়ে গিয়ে কর্তাকে খবর দেবে। আদি যেমন ক'রে পারি দোর বন্ধ রাখ্‌ব।...দূরে হরিধ্বনি শোনা গেল না?—বুঝি আস্‌ছে।

হরধর

কাকা! আমি একটু দূরে দাঁড়াই, গোলযোগ বাধে তো এক দৌড়, বুকেছ!

নিকটে হরিধরনি শুনা গেল, দানোদর পায়চারী করিতে লাগিল, চণ্ডীদাস, নকুল ও আর দুইজন লোক প্রবেশ করিল, বাড়ীর ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন শুনা যাইতে লাগিল—দানোদরকে সম্মুখে দেখিয়া নকুল কহিল—

দানোদর কাকা! সর্বনাশ হয়ে গেল—বাবাকে আর এ জন্মে দেখতে পাবো না—হায়! হায়!!

দানোদর

খবর চেপে রাখা ভাল হয় নি!

নকুল

খবর আর চাপাচাপি কি, চোখে কানে দেখতে দিলে না, এক দাস্ত, এক ভেদ, বাস্, সব শেষ!

দানোদর

হঁ।

চণ্ডীদাস অগ্রসর হইয়া দরজায় চাবী দেখিয়া ফিরিয়া কহিল—

দোরে চাবী কেন?

চণ্ডীদাস

দামোদর

চাবী আমরা দিয়েছি।

নকুল

কেন ?

দামোদর

বিনা খতে তোমার বাবা টাকা কর্জ নিয়ে এসেছিলেন, আজ
পাকা খতে সহি দিবার কথা। অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা। কর্তার
জুহুম, দুই ভা'য়ে খতে সহি দিলে, বাড়ী প্রবেশ করতে পাবে।

নকুল

অতি অত্যাচার! দেশে কি অরাজক উপস্থিত হয়েছে? চাবী
খুলে দাও, দামোদর কাকা।

দামোদর

সহি দিলেই খুলে দেওয়া হবে।

নকুল

যদি না দিই ?

দামোদর

কর্তার জুহুম যা তাই হবে। আমরা নিরুপায়।

নকুল

কিসের নিরুপায় দামোদর কাকা!—আজ কাকা ব'লতেও
স্বপ্না বোধ হচ্ছে। এই দুদিন আমাদের, অসহায় ব'লে কি এতখানি
অপমান ক'রতে হয়? এর কি প্রতিকার হবে না?

দামোদর

কি প্রতীকার চাই ?

নকুল

কি প্রতীকার চাই ? পাষণ্ড ! নরপিণ্ডাচ ! ! দে, ভাল চাস্-
এই মুহূর্তে চাবী খুলে দে !

চণ্ডীদাস

কঠোর কর্তব্য ! হৃদয়, খত বাহির কর, সহি দিচ্ছি ।

দামোদর

তোনার একলার সহিত কাজ হবে না, উভয়েই সহি চাই ।

চণ্ডীদাস

এই কাজটা কাল ত'লে কি সতি আমরা অস্বীকার করকুম !

হৃদয়

আজই বা তাতে আপত্তি কি ?

চণ্ডীদাস

কিছু না ! খত বাহির কর । নকুল !.....

নকুল

কিছুতেই না । আনন্স মার্জনা কর, দাদা !..... চাবী খুলে
দেবে কিনা বল ?

দামোদর

রাগ করে' কোন লাভ নেই নকুল, খতে সহি না পেলে চাবী
আমরা খুলতে পারি না ।

হলধর

‘ ব্যাপার গড়াবে দেখছি—

(সক্রোধে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া)

কাকা, তুমি দাঁড়াও, বাবাকে খবর দিই।

হলধর প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে নকুল
দৌড়িয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া কহিল—

নরাদম যাস্ কোথা ! পিতৃক্লণ তোর রক্তেই পরিশোধ কর্বো !

হলধর

কাকা ! কাকা !! মারা গেলুম ! রক্ষা কর !!

দামোদর

ছেড়ে দাও । ছাড়বে না ! আমার আর অপরাধ নেই ।

পাকেদের ইঙ্গিত করিবা মাত্র, পাকেরা
নকুলকে লক্ষ্য করিয়া লাঠী তুলিল, চণ্ডীদাস উভয়
হস্তে লাঠী ধরিয়া কহিল—

সবুর কর ! নকুল, ভাই ! ক্ষান্ত হও । ভবিষ্যৎ
আমাদের আরো অন্ধকার ! শোকসন্তপ্তা জননী আর্তনাদ শ্রবণ
কর । বিস্ত্রহীন দুর্বল আমরা, সম্পদশালী লোকের সঙ্গে বিবাদ
আমাদের শোভা পায় না, পিতৃক্লণ অবশ্যই পরিশোধ কর্ত্তে হবে ।
দামোদর কাকা, খত বাহির কর, আমরা দুজনেই সহি করবো !

দামোদর খত বাহির করিল, চণ্ডীদাস সহি
করিয়া কহিল—

নকুল, আমি তোমার বড় ভাই । কথা রাখ, সহি দাও !

নকুল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সহি দিল,
দামোদর খতখানি উত্তরীয়ে গেরো দিতে দিতে
কহিল—

দেখ দেখিন বাবা ! এই তো বুদ্ধিমানের মত কাজ হ'লো।

দামোদরের ইঙ্গিতে পাকেরা চাবি খুলিয়া
দিলে, চণ্ডীদাস, নকুল ও তাহার দলের লোক ব্যতীত
সকলে প্রস্থান করিল।

চণ্ডীদাস

সংসারসমুদ্রে শুধু কি আমরাই বিপন্ন ? এ জগৎ বিপন্ন-সমুদ্র !
বিপদবারণ মধুসূদন ভিন্ন দ্বিতীয় পথ আর তো নাই ! ভাই
নকুল, কুরু বিষয়চিন্তে আর দাঁড়িয়ে থেকো না, শরতর কৰ্ম আছে,
দরিদ্র আমরা, পিতৃদায় থেকে উদ্ধার পেতে হবে। ধরে চল।

অধোগুথে সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থদৃশ্য

স্থান—বিশালাক্ষীর মন্দির

কাল—দিবা এক প্রহর অতীতপ্রায়।

প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া জটাধারী চণ্ডীপাঠ
করিতেছিল। মঙ্গলা করজোড়ে প্রতিমার মূৰের
দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া স্তব পাঠ করিতেছে।

চণ্ডীদাস

তুলসী সাজি হস্তে দাঁড়াইয়া । কিছু দূরে উঁচু বেদীর
উপর পূর্ণানন্দ ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট ।
মঙ্গলা ও তুলসী প্রথম প্রতিমাকে, তারপর একে
একে জটাধারী ও পূর্ণানন্দকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান
করিল । ইহাদের প্রস্থানের পর পূর্ণানন্দ কহিল —

বাবা জটাধারী !

জটাধারী (আসন হইতে)

আজ্ঞে প্রভু ।

পূর্ণানন্দ

সুবিধা করতে পারলে ?

জটাধারী (উঠিয়া পূর্ণানন্দের কাছে আসিয়া)

• আজ্ঞে না প্রভু ! ছুঁড়ি ইশারা বোঝে না !

পূর্ণানন্দ

পরমা সুলক্ষণ ! সুলক্ষণও দেখছি । হৃদয়কে রাজী করতে
পারলে ?

জটাধারী

সব মাটা 'করে' দিয়েছে । কথা কতীর কানে গিয়ে পৌঁচেছে,
বুঝি বা আমার সম্বন্ধে হয় !

পূর্ণানন্দ

না, না, অত দূর গড়াবে না । আর তা হ'লেও তোমার ভয়
কি ?

জটাধারী

ভরসাও বড় দেখছি না, প্রভু ! হলধর একেবারেই নিরেট ।
বৌটাকে খোলাখুলি সবই বলেছে—ভারপর গোবর মাঠময় । গতিক
বড় বেয়াড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

পূর্ণানন্দ

বৌ কি বিজয়নারায়ণকে সব বলে দিয়েছে ?

জটাধারী

তা না হ'লে আর ভয় কিসের ? শশীরামের দফা রফা । তবে
গিন্নির স্মৃতিতে টিকে আছি ।

পূর্ণানন্দ

কুলাচার সাধনে বিষ নেই । কুলকুণ্ডলিনী সহায় হবেন !

জটাধারী

ঐ যা ভরসা । রাজার হালে আছি—এখান থেকে পাকড়ি
গুটোতে হ'লে মারা যাবো, প্রভু !

(দূরে হলধরকে আসিতে দেখিয়া) চোখ বুজুন, চোখ
বুজুন, হলধর আসছে । মুখখানা ভারি ভারি, শ্রাকটো ভাল
ক'রেই পাকুলো নাকি ?

পূর্ণানন্দ

সুবিধা বোক, কথাটা পেড়ো ।

জটাধারী

তা আর বলতে হবে না । এক ছিলাম গাঁজার যোগাড় করি ।

চণ্ডীদাস

• জটাধারী গাঁজা মলিতে আরম্ভ করিল
হলধরের প্রবেশ।

হলধর ধ্যানস্থ পূর্ণানন্দের চরণে প্রণত হইয়া
বসিয়া কহিল—

জটাই দেবী কত ?

জটাধারী

মাল তরেরী। ভায়ার মুখখানা বড় শুখ্নো শুখ্নো, অস্থ-
বিস্থত করে নি ত ?

হলধর

ও-ধার নিয়ে বাই না। তবে বড় বেইজ্জত হয়েছি।

জটাধারী

বটে! ব্যাপার কি ?

হলধর

লকা শালা খতে সহি নিতে চায় না, শেষকালে চুলের খুঁটি ধরে'
মারে আর কি !

জটাধারী

কি আশ্পর্ষা! তারপর, কাজ মিটেছে ?

হলধর

তা না হ'লে পরিহ্রাণ আছে! বাবাজীকে ব'লে, মারের মাথায়
ফুল বিছপত্র চাপিও তো, শালা যেন মুখে রক্ত উঠে মরে।

জটাধারী

শু ঠিক কলে যাবে। মারণ বশীকরণ, এ সবে বাবা একেবারে

সিদ্ধহস্ত। তা ভায়া, আঙুলের ডগায় চাঁদ থাকতে ধব্ধ না,
এর পর যে পস্তাবে!

হলধর

কি করি বল! অমৃতে অকুচি কার? শেষে কি একটা
কেলেঙ্কারী ক'রে বসবো!

জটাধারী

তা যা বলেছ। শেষে আমায় নিয়ে টানাটানি। চুপি চুপি
বোকে রাজি করাতে পারলেই, সব ল্যাটা চুকে যায়।

হলধর

কিছুতেই রাজি হয় না। লাজনাই কি কম করেছি?

জটাধারী

ঐতেই তো সব মাটি করেছ। একি জোরজবরদস্তির কাজ!
গায়ে হাত বুলিয়ে, কোশলে কাজ হাঁসিল করতে হবে।.....আর
একবার দেখ না, সাম্নে আমাবস্যা। কুলাচার সাধনে অষ্টসিদ্ধি—
পাথরে পাঁচ কিল!

হলধর

সবই বুঝি জটাই, কিন্তু ও-সব দেখছি এ অনৃষ্টে ফলবে না।
বাবাজীর কাছ থেকে তুমি কিছু আদায় কর না!

জটাধারী

সেই চেঁচাতেই তো আছি—সাক্ষরদী করছি কিসের জন্তে?
খুলো পোড়া শিথলেই বেরিয়ে পড়ি। ভায়া, সংসারে থাকতে
গেলে, কিছু গুণগান্ জানা ভাল; এই আজ যদি বাধণ দিচ্ছিটা

চতুর্দশ

ধাক্কতো, লকা ব্যাটা কি গায়ে হাত তুলতে পারে?

হলধর

তাই তো এত দূর এগিয়েছিলুম। গারেও ভোর নেই,
দুটিপাতেই যদি ভয় করতে পারি, কেউ কি ঘেসতে পারবে?

অটোধারী

তা ভায়া মারি তো হাতী লুটি তো ভাঙার, আর একবার শেষ
চেষ্টা করে' দেখ।

পূর্ণানন্দ চক্ষুরুন্মীলন করিলে হলধর কাঁহল—
বাবাজী কি বলেন?

পূর্ণানন্দ

বাবা! শিববাক্য, এ কাজ তোমায় করতেই হবে। দেবীর
আদেশ পেয়েই এখানে আসা। তোমায় সজীক দীক্ষা দিয়ে তিব্বত
যাত্রা করবো। কুলাচার সাধনে দেবী প্রসন্ন হবেন, সাক্ষাৎ দর্শন
পাবে। বর তোমার বা ইচ্ছা তাই মেগে নেবে! শিব! শিব!!

হলধর

দিন, পায়ের ধুলো দিন। টানা হ্যাঁচড়া করে' তো পারি নি,
একবার পায়ের হাতে ধরে দেখি কি হয়!অটাই, কারণ
টারল নেই?

অটোধারী

বাবার আশীর্ব্বাদে অতাব কি! (দেবীর অপর পার্শ্ব
হইতে হৃৎভাঙ লইয়া) এই নাও মায়ের প্রসাদ।

হলধর

(মদ্য পান করিয়া) তা'জটাই, তুলসী না হ'লে আর
একটার বোগাড় দেখবো ?

জটাধারী

রাম ! ও-কথা মুখে এনো না, ব্যাভিচার মহাপাপ ! সাত
পাকের ঘরের লক্ষ্মী হওয়া চাই । তা না হ'লে আর গড়ে' মার
খাই !

হলধর

সিদ্ধি বড় ক'্যাসাদের কাজ দেখছি । দাও বাবা, আর একবার
পায়ের ধুলো দাও, আশীর্বাদের জোর থাকলে লক্ষ্মী উজোড় করে'
হাজির করবো, ঘরের পরের মানি না বাবা !

জটাধারী

ভায়া, বাবার চরণ ছুঁয়েই স্বাকার করলে, এবার যেন
কঙ্কর না !

হলধর

কুচ্ পয়োয়া নেই—বা থাকে বরাত্তে—এলার ওলার করে'
ছাড়বো ।

প্রস্থান

পূর্ণানন্দ

কি বুঝলে !

জটাধারী

ইপায়েন না । হবে । কিন্তু বাবা, সিদ্ধি পেলে আধাআধি

চণ্ডীদাস

বক্স। আপনার সে সিঁড়র পড়ায় কিছু হ'ল না, বেটী ফিরেও
চাইলে না !

পূর্ণানন্দ

স্থির হও। এতদিনে লক্ষণযুক্তা শক্তির সন্ধান পেয়েছি। কার্য-
সিদ্ধি হয়, এই অমাবস্যার পরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবো !

জটাদারী

মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। উঠি, দেবীর ভোগের সময় হ'লো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের অন্তঃপুর

কাল—অপরাত্ন

বিজয়নারায়ণ ও মঙ্গলা

মঙ্গলা

পাত্রেব সন্ধান ক'রলে না, এই মাসেই মেয়ের বিয়ে দেবে—
এ তোমার কোন্ দেশী কথা !

বিজয়নারায়ণ

পাত্রেব সন্ধান না ক'রে কি বলছি ? বিজয়নারায়ণ ফাঁকা কাজ
করে না।

মঙ্গলা

কৈ আমার তো কোন কথা বল নি !

বিজয়নারায়ণ

সময় আসে নি। তা ছাড়া এখনও কিছু গোল আছে—
সম্ভবতঃ ঘিটে বাবে।

• মঙ্গলা

তোমার সব আঙ্গুবি কথা ! কি স্থির করেছ, তুনি !

বিজয়নারায়ণ

দুর্গাদাস গঙ্গুলীর ছোঁঠপুয় চণ্ডীদাস কল্পিনীর উপযুক্ত পাত্র ।

মঙ্গলা

ও-মা ! তারা যে পথের ডিখারী গো !

বিজয়নারায়ণ

সে তো আমিই করেছি । কথা শ্রবণে দুর্গাদাসের সঙ্গে এই কথা হয়েছিল । সে তখন রাজি হয় নি । তারপর বিষয়সম্পত্তি বধন নিলামে চ'ড়লো, তখন সে বুঝলে এ সব কার চক্রান্ত । বসন্ত বাতী বন্ধক পড়তে, সে এসে আমার দ্বারস্থ হয় । কথাটা পাকাপাকি ক'রেই বিনা খতে টাকা কর্জ দিয়েছিলুম । লোকটা হঠাৎ মারা না গেলে কোন গোলমাল হোত না ।

মঙ্গলা

তা ছেলেটি নিশ্চয় নয় । তবে এখন ওদের বক্তৃতা শুখ ।

বিজয়নারায়ণ

সে ভায় আমার । মাটির দরে দুর্গাদাসের যে সব জমি জায়গা খরিদ ক'রে রেখেছি, সেইগুলি যৌতুক হিসাবে প্রত্যর্পণ ক'রবো । কাছে ঘরে মেয়ে থাকবে, এক দৌড়ের পথ, বামুনের ঘরে এমন পাত্র পাবো কোথা ?

মঙ্গলা

তা হাঁগা, এ কথা একদিনের ভরেও তো আমার শোনাও নি !

চণ্ডীদাস

বিজয়নারায়ণ

যেয়েমামুখকে সকল কথা বলতে নেই। তা ছাড়া এ কার্য
সফল হবে কিনা সে বিষয়েও বোরতর সন্দেহ ছিল। এখনও কি
হবে বলা যায় না। চণ্ডীদাস সৰ্ব্ব বিষয়ে উদাসীন, এ বিবাহে রাজী
না'ও হ'তে পারে। তবে এমন ক'দে ফেলেছি, এ ছাড়া বাচ্চ'বার
আর অস্ত্র উপায় নেই। দামোদর গেছে, আজই কথাবার্তা
মিটমাট্ হবে।

মঙ্গলা

যদি এতই তোমার মনেছিল—বরে চাবী দিয়ে শিল তেঁতো
নোড়া তেঁতো না ক'র'লেই হ'তো!

বিজয়নারায়ণ

কার্যসিদ্ধি যদি হয়, এই চালেই হবে। দুর্গাদাস গাঙ্গুলীর
ছেলে, সহজে মাথা হেঁট করবে না, এ কথা আমি ভাল ক'রেই
জানি। বিজয়নারায়ণের প্রতাপ আর ঐশ্বর্যবল এই দুয়ে বাধে
সকতে এক ঘাটে জল খায়, এটা তাদের বোঝান দরকার ছিল।
ঐ বুঝি দামোদর আসছে!

দামোদরের প্রবেশ

কি হ'লো?

দামোদর

চণ্ডীদাস রাজী নয়। সে বিয়ে করবে না!

বিজয়নারায়ণ

হঁ। এই সন্দেহই আমার ছিল। ভাল, তাদের সাংসারিক
অবস্থা কেমন?

দামোদর

অতিশয় শোণীয় ! শ্রদ্ধা শাস্তিতে সৰ্ব্বস্বাস্ত । চণ্ডীদাস এক
প্রকার উন্মাদ বল্পেই হয় । নকুল যা হয় করে' দিন চালাচ্ছে ।

বিজয়নারায়ণ

চণ্ডীদাস সহজে সংসারী হবে না । গিরি কি বলে ?

দামোদর

সে বড় ভাল মানুষ । সবচেয়েই রাজী । নকুল একরোখা ।
বিদ্য নেই, কাজেই মাথা নীচু ক'রে রইলো ।

বিজয়নারায়ণ

ঋণ পরিশোধের কথা কি বলে ?

দামোদর

গিরি কাদে । নকুল চূপ করে' থাকে । আর চণ্ডীদাস বলে,
বা আছে সব বেচে কিনে নিয়ে ঋণমুক্ত করুক ।

বিজয়নারায়ণ

ভাল, তুমি বিশ্রাম করগে ।

দামোদরের প্রস্থান

মঙ্গলা

এইবার । বড় যে আশ্চর্য্য করছিলে ! সরষের তেল নাকে
দিয়ে ঘুমোও !

বিজয়নারায়ণ

এ সব আমার জানা কথা । মেয়েটার হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে
জলে কেলে দিতে ত পারি না ! বড় ঘরে দিতে হ'লে বখেট অর্থব্যয়

চণ্ডীদাস

আছে, তা ছাড়া ছেলের চরিত্র কেমন হবে কে জানে! আবার
ছেলের মা বাপের খোঁটা খাওয়াও বরাতে থাকতে পারে। অনেক
বুকেই আমি এই কাজে হাত দিয়েছি। চণ্ডীদাস যদি অসম্মত হয়
—নকুলকে রাজী করাবই। তুমি ভেবো না, মেয়ের বিয়ে এই
মাসেই দেবো। বিশালাক্ষীর কৃপায় আমার কথা মিথ্যা হবে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হানি—হলধরের শয়ন কক্ষ।

কাল—রাত্রি এক প্রহর অতীতপ্রায়।

ঘরের জানালা দিয়া চাঁদের আলো ঢুকিয়াছে
—তুলসী একরাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে ও
গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে—

গান

আজু কেগো মুরলী বাজায়—

এ ত কভু নহে শ্রাম রায়।

ইহার গৌর বরণ করে আলো

চুড়াটি বাধিয়া কেবা দিল,

নটবর বেশে ছিল কোন দেশে—

বনমালা গলে হেসে যায় ॥

ছিল নীল উজল নীলমণি

কুঞ্জে ছিল কাহ্ন-কমলিনী—

বুঝি বিপরীত—দোহার চরিত

মিলিত মুরতি—মদন প্রায় ॥

হলধরের প্রবেশ

হলধর

বাঃ ! বাঃ !! ঘর বে মাত করে' দিয়েছ—ফুলের গছ, চাঁদের আলো, কোকিলের কণ্ঠ, তুলসী ! তুলসী !!

তুলসী (উৎকণ্ঠিত হইয়া)

কেন গো কি হয়েছে !

হলধর

বাস্ত হয়ো না—বস', বস', কথা আছে !

তুলসী (উঠিয়া)

আমার এখন বসবার সময় নেই। মা হেঁসেলে, এখুনি যেতে হবে।

হলধর

এই তো এতক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে মালা গাঁথছিলে, আর গাছের পাপিয়া কোকিলের কণ্ঠরোধ করে' গলা ছেড়ে গান গাইছিলে—বত গোল কি আমাকে নিরে !

তুলসী অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল

হলধর নিকটে গিয়া কহিল—

লক্ষীটা বস, কথা আছে।

তুলসী

আজ বে বড় অসুখই দেখছি !

চণ্ডীদাস

হলধর

কেন নতুন নাকি ?

তুলসী

যেন নতুন নতুন ঠেকছে — কোন মৎলব নেই তো ?

হলধর

মাইরি না। সাত পাঁচ করে' অনেক দেখ্‌লুম, সুখ কিছুতে
নেই।

তুলসী

এ সব তত্ত্ব কথা ! সর, মা ডাক্‌ছেন।

হলধর

(হাত ধরিয়্যা) বাও দেখি ! এখন বল কথা শুন্বে কি না ?

তুলসী

কি বল।

হলধর

শুন্বে ?

তুলসী

আগে শুন্তে দাও !

হলধর

দেখ আমি স্বামী, কোন অস্তায় করে' থাকি তো মার্কিনা
কর।

তুলসী

হাত ছাড়। দরকার আছে।

হলধর

আমার সব কথা এখনও বলা হয় নি। শোন! সেই বিয়ের পর দিনের কথা। তোমাদের বড় ঘরের দরজার দাঁড়িয়ে মাঝের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলুম, তুমি এক মনে উঠানের দিকে মুখ করে' ঢুলীদের বাজনা শুন্ছিলে, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে, আমার দেখে ছুটে পালালে!

তুলসী

এই কথা! ছাড় মা ডাকছেন।

হলধর

শোন। তারপর সেই ফুলশয্যার রাত্রি, লজ্জায় তুমি কোন কথা কইলে না, আমি অভিমানে কেঁদে ফেল্‌গুম।

তুলসী

তোমার আজ হয়েছে কি?

হলধর

লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার মুখ দেখতুম। কখনও লজ্জায় মুখের কাপড় ধুলে না। হঠাৎ চোখে পড়লে ছুটে পালাতে!

তুলসী

খুব কথা হয়েছে—এখন হাত ছাড়, আমি যাই।

হলধর

আজ্ঞা আমি চুপ কর্‌গুম। তুমি মনে কর আমি ভালবাসি না, কিন্তু আগাগোড়া আমি ভালবেসে আসছি—তোমার মন পাওয়া গেল না।

তুলসী

তোমার কথা তো শেষ হয়েছে—এইবার আমি বলি।

হলধর

বল।

তুলসী

সেই একবার দোলের দিন, মালা গাঁথে সারা রাত্রি ব'লে
রইলুম, তুমি ভোর রাতে এসে, ধাক্কা দিতে দিতে আমার ঘর থেকে
বার ক'রে নিলে।

হলধর

তখন আমার মাথার ঝিক ছিল না।

তুলসী

একদিন তুলসীডালয় প্রদীপ দিবে, হরিনাম করছিলাম—লাঞ্ছিত
যেবে তুলসীমঞ্চ ভেঙে, ছ' ঘা বসিয়ে নিলে।

হলধর

দোহাই তোমার, ও-সব কথা আর খুঁটিয়ে বার ক'র না।

তুলসী

জল চেয়েছিলে, ঘুমের ঝোঁকে উঠতে পারি নি, পৌষ মাসের
শ্রীতে নড়া ধরে' ছাতে বার করে' দিয়েছিলে!

হলধর

ধাক, ধাক, ও-সব কথা আর কেন!

তুলসী

সিঁড়ি পাবার লোভে মহাপুরুষের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে,

বাবাকে বলে দিবেছিলুম, তাই গলা টিপে বাড়ীর বার ক'রে দ্বিতে চেয়েছিলে !

হলধর

যাও, তুমি হেঁসেলে যাও। না-যাও আমিই বাছি—
(প্রস্থানোদ্যত হইলে, তুলসী বসিয়া মালা গাঁথিতে
আরম্ভ করিল) তবে যাই। কি নির্ভর নির্মম তুমি, একবার
বল না যে ওগো বেয়ো না। (কাছে আসিয়া) আচ্ছা তুলসী,
সত্য করে' বল ত তুমি কি আমার ভালবাস ?

তুলসী

(মালা গাঁথিতে গাঁথিতে) একটা গল্প শুনবে ?

হলধর

বাজে কথা রাখ। আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। আমার
একটি শেষ অছুরোধ আছে, রাখবে কিনা বল।

তুলসী

কি বল।

হলধর

তোমার ছুটি হাতে ধরে' বলছি, একবার আমার সঙ্গে তোমার
যশ্বিনে যেতে হবে—এই আমাবস্যায়, তা না হ'লে আমার আর মান
থাকে না।

তুলসী

আসল কথা অনেকক্ষণ টের পেয়েছি, এখনও দেখছি ভূত
ছাড়ে নি !

চণ্ডীদাস

হলধর

আমি সঙ্গে থাকুবো ভর কি ?

তুলসী

ভর আমি কারকে করি না। খত্তর খাণ্ডীকে না জানিয়ে
আমি কোথাও যাব না।

হলধর

ডের কসরৎ করা গেল, ভবো ভোল্‌বার নয়। যাও তুলসী,
আমিও চল্লুম, দরকার আছে।

তুলসী

তা যাবে বৈকি ! বাবাকে ব'লে দেবো, তুমি আবার আমার
মন্বিরে নিয়ে যেতে চাও। তুমি যাও না !

হলধর

পাগল তুমি, তামাসা করছিলুম—বাবাকে কিছু ব'ল না !

তুলসী

তা আমি শুন্ছি না, আমার একটা কথা শুন্বে বল, তা না
হলে অনর্থ বাধিয়ে দেবো।

হলধর

কি বল !

তুলসী

(হলধরের চরণ ধরিয়া কহিল)

তুমি স্বামী, আমার আরাধ্য দেবতা, আমার মাথা ছুঁয়ে বল,
ভগবের সঙ্গ ছেড়ে দেবে ?

হলধর

এই মাটি করেছে ! পা ছাড় । ইস্, কাল ধাম ছুটে গেল !

তুলসী

(উঠিয়া)

শোন, আমার মুখ পানে ফিরে চাও, আমি এতদিন সব অত্যাচার সহ্য করেছি—আর আমি পারছি না, আমি অবলা, স্বামী ভিন্ন আমার আর অস্ত্র গতি নেই, পরের মত তোমার আর আমি ঘুরে বেড়াতে দেবো না !

হলধর

তবে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখ । যা বলি তা তো শুন্বে না !

তুলসী

ওরা তোমার সর্বনাশ করবে । আর ওখানে বেরো না ।

হলধর

ওরে বাপরে, তা হ'লে কি আর পরিভ্রাণ আছে ! যা মারণ বিদ্যে বাবাছীর, কোন্‌দিন ভয় করে' কেল্বে ।

তুলসী

তুমি পুরুষ মানুষ, এত দুর্বল হ'ও না ; দেখ, আমি তোমার স্ত্রী, আর কিছু না থাক, সতীগৰ্ভ আছে—জান ত সাবিজী মর্য্য স্বামীকে বাঁচিয়ে ছিলো ; আমার তুমি বিবাহ কর, তোমার ওরা কোন অমঙ্গল করতে পারবে না । কেমন ক'রে বললে বুব্বে, ওরা আমার ইহপরকালের সতী-ধর্ম্ম নষ্ট করতে চায় !

সে কি !

তুলসী

(হলধরের চরণে পড়িয়া কহিল)

‘আমি তোমার চরণ স্পর্শ করে’ বলছি, ওদের মনের ভাব আমার বুঝতে বাকি নেই। প্রতিদিন মায়ের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে, কত কুৎসিত ইঙ্গিত আমি পেয়েছি, অনর্থক ওদের ক্ষতি হবে বলে’ এতদিন কোন কথা বলি নি। তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার আশ্রিতা, এ পাপের পথে আমার নিয়ে যেতে চেয়ে না—ওরা সাধু নয়, পাপের অমুচর।

হলধর

উঠ—(হাত ধরিয়া) বড় ঠাণ্ডা হাতখানি তো তোমার। এমন বাহুকণী স্পর্শ কোন দিন পাই নি। আজ যে নূতন দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছি—সত্যি তো! আমার স্ত্রী নিয়ে তাদের কি কাজ! তুলসী, নেশাখোর মাতাল হই—তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ করতে পারবো না, তোমার অকলঙ্ক চরিত্রে কালির আঁকর দেয় কার সাধা, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

তুলসী

প্রিয়তম! আজ বড় উৎসবের দিন, আজ তোমার ফিরে পেলুম। (ভূমিক্ত হইয়া প্রণাম করিল)

চণ্ডীদাস

•
হলধর

(বাহু বেঁটনে)

তুলসী ! তুলসী !! এ স্বর্গের ছবি ঢাকা রেখেছিলে কেন !
এ লার্শে যে মরাও বেঁচে উঠে ।

•
প্রথম অঙ্ক

সমাপ্ত
•

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:~:—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—চণ্ডীদাসের বাটা

কাল—সন্ধ্যা হয় হয়।

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রুক্মিণী একটা বিড়ালের
গায়ে হাত বুলাইতেছে, উঠানে অভয়া চরকা
কাটিতেছে। চরকা কাটিতে কাটিতে অভয়া
কহিল—

বোমা! ও বোমা!!

রুক্মিণী

কেন? কি বলছ!

অভয়া

সন্ধ্যা উৎরে যায়। তুলসীতলায় প্রদোষ দাও না মা!

রুক্মিণী

আমি এখন উঠতে পারি না।

অভয়া

কেন ? কি করছ !

রুক্মিণী

করবো আবার কি ! তোমাদের সংসারে গতির খাটিয়ে খেতে এসেছি নাকি ?

অভয়া

তা কি বলছি ! তবে তুমি আর কি কর মা, সংসারের সব কাজই তো আমি সারি।এই মৃত্যুটুকু জড়িয়ে উঠবো, সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলা অন্ধকারে থাকবে, তাই তোমায় বলা !

রুক্মিণী

ও-সব আমি পারবো না বাপু। তুলসীতলার সন্ধ্যা দেখালেই বেন স্বর্গে বাতি হবে !

চণ্ডীদাস প্রবেশ করিয়া বলিল—

প্রদীপ কোথায় আছে মা !

চণ্ডীদাসকে দেখিয়া রুক্মিণী অশ্রু টপ্পরে কহিল—

ওমা ! ওনার আবার টিটকিরি দেখ ! তবু যদি রোজগার থাকতো !

প্রস্থান

অভয়া

চণ্ডী !

চণ্ডীদাস

কেন মা ?

চণ্ডীদাস

অভয়া

তুই কি ঘোরাপিঙ্গি রহিত হয়েছিস্ ?

চণ্ডীদাস

প্রদীপ কোথায় আছে বল ।

অভয়া

প্রদীপ ঐ কুলুঙ্গিতে ।.....আমায় হয়েছে, তাকে আর দিতে হবে না ।

চণ্ডীদাস কুলুঙ্গি হইতে প্রদীপ লইয়া চক্ৰমকি
ঠুকিয়া গন্ধকের কাঠি ধরাইয়া প্রদীপ জ্বালিল ;
পরে তুলসীতলায় রাখিয়া কহিল—

হরিবোল ! হরিবোল ! মা, সত্যই আমার লজ্জা স্থগা নাই,
নকুল যে দিন সংসারী হ'ল, সেইদিন হ'তেই আমি সব থেকে মুক্তি
পেয়েছি ।—সংসারচক্রে বাঁধা পড়লে কি হতো মা !

অভয়া

নকুলের বিয়ে সে তো তোরই কন্তে । তুই এমন হবি জানলে
ও-কি এ বিয়েতে রাজী হয় !

চণ্ডীদাস

ও-সব কথা আর তুলো না । বেশ হয়েছে—বিজয়নারায়ণের স্বর্ণ
থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছ, অধুনা অপ্রবাসী হয়ে নুখে থাক ।

অভয়া

আর তুই বুঝি বাউণ্ডলে হয়ে, ঘুরে ঘুরে বেড়াবি !

চণ্ডীদাস

তা বটে ! আমার যেন কি হয়েছে, দৃষ্ট যেন স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
মনের বাঁধন যেন কে খুলে দিয়েছে,—কোথার আছি, কি করি,
কিছুই যেন বুঝতে পারি না ।

অভয়া

দেখছি তোমাক খেয়ে মাথা খারাপ হয়েছে, এখন থেকে সাবধান
না হ'লে, তোর ভারী দুর্দশা হবে ।

নকুল প্রবেশ করিয়া কহিল—

এই যে দাদা এখানে, আমি সাত দেশ খুঁজে বেড়াছি !

চণ্ডীদাস

তোমায় দেখে সব মনে পড়ে গেল । বেচু মালিকের কাছে
তাগাদায় পাঠিয়েছিলে, একেবারে ভুলে গেছি ! কি আমার
হয়েছে, বাড়ীর সীমানা পার হ'লে, আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে
যাই, কিছু আর মনে থাকে না ।

নকুল

তা হ'লে তাগাদায় বাওয়াই হয় নি !

চণ্ডীদাস

না ভাই !

কপে কপে হারাই চেতন,

জাগ্রতে স্বপন হেরি ।

আজি দিবা বিপ্রহরে,

যয়ের বাহিরে,

চণ্ডীদাস

হেরিলাম সুন্দর নগরী,
হর্ষ্য সারি ছই পাশে ।
রাজপথে হাসিতে হাসিতে,
ধেহু পাল লয়ে যার কেবা !
কানে কুল ডাল,
চন্দনে চর্চিত কলেবর,
রুণু রুণু সুপুর চরণে ।
যায় যায়, ফিরে চায়,
সুকুমার অঙ্গের লাবণী
নবনী পড়িছে ঝরি ।
মনে ভয়, কি হয় কি হয়,
গোচারণে একাকী রাখাল,
আছে ভুজঙ্গিনী,
বনভূমি পশুর আলয়,
তাছে কুশাকুর,
রাঙা পায় বিঁধিবে নিশ্চয় ।
ধাই পিছে আশ্বহারা,
অর্থাধ ভ্রম না পারি বৃষ্টিতে ।
ভাজিলে চমক,
হেরিলাম বিজয় বিপিনে
আনমনে ভ্রমিতেছি অকারণ,
স্বপ্ন ঘোরে বিকল মস্তিষ্ক !

নকুল

আজ তবে বাজারও করুনি !

চণ্ডীদাস

সেও অতি আশ্চর্য্য দর্শন !

ভ্রম নিজ করি সংশোধন

ছুটে চলি পণ্য বীথিকায়,

দিবানেশ, শূণ্য হাট,

বেসান্ধি গিয়াছে উঠে ।

বগ্ন স্থানিচয়,

দূরে বয় পুত প্রবাহিনী,

মনোহর তরুণাঙ্গি ভীরে,

উন্মাদিনী এক বালা,

ঘোবন নাচিছে অঙ্গে,

হেসে চায় কতু উর্দ্ধে,

কতু কুন্তল ধরিয়া চুমে,

কতু নীলকণ্ঠী বিহবে ধরিয়া বুকে

প্রেমভাবে উন্মাদে মগন !

পলকে টুটিল ভ্রম,

পশিল শ্রবণে,

শব্দ ঘণ্টা, ঘন রোল—

বুঝিলাম সন্ধ্যা সমাগম ।

চণ্ডীদাস

নকুল

ঊষাদের সকল লক্ষণ দেখা দিয়েছে ! বুধা বাক্যে গোলমাল
বাড়বে বৈ কন্বে না, সংসারে কোন কাজেই এঁকে পাওয়া যাবে
না—ভবিতব্য, অপরিভ্যক্ত্য তোমার বন্ধন !

প্রস্থান

অভয়া

চণ্ডী !

চণ্ডীদাস

কেন মা !

অভয়া

এ সব কি বল্ছিচ্ছ্ ?

চণ্ডীদাস

এক বর্ণ মিথ্যা কহি নাই,
ধাকি ধাকি কোথা চলে যাই,
কি যেন হারাই, কে যেন পরশে আঁখি,
বিপরীত করি নিরীক্ষণ ।

এই আমি, এই তুমি,
সংসারের চির পরিচয়,
মন হ'তে হয় লয়,
সহসা উদয় সৃষ্টি,
বিরহ তাহার মূল ;
ফোটে ফুল বেদনার রাগে,

গাহে পাখী, করে নিষ্করিনী,
 একাকিনী কার অবেষণে !
 প্রেমের পুলকে থর থর নাচে হিয়া,
 নরম নিঙাড়ি রমণী আকার লভি,
 বার বার অভিসারে ধাই—
 কেহ কোথা নাই,
 বিবাহে ভরবে বুক,
 ঘুরে মরি নিশিদিন,
 কোথা যাই, এ আশা জুড়াই,
 অস্থির হয়েছি মাতঃ !

অভয়া

আহা, কঠোর শোক বাছাকে বড় লেগেছে । চণ্ডী !

চণ্ডীদাস

কেন মা !

অভয়া

তুই বাছা বেখানে সেখানে আর অমন করে' ঘুরে বেড়াস নে,
 আমার বড় ভয় করে !

চণ্ডীদাস

মা ! বড় শ্রান্ত । চোখের পাতা কার কোমল করশর্শে হুদে
 আসছে—কার সুরতি নিবাসে তপ্ত লগাট আমার জুড়িয়ে যাচ্ছে—
 কে মা ! কোথা মা !

চণ্ডীদাস

অভয়া

এই যে বাবা ।

চণ্ডীদাস মায়ের কোলে মাথা দিল ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশালাক্ষীর মন্দির ।

কাল—অপরাহ্ন

পূর্ণানন্দ ও জটাধারী

জটাধারী

ও-আশা ছেড়ে দাও বাবা ! তার চেয়ে রামীর চেষ্টা দেখা
যাক্ । তত্ত্ব মন্ত্ৰ যা আছে আমার দাও, সিদ্ধি সবায়ের ভাগ্যে
ফলে না ।

পূর্ণানন্দ

জটাধারী, দিন দিন তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা হ্রাস পাচ্ছে ।

জটাধারী

বার মাস ত্রিশ দিন আর আজে আপনি করা যায় না । তা
ছাড়া তোমার ঐ রাঙা কাপড় আর মাথায় জটা না থাকলে, আমার
সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য তোমার আর কি আছে বাবা ! একটা
কথাও তো ফলে না, অমাবস্যার পর অমাবস্যা কেটে যায়, বাবাজীর
সিদ্ধি আর আসে না ; যা বলি শোন, বিজয়নারায়ণের পুত্রবধূর
আশা ছেড়ে দাও, বাধন হয়ে চাঁদের আশ্ সইবে না ।

পূর্ণানন্দ

তুমি কিছু ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে পড়্ছো। সাধনার পক্ষে ধৈর্য্যই
পরম সহায়। ধৈর্য্যহীন হরো না।

জটাধারী

ঢের ধৈর্য্য ধরেছি, আর টেকে না বাবাজী। এই একজনের
আঁচড়েই সব বাবাজীর হৃদিস পেয়েছি, বুজবুজী আর চলছে না।
রামী বেটির সঙ্গে কি সর্সনাশের কাজেই হাত দিয়েছি, হলধরটা
হাতে থাকলেও বা যা হোক হ'তো, সে'ও হাতছাড়া; এখন
অদৃষ্টে যে কি আছে তা তো জানি না, বুঝি বা শুলেই চড়তে হয়!

পূর্ণানন্দ

বৎস, স্থির হও। একটা কথা বলি শোন।

জটাধারী

বল। না শুনে আর উপায় কি! রামে মারলেও মারবে,
রাবণে মারলেও মারবে। যখন 'শুক বলে' স্বীকার করেছি, তখন
আর নেমকহারামী করবো না—ইহকাল তো গেছেই, পরকালের
মাথাটা আবার খাবো!

পূর্ণানন্দ

জটাধারী?

জটাধারী

আজ্ঞে, বলুন!

পূর্ণানন্দ

রামীকে সত্যি তোমার চাই?

চণ্ডীদাস

জটাধারী

নাও কথা। শুভ্র বেন স্বপ্ন দেখে উঠলেন! দোহাই বাবা, আপনার সব কামিকে ফেরতা, শুণ তুক যদি কিছু জানা থাকে বাড়ুন, ও-মাগীকে হাতাতে না পারলে, আমার দেহরক্ষা করতে হবে।

পূর্ণানন্দ

তবে শোন। প্রথম কথা, হলধরকে যে পত্র দিয়েছি, তার কি করলে?

জটাধারী

গায়ের জালায় অনেক বলি, কাজের বেলায় বেহুঁস হব না বাবা! অনেক কষ্টে চিঠিখানা হাতে দিয়েছি, একেবারে বেমুঁরা মেরে গেছে, তবে এখনও আপনার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা গোপ পায় নি, সন্ধ্যার পর দেখা করবে বলেছে। রাগ করবেন না বাবা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অনেক দিন আপনার সাক্ষরেন্দ্রী করলুম, এইবার আপনার গুরুজীর সন্ধানটা দিয়ে দিন, তিনি কোথায় আছেন জানলে, সটান বেরিয়ে পড়ি, মহাশয়ের চেয়ে নিশ্চয় তাঁর ক্ষমতা কিছু বেশী হবে, একবার এম্পার ওম্পার করে' ফেলি।

পূর্ণানন্দ

তিনি এখন তিব্বতে, তাঁর সাক্ষাৎ সহজে পাবার উপায় নেই। আমি বাবো, তোমার সঙ্গে নিয়ে বাবো—তোমার কার্যসিদ্ধি আমার দ্বারাই হবে।

জটাধারী

ঐ তো বাবা, কেবল চেপে রেখে দেন। আপনার দ্বারা আমার

বে কিছু সুবিধা হবে, তা তো দেখছি না, কুল পড়া, ধুলো পড়া, লব
বিনোই তো ফাললেন, যেটা একবার ফিরেও চাইলে না !

পূর্ণানন্দ

চুপ, হলধর আসছে । তুমি আগে ওর মনোভাব জেনে নাও,
তারপর অবস্থামত ব্যবস্থা করবো । যদি ভিজাসা করে, বলো অপে
বসেছি, শীঘ্রই আসবো ।

প্রস্থান

জটাধারী গান ধরিল

গান

ওরে মন এই বেলা নে ঘর ছেয়ে,

এবার বর্ষা ভারি, হও ছসিয়ারি—

হলধর প্রবেশ করিবামাত্র গান ছাড়িয়া জটাধারী
কহিল—

জটাধারী

এস ভার্য্য এস, বস ।

হলধর

না থাক । গুরুজী কোথায় ?

জটাধারী

অপে বসেছেন । ভার্য্য, কি হ'লো ?

হলধর

জটাই, ওসব কথা আর মুখে এনো না । যদি এই কথার স্বর

চণ্ডীদাস

তিনি ডেকে থাকেন, তাই'লে তাঁকে বলো আমি অসমর্থ। দরকার
আছে—চল্‌গুম্‌ ।

হলধর প্রস্থানোদ্যত হইলে পূর্ণানন্দ বাহির
হইয়া কহিল—

হলধর !

(হলধর অবনত শিরে দাঁড়াইল)

পূর্ণানন্দ

হলধর, দেবতার আদেশ অমান্ত করবে ?

হলধর

দেবতার আদেশ !

পূর্ণানন্দ

হাঁ, দেবতার আদেশ । পূর্ণানন্দ ব্যাভিচারী নয় ।

হলধর

অতু ! আমি অক্ষম ।

পূর্ণানন্দ

উত্তম ! কিন্তু আমার আর একটা কথা আছে ।

হলধর

আজ্ঞা করুন, কি করতে হবে ।

পূর্ণানন্দ

কাল সন্ধ্যাকালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, গোপন কথা
আছে ।

হলধর

যে আছে। তবে আমি

প্রণামান্তে প্রস্থান

জটাধারী

তীরে এসে বোঝাই নৌকা বানচাল! এইবার বাবা রামীর
চেঁটা দেখা যাক্।

পূর্ণানন্দ

জটাধারী!

জটাধারী

ইস্! ঠাণ্ডা হ'য়ে বল বাবা, আমার ভয় করছে।

পূর্ণানন্দ

কাল সন্ধ্যাবেলা হলধর এলে, উগ্র খুঁরা পান করতে দেবে,
অস্বীকার করে—বলবে, আমার আদেশ, তা'তেও অকৃতকার্য
হও, আমার সংবাদ দিও। আমি ঐ শিশুল বৃক্ষসূলে অবস্থান
করবো।

জটাধারী

ভারপর!

পূর্ণানন্দ

খুঁরাপানে হতচেতন হ'লে, পাশের ঘরে তাকে চাবী বন্ধ রেখে'
মন্দিরে এসে অপেক্ষা করবে।

জটাধারী

বিষয় হৈয়ালি! উদ্বেগ কি?

৪তম অধ্যায়

পূর্ণানন্দ

তুলসীকে অপহরণ করবো। গৃহীণীর সঙ্গে আরতি দেখতে আসবে, তাকে আর বাড়ী ফিরতে হবে না।

জটাধারী

সর্বনাশ! আপনি তো সটকাবেন, গরীব বেচারীর প্রাণ নিয়ে যে টানাটানি পড়বে।

পূর্ণানন্দ

মুখ, এ সবেয় কিছুই জান না, এই ভাব দেখাবে।

জটাধারী

হলধরকে নিয়ে করবো কি ?

পূর্ণানন্দ

জান সত্য হ'লেই ছেড়ে দেবে।

জটাধারী

ও যদি সব বলে দেয় ?

পূর্ণানন্দ

সে তো কিছুই জানবে না। মধ্যপানে অচেতন হয়ে পড়ায়, ঘরে শুইয়ে রেখেছিলে, এই কথা বলবে।

জটাধারী

তারপর এই ছুঁড়িটাকে একেবারেই গাফ্ নাকি ?

পূর্ণানন্দ

প্রয়োজন নেই। কাষ্ঠানিধির পর সে বাটী প্রত্যাগমন করবে।

জটাধারী

সে যদি সব বলে দেয় ?

পূর্ণানন্দ

নারী কুলনষ্টের কথা প্রকাশ করে না, সে তার আহার। তুমি
আদেশ পালন করবে ?

জটাধারী

এইবার পিণ্ডি চট্কাবে দেখছি—শুণগান সব ফাঁক ! তা বাবা,
আমার সিদ্ধির কি করলেন ?

পূর্ণানন্দ

তুমি কি আমার অবিশ্বাস কর ?

জটাধারী

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা বলছি না। সিদ্ধি গেলে আপনাকে
কি আর চিন্তে পারবো, কটা হাত, কটা ল্যাক গজাবে কে
জানে !

পূর্ণানন্দ

গরিহাস রাখ। আদেশমত কার্যে অসমর্থ হও, আমি অস্ত
উপায় অবলম্বন করবো।

জটাধারী

তা বাবা ! বেচারী হলধরের উপর আর এ অত্যাচার কেন ?

পূর্ণানন্দ

এ ব্যাপারে গোলযোগ হবেই, হলধরের সব জানা আছে—
কার্য পণ্ড করতে পারে।

চলীলাস

জটীধারী

দোহাই আপনার, হুকুম তামিল করবো, কিন্তু শেষে বেশ
উতিকুল, বৈকবকুল হই না যায় !

পূর্ণানন্দ

ভয় নাই, প্রয়োজন আছে—চল্লম । কাল প্রাতে সাক্ষাৎ পাবে ।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মেছোহাটার একপার্শ্ব

কাল—দিবা এক প্রহর অতীত হইয়াছে ।

সারি সারি মেছুনীদের পাটা পাতা আছে,
মেছুনীরা মাছ বিক্রয় করিতেছে—একজন মেছুনী
বাঁটিতে মাছ কুটিতে কুটিতে গুন্ গুন্ স্বরে গান
গাহিতেছিল—

গান

মরে লোকে বুক কেটে ।

কই যদি সহি মনের কথা

প্রাণ কেঁদে উঠে ।

ভালবাসা রটা কথা,

কথায় কথায় পাই যে ব্যথা ;

কার উপর দেখে ভিতর বোকা
বার না কো মোটে ॥

চণ্ডীদাস গামছা কাঁধে প্রবেশ করিল—
(আপন মনে কহিতে কহিতে)

আজ আর ভুলে যাওয়া হবে না, আধসের মাছ, পাঁচ পো আলু,
দুই পাঁচ ছটাক—আজ আর ভুলে যাওয়া হবে না । আরও কি
যে ছিল—আচ্ছা মাছটাই আগে কিনে কেলি ।

একজন লোক প্রবেশ করিয়া কহিল
কি হে চণ্ডীদাস, আজ এরই মধ্যে বাজারে, চাকি ডোশে
নি বে ?

চণ্ডীদাস
বা: সব ভুলিয়ে দিলে ! পাঁচ ছটাক আলু—কদলী, সর্ষপাশ ;
আচ্ছা আগে মাছটাই কিনি ।

লোক
ভায়া, কি হিসেব করছো ? বিজয়নারায়ণের কল্লা হাতছাড়া
হয়েই তোমার এমন দুর্দশা, তখন তোমার কি গ্রহেই ধরেছিল !

চণ্ডীদাস
হি: ভাই, শুকথা বুধে এনো না ! সব গোল হয়ে গেল, মাছ,
আলু, কদলী, দুই—আচ্ছা এক ছিলিম তামাক খেয়ে আসি ।

এস্থান

চণ্ডীদাস

লোক

ভুললোক একেবারেই গেছে।

প্রস্থান

জৈনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ

মেছুনী

মুকুয়ো মশায় যে! এখনও বউনি করতে পারি নি, এত
দেরি হ'ল কেন? মনে কতই হচ্ছিল!

ব্রাহ্মণ

পিরীতের রীতিই এই! সাত পাঁচ ভেবে হাঁপিয়ে ওঠা। আজ
ক'র কি?

মেছুনী

ক'র নিয়ে আর রক্ত কেন? চাই ক'ত?

চণ্ডীদাস আসিয়া দাঁড়াইল—

ব্রাহ্মণ নম্র লইয়া কহিল

আধ সেরটাক হ'লেই চলে যাবে।

মেছুনী দাঁড়ি ধরিয়া মাছ ওজন করিল, পরে
ব্রাহ্মণের গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল—

দামটা সন্ধ্যাবেলা যেন দিবে আসা কর। এ বেলায় মত দেয়ি
ক'র না!

চণ্ডীদাস

ব্রাহ্মণ

রাম ! রোদ পড়তে না পড়তে প্রাণ আনচান করে, আবার
দেরি !

প্রস্থান

মেছুনী

ঠাকুর, কি চাট ?

চণ্ডীদাস

পাঁচ ছটাক ঘৃত, আলু, কমলী,—কি ভুলেছি—না কিছুই না,—
আমার আধসের মাছ নাও ।

মেছুনী

তাই বল, ঠাকুর মান গাছে আঙ্গুর দেখছে !—আলু কাচকলা
এখানে ফলে না । (মাছ ওজন করিয়া)—খর ।

চণ্ডীদাস

হাঁ, হাঁ, কত মাছ ?

মেছুনী

এই ওজন দেখ না—আধ সের ।

চণ্ডীদাস

ঐ ওঁকে কত দিলে ?

মেছুনী

সে খোঁজে তোমার কি দরকার, তুমি ওজন দেখে নাও না ।

চণ্ডীদাস

তা তো ঠিক দেখছি—ওঁরও তো আধ সের মাছ !

চণ্ডীদাস

মেছুনী

রজ রাখ। বাছ না নাও, সরে পড়, খন্ডের আগ্লে দাঁড়াতে
হবে না!

চণ্ডীদাস মাছ লইয়া পয়সা দিল, পরে ফিরিয়া
কহিল—

ও-মশায়! শুহুন, শুহুন।

ব্রাহ্মণ (নেপথ্যে)

কি হে! আমার ডাকছ?

চণ্ডীদাস

আজ্ঞে হাঁ, একটু দাঁড়ান।

চণ্ডীদাস কিছু অগ্রসর হইল, ব্রাহ্মণও প্রবেশ
করিয়া কহিল—

কি বলছ?

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হইয়া কহিল—

আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ব্রাহ্মণ

ভাল আপদ! কি, বল।

চণ্ডীদাস

বিবর্ত্ত হবেন না। আপনি কত মাছ নিলেন?

ব্রাহ্মণ

কেন? আশ্চর্য।

চণ্ডীদাস

নগদ না ধারে ?

ব্রাহ্মণ

কোথাকার পাগল ! তোমার অতো তব্বে শ্রয়োজন কি ?

চণ্ডীদাস

এক হাটে জুয়াচুরি ! মহাশয়, আমারও আধসের মাছ, দেখুন আপনার চেয়ে কত কম, একবার মেছুনীর কাছে আপনাকে যেতে হবে।

ব্রাহ্মণ

হাঃ হাঃ, ছোকরা, তোমার মাছ ওদন হয়েছে যে বাটখারায় তা শুকিয়ে খট খট করছে—আমার আধসিরি বাটখারা রসে তারি—ছোকরা এ সব রহস্য বুঝতে ঢের বাকী আছে !

চণ্ডীদাস

সে কি রহস্য ! আপনার পায়ে পড়ি, এ তব্বে আমার পরিষ্কার করে' বুঝিয়ে দিন। দেখুন আমিও ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু এ রহস্য কবয়জ্ঞ হচ্ছি না।

ব্রাহ্মণ

তাই তো হে বড় কাঁশাদে ফেল্লে তো, আমার সঙ্গে ওর বেচা-কেনার স্বার্থ নেই, বুঝ্লে !

চণ্ডীদাস

সে কি ! কোন্ স্বার্থে হীনবৃত্তি মেছুনী এতখানি স্বার্থ ছেড়ে দেয় ? আপনার মাছ আধসেরের চেয়ে ঢের বেশী, ফুলে নব,

চণ্ডীদাস

যেনেই দিচ্ছে, কেন ? কোন্ আশায়, কোন্ প্রলোভনে ?
অধীন চিরঞ্চনী থাকবে, রহস্ত খুলে বলুন ।

ব্রাহ্মণ

ওহে ছোকরা, বলছি, ওজনের হিসেব আমার সঙ্গে নেই, মাগী
আমার ভালবাসে, ওর সঙ্গে আমার পীরিত আছে, বুঝলে !

প্রস্থান

চণ্ডীদাস

পীরিত আছে ! কি মধুময় শব্দ, কি অপূৰ্ণ তার স্রীতি !
স্বার্থপর জগতে এ কি অপার্থিব রহস্ত রে ! কি হৃদয়-মন-মাতান
অমূল্য নিধি !.....পী-রি-তি ! তাই সেথা স্বার্থজ্ঞান নেই, কেনা-
বেচা দান প্রতিদানের হিসাব নেই, শুধু দিয়ে দেয় ! একজন দেয়
আর একজন তুলে নেয় ! এ পীরিতি কৈাথার—কোন্ গগনের
কুল, মর্ত্যে এ অমরার পারিজাত কে এনেছে রে !

জুনৈক লোকের প্রবেশ

এই রে রোগে ধরেছে ! ঠাকুর, দাঁড়িয়ে ভাবছ কি ? বাজার
হরেছে, বাড়ী যাও ।

প্রস্থান

চণ্ডীদাস

এ স্বার্থপর জগতে মানুষ শুধু নিতেই চায়, দেওয়ার খেলা তো
কোথাও দেখি নাই ! সহোদর সহোদরের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়,
সেও তো স্বার্থের দারে, পরী স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী হয়, সেও তো

স্বার্থ! আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে কে কোথায় সার্থক হয়েছে! আমি দিতে চাই, দেওয়ার খেলা খেলতে চাই, কে আমার নেবে, আমার সবখানি নিঙড়ে কার হৃদয়পাত্র পূর্ণ করে' দেবো, কে আমার সর্বস্ব নেবার কৃত্রিম হাত দুখানি বাড়িয়ে দেবে, এস, এস, আমার হৃদয়ের চাঁদ নেমে এস।

(হাত হইতে বাজার পড়িয়া গেল, চিলে ছেঁ।
মারিয়া মাছ লইয়া উড়িয়া পলাইল)

পিরীতি! পিরীতি!! সপ্তসিদ্ধ মহনের অমৃতবিন্দু পিরীতি—
প্রেমের পুলাকে পুলাকে, হৃদকমলের আলোড়িত সৌরভকণিকার
মহাসমষ্টি পিরীতি—বিদ্যাবোধ্যসঞ্চারী মহাশক্তিময়ী পিরীতি—
তোমার আলাহীন প্রদীপ্ত বর্ণমন্ড্রে আমি উন্মাদ হয়েছি—চল বন
পিরীতির সম্মানে, গরলে অমৃতে, প্রেমে কামে মাখামাখি মধুময়
পিরীতি—আমার কোল দাও, আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দাও—

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চতুর্দশের বাটী

কাল—অপরাহ্ন

বরের দাওয়ায় বসিয়া অভয়া চরকা কাটিতেছে,
নকুল দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে।

চতুর্দশ

নকুল

কু-পুত্র অনেক। কুমাতা হ'লে কি সংসার চলে? ওঠ মা, বেলা যায়, তুমি না খেলে, আমাদের উপবাসে থাকতে হয়।

অভয়া

নকুল তুই পেটের ছেলে, চোখের ভলে তোর যেন কোন অমঙ্গল না হয়। বঁড় ছুঁথ করে' তোদের মানুষ করেছিলুম, পেটেরোগা ছিলি, পাতে হেগে দিয়েছিলুম, সে ভাত ঠেলে রেখে ভাত খেয়েছি, আজ সেই নকুলের বিয়ে নিয়ে, এত যন্ত্রণা!.....হা.. ভগবান! আর জালা সহ হয় না।

নকুল

ছি মা! ছেলে মানুষের কথাই কি রাগ করতে আছে? তা' ছাড়া বড়লোকের মেয়ে ঘরে আনাই অবিবেচনার কাজ হয়েছে, তুই ভায়ে কাজ করলে ঋণ কি শোধ হ'তো না? তোমার জেনারেলদিতেই আমার বিয়ে করা, এখন আর ছুঁথ করলে কি হবে!

অভয়া

ছুঁথের কথা নয় নকুল! পরের মেয়ে ঘরে এনে স্নেহের আশা করি না, ধ'রে আমার যদি ছুঁথা মারত, এত জালা হ'ত না! চণ্ডী পাগল, অপরাধও তার যেন হয়েছে, তাই বলে তার অতো খোয়ায়, মা হয়ে তুমি কেমন করে' ? বুক আমার ফেটে যাচ্ছে, আহা বাছা সেই সকালে বেগিয়েছে, এখনও বাড়ী ফিরলো না—যদি কোন অমঙ্গল হয়ে থাকে!

নকুল

সে ভাবনা ক'র না। খেয়ালের মাহুব, হয়তো কোথাও ঘুপটী মেরে ব'সে আছে, আর না হয়তো নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আজ তো নতুন নয়, তুমি ভাত খাও, আমি দাদাকে খুঁজে আনছি।

পিছনের দরজা খুলিয়া রুস্তিগী মুখ বাড়াইয়া কহিল—

ভাত বাড়ি হয়েছে, ছোটো মুখে দিই যেখানে খুশী খাও। এমন র্যালার সংসার কখনও দেখি নি!

নকুল

মা উপবাসী, দাদা বাড়ী নেই, আমি কি করে' ভাত মুখে দিই, ইচ্ছা হয় তুমি খেয়ে নাও, দাদাকে দেখি যদি সন্ধান পাই।

রুস্তিগী

চুলোয় যাক্ সব! ঢের ঢের সংসার দেখেছি, এমন হাড়হাবাতে আকুথুটের ঘরে কেউ বেন না পড়ে। দাদা আমার সেইকালেই বলেছিল—হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া নয়তো এ আর কি?

নকুল

তুমি চুপ কর। তোমার তো কেউ কিছু বলে নি!

রুস্তিগী

আবার কি করে' বলতে হয়? আমি বেন কিছু তনি নি!

চণ্ডীদাস

মুনে করি চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু পারি কৈ, কথা শুনে গা জলে যার !
এক মুঠো পরলা নিয়ে বাজার গেছেন, বাজার এলে তবে হাঁড়ি
চড়বে, পুকের স্থায় পশ্চিমে গেল মাহুঘের দেখা নেই, উনি বললেন
—কোন অমঙ্গল ঘটেছে, কথার পিঠে কথা না হয় বলেই ফেলোছি
—যে অমন ছেলে যমের অরুচি, এই কোথায় আছেন !

নকুল

ছিঃ ! ও-কথা বলতে নেই।

রুক্মিণী

হাড় জলে তাই বলি। বি কলসী উল্টে গেলেও এ সংসারে
কথা কববার জো নেই।

রুক্মিণী দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল,
ও চণ্ডীদাস উদাসীন ভাবে প্রবেশ করিল—

চণ্ডীদাস

এতো নয় আজকের তীর,
বেথা বামা নবীন কিশোরী,
ময়ম নিষ্ঠাড়ি চলে ;
মোহন নয়নে, হানে বাণ,
পিরীতি পরশ দিয়া,
পুলকে বুয়ে অঁাধি
পরশ কাড়িয়া লয়।
কৈ কৈ হেথা কৈ

সে বরণ শ্রাম,
 জিনি কাম, বদন জিতল শশী ;
 কোথা সে ফুলের রাশি,
 স্বরে হাসি ঝলকে ঝলকে,
 দোলে পিঠে আলম্বিত বেণী
 ভুজঙ্গিনী দংশে বৃকে,
 অর অর হয় তলু,
 ধর ধর কাঁপে কলেবর,
 নিগূঢ় পিরীতি সে বে—
 আরতির ঘর ।
 হেথা কোথা রসের নিস্ব'র—
 পিরাসী চাতক, তিরপিত হবে বাহে ॥

নকুল

নাও মা তোমার ছেলে । হাট বাজার চুলোর দিগে, আকাশ
 পানে চেয়ে বিজির বিজির করতে করতে বাড়ী ঢুকলো । বললে
 তুমি রাগ করবে, এ রকম করে' কি সংসার চলে ?

অভয়া

হাঁরে চণ্ডী ! হাড় হাস জালিছে থাক করলি ! এর জন্ত কি
 তোরে গর্ভে ধরেছিলুম !

চণ্ডীদাস

পিরীতির রীতি, অপরাধ অতি,
 নরনে নরন হানে,

চণ্ডীদাস

•

মরম বিঁধিয়া যায়,
পর্যণ ভরয়ে রসে ।
সেই মুখ, সেই হাসি,
সেই কেশ, তেমনি তিমির ঘেরা,
সেই সে ভুবন-ভোলা,
মধুর চাহনি, মরি মরি
একি অনুভব,
ইন্দ্রিয় অবশ সব,
ভুবে ঘাই রসের সাগরে।

অভয়া

চণ্ডী ! চণ্ডী !!

নকুল

দাদা ! ও-দাদা !!

চণ্ডীদাস

এ নহে স্বপন,
নহে অঁাখিল্লন,
পিরীতি দর্শন করি ।
হের নদী তীর,
ঝির ঝির প্রেমের প্রবাহ বহে,
কূলে গাভী রোমছনে রত,
হের সারি তুণের কুটীর,
মহাসুনি কথের আশ্রম বেন ।

হের দূরে বসি নীর ধারে,
 পারের উপরে পা,
 অঙ্গের বসন, করেছে আসন,
 এলায়ে দিয়াছে কেশপাশ ;
 হের ঐ উঠিল সিনান করি,
 নিতম্ব কটিতে চুষিল চিকুর রাশি,
 চলে বামা হাসি হাসি, জোছনা ছড়ায়ে,
 বন্ধিম কটাক্ষে ফিরে চায় ;
 চলে নীল সাড়ি
 নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
 পরাগ সহিত মোর।
 কি নাম বাগার,
 কোথায় বসতি করে,
 নয়নের আড়ে
 সে যদি ছাড়িয়া যায়,
 প্রাণ উচাটন, অহঙ্কণ
 রব সাথে—
 সে বিনা দোসর নাহি আর !

নকুল

অবস্থা আমার ভাল বলে' মনে হচ্ছে না, ঘোর উন্মাদ ! ঝড়িয়ে
 দেখলে চলবে না, বাড়ীর ভিতর নিয়ে চল, মাথার জল ঢাললে
 যদি প্রকৃতিস্থ হয়।

চণ্ডীদাস

৬

অভয়া

নিশ্চয় পরীর হাওয়া গায়ে লেগেছে—চণ্ডী ! ধরে চল । আহা
বাছার মুখখানি স্তব্ধিয়ে গেছে !

চণ্ডীদাসের হাত ধরিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ
করিল, নকুল পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল ।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মন্দির পথে ।

কাল—সন্ধ্যার পর ।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে,
ছুইধারে জবা গাছের বন—পূর্ণানন্দ, বালানন্দ,
কমলানন্দ ও আর দুইজন সম্যাসী প্রবেশ করিল—

পূর্ণানন্দ

বালানন্দ, মনে পড়ে ?

বালানন্দ

কি প্রভু ?

পূর্ণানন্দ

যাকে আজ হরণ কর্বো তার কথা ।

বালানন্দ

কৈ না !

পূর্ণানন্দ

শালতোড়া গ্রামে নিত্যর মন্দিরে, মনে আছে !

বালানন্দ

যেখানে প্রভু সহজের ভজন করতেন !

পূর্ণানন্দ

একটি কুমারী সেখানে কিছুদিন ছিল ।

বালানন্দ

প্রভু তাকে এনেছিলেন ।

পূর্ণানন্দ

হাঁ। সুলক্ষণা কুমারী—এখন সে ঘোড়শী—সহজিয়ার সে
ছিল উত্তম আশ্রয়, কোল সাধনায় তাকে শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত
কর্ব্বো—শিব ইচ্ছা !

সকলে

শিব, শিব ।

পূর্ণানন্দ

আর বিলম্ব নয়—ঐ তারা আসছে ! সর্বাঙ্গে বিজয়নারায়ণের
পদ্মা, হাঁ তাই বটে, তিন জন বোধ হচ্ছে—মধ্যে সে আছে, এস
পাশে লুকিয়ে পড়ি, হুঁসিয়ার—টুঁ-টা না ক'রতে পারে, আমি ডুলির
কাছে এগিয়ে থাকি—নিঃশব্দে কাজ সেয়ো ।

সকলের সম্মুখপানে প্রস্থান

দূরে শৃগালগণ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল,

চণ্ডীদাস

মঙ্গলা, তুলসী ও হরিমতী প্রবেশ করিল। তুলসীর হাতে পুষ্পপাত্র, হরিমতী লণ্ঠন হাতে পশ্চাৎ হইতে বলিল—

হরিমতী

বাপ্রে, কি ঘটুঘটে অন্ধকার! আ-মর্ শিয়ালের গলা দেখ; বো-ঠাক্করণ, সর আমি এগিয়ে যাই, আলো আঁধারে লাগুছে।

তুলসীকে পশ্চাতে রাখিয়া হরিমতী সরিয়া গেল। সহসা বালানন্দ, কমলানন্দ প্রভৃতি তুলসীকে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া লইল, তুলসীর কণ্ঠে অর্দ্ধস্মৃট বাক্য উচ্চারণ হইল—“মাগো!”

উহারা তুলসীকে লইয়া প্রস্থান করিল—

মঙ্গলা

হরিমতী! হরিমতী!!

হরিমতী বিকট চীৎকারে ভূপতিত হইল—

মঙ্গলা

ওগো কে কোথায় আছ এস, সর্বনাশ হ'ল, সর্বনাশ হ'ল! মাটিতে বসিয়া পড়িল, লণ্ঠনের আলো নিভিয়া গেল, আলো হাতে করিয়া জটাধারী প্রবেশ করিল—

জটাধারী

কি হয়েছে মা?

মঙ্গলা

হায় ! হায় !! সৰ্বনাশ হ'ল, বোমাকে কারা তুলে নিয়ে গেল !
ওগো কি সৰ্বনাশ হ'লো গো !

হরিমতী কাঁপিতেছিল, জটাধারী হাঁকাহাঁকি
জুড়িয়া দিল, দুই একজন লোক আসিয়া উপস্থিত
হইলে জটাধারী কহিল—

শালারা কোথায় থাকিস্, ডাকাতি হয়ে গেল, খোজ রাখিস্ না !
বন বাদাড় পাতি পাতি ক'রে দেখ্, ঘরের লক্ষ্মী বোঁঠাকরণকে
কারা তুলে নিয়ে গেল !

প্রথম লোক

ওঁ—কোথায়—কোন্ দিকে !

জটাধারী

আলো নিয়ে আয়, লাঠী সরকী নিয়ে লোক জন ডাক্ ! এস
মা, পালাবে কোথা, এখুনি সন্ধান করছি ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের বাটা

কাল—শেষ রাত্রি

পূর্ব আকাশ করসা হঠিয়া আসিয়াছে, প্রাসঙ্গের
এক পাশে একখানা সরায় আলো জ্বলিতেছে,
বিজয়নারায়ণ বেতের মোড়ার উপর বসিয়া তামাক

চণ্ডীদাস

খাইতেছেন, মঙ্গলা অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া আছেন,
হরিমতী গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, দুই একজন
ভৃত্য দূরে বসিয়া চুলিতেছে।

মঙ্গলা

(মাটি হইতে উঠিয়া)

হায় ! হায় ! একে আমাবস্তার রাত, তা'তে দুধারে জবা
গাছের খোঁপ, হরিমতীকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ থেকে বেন হ
মিন্বে নেমে, বাছাকে উধাও ক'রে নিয়ে গেল !

হরিমতী

কি তাদের রূপ মা ! এ দেবতাদের কাজ, তা না হ'লে কার
বাড়ে এত রক্ত হবে ?

বিজয়নারায়ণ

এর ভিতর গভীর বড়বয় আছে। বিজয়নারায়ণের প্রতাপে
এক ঘাটে বাঘে গরুতে জল থায়, ...কার এ স্পর্ধা ! হনুদরই
বা গেল কোথা ?

মঙ্গলা

আমার কি সর্বনাশ হ'লো গো ! বাঙালী কি সর্বনাশ করলি
মা ?

বিজয়নারায়ণ

চুপ কর, বৌদার সন্ধান এখনি হবে, সত্যি লক্ষ্মী, তারে কেউ

আটকে রাখতে পারবে না ; আমার ভাবনা—হৃদয় এই বন্ধন
হচ্ছে কিনা—

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য

কর্তা, জামায়ের আসা হবে না।

বিজয়নারায়ণ

কেন ?

ভূত্য

তার মায়ের তারি ব্যাধো।

বিজয়নারায়ণ

দরু কগে, দেখ্ তো, জটাধারীর আস্তে বিলম্ব হচ্ছে কেন

ভূত্য প্রস্থান করিল

মঙ্গলা

ওরে বাপ্‌রে, আমার দুক যে কেটে যায় !

বিজয়নারায়ণ

ভয় কি ! বিজয়নারায়ণ বেঁচে থাকতে, তোমার কোন চিন্তা
নেই। জটাধারীর মুখেই সব কথা প্রকাশ হবে, দেবী বাঙলা
আমার বহুবাহু সতর্ক করে' দিয়েছেন, কিন্তু কোন প্রয়োজন করি
নি, আজ তার প্রতিফল পাবি !

মঙ্গলা

তুমি ঐ কথাই বল্ছ ! জটাধারীর কোন দোষ নেই।

চণ্ডীদাস

আমাদের টেচানী শুনে, সেই তো লোকজন সঙ্গে আলো নিয়ে সারা
দেশ খুঁজলে, তার অপরাধ, কি ?

বিজয়নারায়ণ

জটে ব্যাটা যদি এর ভেতর না থাকে, তা হ'লে আমার নাম
বিজয়নারায়ণ নয় ।

জটাধারী প্রবেশ করিল

বিজয়নারায়ণ

জটাধারী !

জটাধারী

আজ্ঞে প্রভু ।

বিজয়নারায়ণ

এ সব ব্যাপার কি ?

জটাধারী

কিছুই তো জানি না প্রভু ।

বিজয়নারায়ণ

মিথ্যা ব'ল না—বিজয়নারায়ণ তোমায় সহজে ছাড়বে না ।

জটাধারী

কেন প্রভু ?

বিজয়নারায়ণ

মনে আছে—হলধরের সঙ্গে চক্রান্ত করে' বোমাকে মন্দিরে
নিয়ে বেতে চেয়েছিলে !

জটাধারী

সে সেই ভণ্ড ব্যাটার পরামর্শে। তারপর আপনার ধমকানী
খেয়ে ও-কথা আর মুখে আনি নে।

বিজয়নারায়ণ

পূর্ণানন্দ কোথা ?

জটাধারী

সে এক সপ্তাহের উপর নিরুদ্দেশ।

বিজয়নারায়ণ

তুমি নিশ্চয় তার সন্ধান জান।

জটাধারী

দোহাই, এই আপনার পা ছুঁয়ে দিবা করছি, আমি এ বিষয়ের
বাস্পবিন্দু জানি না।

বিজয়নারায়ণ হাতের ছঁকা জটাধারীর মস্তকে
ছুড়িয়া মারিলেন, ছঁকার খোল চূর্ণ বিচূর্ণ হইল—

জটাধারী

(ধূলায় পড়িয়া)

গেছি রে বাবা—

মঙ্গলা

সর্বনাশের উপর একি সর্বনাশ !

জটাধারী

না রক্ষা করন।

চণ্ডীদাস

৬

বিজয়নারায়ণ

(মঙ্গলার প্রতি) তুমি চূপ কর। (জটাধারীকে)

এখনও বল তুই কি জানিস্ ?

জটাধারী

জীবন মরণের কৰ্ত্তা আপনি, বিনা অপরাধে শাস্তি দিচ্ছেন।

বিজয়নারায়ণ (লাঠির আঘাত দিয়া)

হারামজাদা—নিমক্‌হারাম—

জটাধারী

উঃ—প্রভু রক্ষা করুন, বলছি ; এ কাজ পুণ্যিনদের।

বিজয়নারায়ণ

বিশ্বাসঘাতক, এ কথা গোপন রেখে আমার সৰ্ক্সনাশ করা !

বল, বোমা কোথায় ?

জটাধারী

তা জানি না ; শালা সকল কথা আমার বলে নি। হলধরকে
সুঁরা পানে অচেতন করে', আমার ঘরে শুইয়ে রেখে গেছে।

মঙ্গলা

কি সৰ্ক্সনাশ—হলধরকে বিব খাইয়েছে ?

জটাধারী

না মা, ঝায়ের প্রসাদ, কারণপানে সে অচেতন হয়ে আছে।

দামোদর—তুলসী, একজন সম্মাসী ও ভৃত্যগণের

সঙ্গে প্রবেশ করিল ;

ভুলসীকে দেখিয়া মঙ্গলা দৌড়িয়া গিয়া
তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল—

বিজয়নারায়ণ

এসব ব্যাপার কি দামোদর ?

দামোদর

হুঃসংবাদ পাওয়া মাত্র, লোকজন নিয়ে নারুর পাঁতি পাঁতি
অন্বেষণ করলুম, কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না, শালতোড়ার পথে
যাচ্ছি, পথে এক বেদের সঙ্গে দেখা, তার মুখে শুন্লুম, কয়জন সন্ন্যাসী
শব নিয়ে নদীর তীরে গেছে। দ্রুত অশ্বানে গিয়ে কিছুই দেখতে
পেলুম না, অমাবস্তার রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার, সব নিস্তব্ধ, ইতস্ততঃ
দেখতে দেখতে খুব দূরে এক বনের মধ্যে প্রদীপের আলো দেখতে
পেলুম, কাছে গিয়ে দেখি, সেটি ভয় শিবমন্দির—ভূর্গম বন, ঝড়ে
লতা পাতা ছিঁড়ে গেছলো, তাই আলো অহুসরণ করতে পেরে-
ছিলুম—সেখানে গিয়ে দেখলুম, পৈশাচিক অমুষ্ঠান, কয়জন সন্ন্যাসী
একজ বসে' মন্যপান করছে, বৌমার হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ, ভীমবেগে
হুয়াচারদের আক্রমণ করলুম, লোকবল প্রবল ছিল, পাপিষ্ঠেরা
কিছুক্ষণ সংগ্রামের পর পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেছে, এই এক
ব্যক্তিকে মাত্র ধরতে পেরেছি।

বিজয়নারায়ণ

আরে নরপিশাচ, সত্য করে' বল তোদের উদ্দেশ্য কি ? সহজে
না বলতে চাস, সাঁড়াশী দিয়ে জিত উপড়ে দেবো।

চণ্ডীদাস

সন্ন্যাসী

আমি সন্ন্যাসী, মিথ্যা কথা বলবো না। বীরাচারী তাত্ত্বিক
সাধক ভয়ে মিথ্যা বলে না। গুরুজীর আদেশে আপনার পুত্রবধূকে
অপহরণ করেছিলাম, উদ্দেশ্য কুলাচার সাধন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে।

বিজয়নারায়ণ

এ তোমের কেমন ধর্ম, সতী-মর্যাদা উপেক্ষা করিস্ ?

সন্ন্যাসী

সতী-মর্যাদা আমাদের স্পর্শে ক্ষুণ্ণ হয় না।

বিজয়নারায়ণ

কি দস্তুর কথা! এ বে ঘোর অনাচার—

সন্ন্যাসী

আপনি কোলধর্মী! মদ্য মাংসে দেবীর অর্চনা করেন—
কুলাচার অনাচার, এ কথা আপনার মুখে শোভা পায় না।

বিজয়নারায়ণ

সতী-ধর্মের প্রতি এমন অবহেলা যদি সাধনার অঙ্গ হয়, সে ধর্ম
বিজয়নারায়ণ স্থগার সহিত পরিত্যাগ করবে!

সন্ন্যাসী

তত্ত্ব সাধনা আপনার উপর নির্ভর করে না। শিববাক্য অস্বার্থ।
কোল সাধক মিথ্যা সমাজ ধর্ম পদাঘাতে চূর্ণ করবে!

বিজয়নারায়ণ

পাপিষ্ঠ, সমাজের ধর্মও যে সত্য ধর্ম, এরূপ আচারে যে সমাজ-
জীবন উৎসন্ন বাবে!

সন্ন্যাসী

মামুষের মনগড়া সমাজ চিরদিনই উৎসন্ন গিয়ে থাকে, ভীক্
শক্তিহীনের দল সঙ্কীর্ণ সমাজ বন্ধনে বেঁচে থাকতে চায়—আমরা
কল্পের সন্তান, অবাধ ভোগ, অবাধ স্বাধীনতাই আমাদের ধর্ম ।

বিজয়নারায়ণ

‘ছরাচারের মুখে বিজয়নারায়ণ ধর্মতত্ত্ব শুনতে অভিলাষী নয় ।
দামোদর, আজ থেকে দেবীর পূজা ফুল বিঘদলে নিষ্পন্ন হোক,
‘অনাচার নাম্নুরে বাতে স্থান না পায়, তার প্রতিকার’ কর ।
নাম্নুর স্বর্গ হোক । জগন্নাথার আরাধনা করে’ মামুষ যদি
এমন পণ্ডচরিত্র লাভ করে, তবে সে জননৌমূর্ত্তি অঙ্গরের জলে
বিসর্জন দাও । অথও মাতৃশক্তি দাক্ষায়ণী সতীরালীর উপাসনা
করে’ ব্যাটির মধ্যে সতীগর্ভও যে ফুটে উঠতে পারে, এ ধারণা
যাদের নাই, তারা ভণ্ড, ভোগরত নরকের কৃমি । যাও, এই পাবণ্ড
নরপণ্ডর এমন কঠোর প্রারশ্চিত্ত বিধান কর, যা দেখে লোকে
ভবিষ্যতে এই পশ্চাচার তাত্ত্বিক ধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয় ।

সন্ন্যাসী

সাবধান বিজয়নারায়ণ ! ভৈরবের নির্ঘাতনে কল্পের রোবানল
প্রজ্বলিত কর না !

বিজয়নারায়ণ

ভণ্ডের আশ্বাসনে তোর মত নরগিণীচের শান্তিবিধানে বিজয়-
নারায়ণ বিচলিত হবে না । যাও দামোদর, আজ এদের কাছারীর
ঘরে বন্ধ রেখে দাও, কাল এ’র মাথা বুড়িয়ে, নাক কান কেটে,

চতুর্দশ

দাঁড়ের বার করে' দেবে। আর এই পাখও, আমার অঙ্গে
প্রতিপালিত, আমার সর্বনাশ সাধনে ইতস্ততঃ করে নি—এর'ও
সমুচিত শাস্তি বিধান করবো !

অটোধারী

লম্বু পাগে গুরু দণ্ড করবেন না। আমার চের শাস্তি হয়েছে।
দোহাই মা, (তুলসীর চরণে পড়িয়া) আমার রক্ষা করুন।

তুলসী

বাবা, আমার একটি কথা রাখুন।

বিজয়নারায়ণ

কি কথা মা ?

তুলসী

পাপীর শাস্তি ভগবান দেবেন, আপনি এদের ক্ষমা করুন।

বিজয়নারায়ণ

নারী-হৃদয় কোমল মেহশীতল। এ ক্ষমা আমার নয়, নারী-
হৃদয়ার ; দামোদর, নরাদমদের এবেলা বন্ধ রাখ, অপরাহ্নে ওদের
ছেড়ে দিও। চল মা, অস্তঃপুরে বাই।

তুলসী

দয়ার সীমা নাই। (প্রণত হইয়া) আর একটি নিবেদন—

বিজয়নারায়ণ

বুকেছি।—দামোদর, তাম্রিক সন্ন্যাসী অন্ধবিধানে অনাচারী,
কিছু মিথ্যা সে বলবে না ; সকল গ্রামবাসীর সম্মুখে দাঁড়

অকলঙ্ক চরিত্রের কথা গুরু মুখ দিয়ে প্রকাশ করে' সমাজের মুখ
বন্ধ করবো—চল মা, যাবে চল।

বিজয়নারায়ণ, তুলসী, মঙ্গলা প্রভৃতির প্রস্থান

দামোদর

বাবাজী চল!—জটাই, তোর এই কাজ।

জটাদারী

এই নাকে কানে খৎ, আর ভাঁওতার পড়ছি না। দামোদর
দাদা! ব্যাটাদের ঐ জটা দাড়িগুলো মুড়িয়ে দিতে পার, আমার
হকুল খেলে।

সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—অজয় নদীর তীর।

কাল—গভীর রাত্রি।

জ্যোৎস্নায় সারা দিক ভাসাইয়া দিয়াছে—
রামমণি বসিয়া গান গাহিতেছিল।

গান

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া

আর না ছাড়িব তোরে।

পরাণ বেখানে রাখিব সেখানে,

যেতে তো দিব না কিরে।

চণ্ডীদাস

হিয়ার হিয়ার রাখিব তোমার
রহিব পড়িয়া ও কমল পার,
তুমি যে আমার হৃদয়ের হার

পরশ চরণ শিরে ।

চণ্ডীদাস গান শুনিতে শুনিতে প্রবেশ করিল ।
রামমণি, যেমন আপন মনে গাহিতেছিল, তেমনি
গাহিতে লাগিল—

কত আরাধনা জীবনে মরণে,
পেরেছি তোমায় বলিব কেমনে,
দিবস রজনী কিছু নাহি জানি

ভেসেছি নবন নীরে ॥

(গান ধামিলে পর)

চণ্ডীদাস

এমন উজ্জল রাতে
বিষ্মতে একত্র করিয়া,
আচমিতে ঝঙ্কারিলে
কি মধুর পদাবলী,
প্রতি বর্ণে করে লুখা,
তৃষিত চাতক
সীতল হইল এতদিনে ।

রামমণি

মরি লাজে এখনও কি কাজে,
দাঁড়াইয়া আছ দ্বিজবর !
গভীর রজনী একাকিনী নারী,
লোকে মন্দ কবে,
লাঞ্ছনা বাড়িবে অবলার ।
আমি হীন অস্পৃশ্য সমাজে
কে মজে আমার সনে ?
ফিরে যাও ঘরে,
জন্মিয়াছ ব্রাহ্মণের কুলে,
কলঙ্ক দিওনা তুলে তার ।

চণ্ডীদাস

নারী হিয়া প্রস্তরে গঠিত,
বুঝিতে পারনা কি বেদনা
হৃদি মাঝে দাও ।
নহে একদিন,
প্রতিদিন করি আনাগোনা,
স্বলোচনা জানতো সকলি,
জানা শুনা নয়নে নয়নে ।
আজি রস উপজিল মনে,
পরশে হারাতে হিয়া,
হেনেছ মদন বাণ,

নিয়েছ পরাণ কাড়ি
 ধৈর্য ধরিবে কেবা আর,
 সাধে বাদ সেধ না, স্মরিরি ।

ব্রাহ্মণ

অপরাধী বৃথা কর মোরে,
 আমি বালা সহজে ছুঁকলা,
 কেন লেহা আলাও অন্তরে,
 তুমি স্মৃতিজন,
 কুল মান পর্ত্ত সমান,
 তোমারে ভজিতে,
 কত সতী,
 ছাড়িবারে পারে পতি ।
 অধীনীরে করনা বন্ধনা ।
 আকাশে চক্রে বস,
 দেখাও তাহার আশ,
 পরিহাস এর চেয়ে কিবা ?

চণ্ডীদাস

তুমি যদি না কর প্রত্যয়,
 পরতীত করিব কেমনে !
 বিনা আলাপনে,
 দরশনে পরিচয় মানি ;
 তন তবে অন্তরের বাণী—

তুনি কানে গিরীতি অঁথর,
 তহু অর অর,
 ধেরে আসি অজরের তীরে,
 হেরি নীর মাঝে,
 রাজে বামা হরিণ-নয়নী,
 চকিত চাহনি
 পশিল রূপের ছবি;
 সেই হতে তুমি ধ্যান,
 তুমি জ্ঞান, তুমি মজমালা,
 দিবানিশি অপি তব নাম,
 কুল লাজ মান,
 বিসর্জন তোমা লাগি ।

রামমণি

কত আর হৃদয় গোপন রাখি,
 ছলি, মরি গুমরি গুমরি,
 ধৈর্য ধরিতে নারি আর ।
 তন গুণমণি !
 আমিও তোমার মত,
 একদিন সন্ধ্যাকালে,
 তরুণে হেরিলাম মোহন মূর্তি,
 চাঁদকনে চাহিল আমার পানে,
 কটাক্ষে কটাক্ষে হাসি,

চণ্ডীদাস

অমিয়া বরিষে যেন ;
সেই হতে গৃহকাজে থাকি,
সদাই চমকি ;
ছায়া দেখি শিহরিয়া মরি,
কখন সে আসে,
অনিমিখে কেটে যায় দিন,
দরশনে পরশন পাই,
সাধ যায় হৃদয় বাচিয়া দিই—
কিন্তু ডরি পুরুষের প্রেম,
সে তো শুধু প্রবৃত্তির খেলা,
শোণিত তরঙ্গরঙ্গে,
হুদিনে বিকাশ তার হুদিনে মিলায় ।

চণ্ডীদাস

সত্য কথা । তারপর ?

রামমণি

তারপর নিত্য হেরি প্রেমের ছলনা !
আমার আঙিনা ভলে,
নিচুর স্বাতক সাজে,
নিত্য ছল যৌন বধিবারে,
হুতাইকু জলে ফেলে,
শুধু চেয়ে থাকি !

চণ্ডীদাস

কার পানে প্রিয়তমে,
 কার পানে অনিমেথ আঁখি ?

রামমণি অধোবদনে বসিয়া রহিল, চণ্ডীদাস
 কহিতে লাগিল—

বুঝিলাম ভাগ্যবান আমি,
 সার্থক জীবন এতদিনে ।
 কিন্তু প্রিয়তমে,
 সরনে মরমে মরি—
 কি মোহিনী করিলে সন্কার,
 টুটে যায় নীতির বাঁধন,
 সংযম মানে না চিত,
 মদন তরঙ্গে অঙ্গ কাঁপে থর থর ।
 কি রঙ্গে অলকা উড়ে,
 দস্তকচি হাসির কোতুক,
 অধরে ধরে না স্নুধা
 অবিরল করে ঝর ঝর,
 অর অর নরনের বাণে,—
 হের পুনঃ কুচবুগে,
 বসন থসারে জাগে,
 গজকুন্ড নিতম্ব কম্পন !

চণ্ডীদাস

অবশ করিল তবু—

বুঝি পড়ল হাম,

প্রতীকার করলো, শূন্যরি।

রামমণি

হে বহু !

না कह ওসব কথা।

মরি লাঞ্জে, মরমে দিও না ব্যথা।

ভাদরের ভরা নদী সম,

হুদিনের এ যৌবন,

মরম না বুঝে,

মজারো না অবলার।

দেখ কত জন,

তোমার মতন,

ধরে রীতি ভ্রমরার,

মধু লোভে করয়ে পিরীতি,

মধু কুরাইলে,

উড়ে বার চলে,

অনামরে শুকার কুহুম।

তাট আমি ছবিনী রমণী

মাকৃপিত্বহীনা,

অজরের তীরে বাধি ফুণের কুটীর,

নিত্য খেলি প্রকৃতির সনে,

কুলনারী অজয়ের শুনি গান,
রহি ভাল একাকিনী পর সজ চেয়ে ।
স্তন সখা—

ভাগ্য বলে মানি,
পেয়েছি তোমার দেখা,
পর্যাপ্ত নিরাছ কাড়ি,
ব্রহ্ম দূরে,
দরশন শুধু তিকা চাই,
পরশনে গরল সেবন—
জীবন দহন শুধু সার ।

চণ্ডীদাস

রখা শকা কর স্নেহোচনে,
নহি হীন কণ্ট বন্ধক,
ভূমিন বাসিয়া ভাল,
দলিব চরণ তলে ।
পুরুষের আচরণ,
নারী ভূমি জান বিলক্ষণ,
বা বলিলে এক বিন্দু মিথ্যা কভু নহ;
কিন্তু হের হৃদয় আমার,
পরতে পরতে আঁকা স্মৃতি তোমার;
তোমাতে ছাড়িব, বরষে সরিয়া বাব
ভূমি বিনা জীবনের কি আছে সম্বল !

চণ্ডীদাস

ছাড় ছল,
সরল অন্তরে চাপ,
মরমের আলা কর দূর,
ধৈর্য ভুঞ্জে দংশে,
আর না সহিতে পারি,
রসময়ী ! ঢাল সুধা,
তিরপিত কর সুধা দানে !

রামমণি

কি আর বলিব আমি—
পরাধীনা হীনমতি রক্তকিনী,
তুমি শ্রুগমণি !
জান তো নারীর জালা !
তম্ব মন প্রাণ,
জীবন যৌবন—
তোমা ধনে অর্পিণ্ড সকলি—
হে প্রভু ! হে বহু !!
চিরদিন
ক'র না চরণ ছাড়া !

চণ্ডীদাস

আবেশ বিভোর,
রস ধরধর,
অলস অবশ তবু ;

ভাষা না বুঝায়
 কেমনে প্রকাশি হিয়া ?
 কি দিব কি দিব আমি,
 যা ছিল আমার সকলি তোমার,
 এ প্রাণ তোমার ধনি,
 কুল নাহি চাই,
 চরণ ধেরাই,
 প্রাণ দিব তোমা লাগি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:—

প্রথম দৃশ্য ।

হান—রামমণির কুটির পার্শ্বস্থ রাস্তা ।

সময়—ভোর হইয়াছে ।

দূরে নদীর জলে উষার রক্তকিরণ ঝক্ ঝক্
করিতেছে ।

মুণ্ডিতমস্তক পূর্ণানন্দ ও বালানন্দের প্রবেশ ।

পূর্ণানন্দ

বালানন্দ ! তুমি আশ্রম বন্ধা করগে । প্রতিশোধ না নিয়ে
আমি নারীর পরিত্যাগ করছি না ।

বালানন্দ

প্রতিশোধের তার আমার উপর দিন । নারীরে আগনার থাকা
হবে না ।

পূর্ণানন্দ

কেন ?* বিজয়নারায়ণের আশঙ্কা করুছ ? কার সাধ্য আমার কেশ স্পর্শ করে ! তা ছাড়া ছদ্মবেশে কেউ আমার জান্বে না ।

বালানন্দ

না জাহ্নক, আপনার ছদ্মবেশ বড় মর্যাদাসিক । চামুণ্ডার চরণে বিজয়নারায়ণকে বলি দিতে আপনার আপত্তি কি ?

পূর্ণানন্দ

বিজয়নারায়ণ এই সব ঘটনার মূল কারণ নয়, উপলক্ষ মাত্র ! বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব দিন দিন বেড়ে উঠছে, এই ভাবের সঙ্গেই সংগ্রাম করতে হবে, এ কাজ তোমরা পারবে না ।

বালানন্দ

আপনি কি করবেন ?

পূর্ণানন্দ

এখন তা বলতে পারি না । তবে তন্ত্রের বিরোধী ধর্ম বাণেশ্বর শিকড় গাড়তে দেব না । অপমানেরও প্রতিশোধ চাই, দর্শন বিজয়নারায়ণের সর্বনাশ করবো, ভিটের ঘু ঘু চরাবো— এ সঙ্কল্প সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণানন্দ মুণ্ডিত মস্তকেই থাকবে !

বালানন্দ

আপনার বঙ্গসঙ্কল্প টলার কে ! তবে আসি । (প্রণামান্তে)
প্রয়োজন হ'লে স্মরণ করবেন ।

পূর্ণানন্দ

খুব সাবধানে থাকবে । আমার মস্ত অকারণ উৎকণ্ঠিত হও

চণ্ডীদাস

না, ছদ্মবেশ প্রকাশ হয়ে পড়লে, কার্য্যসিদ্ধি হ'তে বিলম্ব হবে।
নাম্মুর রসাতলে দেব, বাস্তুলীর মন্দির পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হবে। পূর্ণা-
নন্দ সহজে জটাভার পরিত্যাগ করে নি।

উভয়ের উভয় দিকে প্রশ্নান

জটাধারী ও পার্শ্বতীর প্রবেশ

পার্শ্বতী

মাইরি !

জটাধারী

মাইরি !

পার্শ্বতী

একেবারেই।

জটাধারী

একেবারেই !

পার্শ্বতী

একেবারেই কি ?

জটাধারী

সেটা তুমিই বলনা !

পার্শ্বতী

তবে রে মিন্সে ! তোরের বেলা সারা রাত্রি পেছ নিয়েছ, তবে
কোন কথা বলি নি, এখন নিজের কোটে এসেছি, আশ বীট নিয়ে
তোমার নাক কেটে দিচ্ছি !

অটোথারী

বেশ কথা ! নাকে দড়ি নিয়ে এত পথ হাঁটিয়ে এখন পেরিয়ে
দেওয়া !

পার্কী

আমি তোমার ডেকে এনেছি !

অটোথারী

ঐ'তো ফাঁকি ! প্রথম আঁকারা চোখের কোণে কোণে,
তারপর হু পা যাও, আর কিরে কিরে চাও, মনের কথা না বুঝেই
কি এসেছি !

পার্কী

রামো ! রামো !! একবার এইনিকে আর তো !

অটোথারী

ভর নেই। সরে পড়ছি। গায়ের ব্যথা মরে নি, আবার কি
ঠেড়ানী খাব।

প্রস্থান

রামমণির প্রবেশ

রামমণি

এসেছি !

পার্কী

তোর আলার মনুষ, পথে ঘাটে জুতের উপদ্রব ! এখন কথা
শোন। তার আশা ছেড়ে দে।

চণ্ডীদাস

রামমণি

কি বললে !

পার্কী

বললে তোর মাথা মূড়িয়ে বোল ঢেলে দিতে ।

রামমণি

ঠাটা রাখ্ । আমার মাথা ছুঁয়ে তার দিব্যির কথা বলেছিলি ?

পার্কী

বলেছিলুম ।

রামমণি

আর সে আসবে না ?

পার্কী

না । মা মরার পর তার মন বিগুড়েছে—সে বাণুলী দেবীর
মন্দিরে থাকে, দেবীর পূজা করে ।

রামমণি

তুই গিরে দেখলি—সে কি করছে ?

পার্কী

গান গাইছে ।

রামমণি

তার পর ?

পার্কী

প্রথম দেখেই চমকে উঠলো, কথার লবাবই দেয় না, যেন কে
কাকে বলছে, তারপর চার বুল ধরে বা দেখে আসছি তাই, বলে

—‘সে যোগার মেয়ে, বা হবার হয়েছে, আর ও-কথা মুখে
এনো না।’

রামমণি

তুই কি জবাব দিলি ?

পার্কীতী

ওলো কালামুখী ! অতো খুঁটিয়ে শোনা, কাটা ধারে মূনের
ছিটে বৈ ত নয়। তুই আগনার পথ দেখে। সে আর এ মুখো
হচ্ছে না।

রামমণি

প্রেমের সে প্রথম আরতি,
শত দীপ জেলে দিল প্রাণে,
কনক কিরণে উজলিয়া চারিদিক,
মুহুর্তে নিভিল সব,
উৎসব রজনী আঁধারে ডুবিয়া গেল।
হি হি এত প্রবঞ্চনা !
জেনে শুনে ডখিছু পরল,
ভুলজে তুলিছু কঠে,
ফুলহার বলি !
আরে রে নিষ্ঠুর !
এত যদি ছিল তোমার মনে,
কেবা দেখেছিল,
পিরীতি করিতে ?

কেবা কেঁদেছিল চরণ বেড়িয়া ?
 কেবা চেয়েছিল প্রাণ বিনিময় ?
 বলের কথার,
 পাথারে সাঁতার দিহু ;
 কুল নাই, মরণ নিশ্চয়,
 তবু মনে হয়,
 সে আমার পিরা
 মরমে মরমে গাঁথা—
 পরাণ টুটিলে মরমে হব না দূর ।.....
 পার্শ্বতি !

পার্শ্বতী

কেন ?

রামমণি

কথার উত্তর দিতে,
 কাঁপে নি কি কণ্ঠস্বর ?
 এক বিন্দু অশ্রু তার,
 ঝরে নাই চোখে ?
 শিহরিয়া উঠে নাই তনু ?
 চঞ্চল নারীর মন,
 যা বলেছে শুনিতে হয়েছে ভ্রম,
 বাও পুনঃ স্থির হয়ে শুনো কথা,
 ব্যথা সে তো দিবে না আশায় !

পার্বতী

পাগল হুই । এত সেয়ানা হয়ে পুরুষের ফিকির বুঝিল না !

রামমণি

যোর প্রতারণা !

বয়ানে বয়ান দিয়া,

জুড়াইল হিয়া,

করে খরি চাপি পক্ষোধর

এত বে কহিল কথা,

সব বুঝা !

জুড়াইতে মদন দাহন শুধু ?

কি নির্ধর পুরুষের আচরণ !

উপেক্ষিয়া নারীর জীবন,

অনিত্য যৌবনটুকু চায়,

আরে অকৃতজ্ঞ নীচাশয়,

ভুজঙ্গিনী মলিয়া চরণে,

কে কোথায় পায় পরিজ্ঞাপ ?

প্রতিহিংসা অনুক অন্তরে,

গরলে ভরুক যদি,

হিংসা যুগা নাচুক তাওবে,

লক্ষ্য ফণা উঠুক গর্জিয়া—

নারী হিয়া প্রতিশোধ চায় !

পার্বতী

সই, বেলা হলো, ঘরে চল, না বুঝে যজ্ঞেছিল, ছদ্মিন আছাড়-

চণ্ডীদাস

কাছাড় করতেই হবে, পুরুষের রীতিই এই, নারীর জীবন নিয়ে
রজ করা !

রামমণি

না, না, সে তো নয় কপট চূৰ্জন !

আশা গায়,

প্রেমের ছলনা সব ।

করে ধরি, তনু গো পার্শ্বতি !

মাথা খাও, বাও আর বার,

সকাতরে কহিও চরণ ধরি,

একবার দ্বিতে দরশন,

একবার হেরিব নয়ন ভরি,

একবার চরণ ধরিব বুকে,

বিধি যদি হয় বাম,

হাসি মুখে ত্যজিব পরাণ,

সব সাধে দিব বিসর্জন ।

জটাধারীর প্রবেশ

জটাধারী

পণ্ডিতের মুখে শুনেছিলুম, পৃথিবী গোলাকার, আজ তা
প্রমাণ পাচ্ছি,.....সূরে কিরে সেই এক পথ । ব্যাটা বেঙ্গিকদের
পাঙ্গার পড়ে' হুকুল গেল, কাল থেকেই উপবাসী, আজ এই দোরের
ধরা বিলুপ্ত, মাঝ আর কাট, উঠছি না !

রামমণি

পার্কটী, কে এ ?

পার্কটী

মিন্‌সে পাগল । বাস্তলীর মন্দির থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত ও
আমার সঙ্গে যুগছে ।

জটাধারী

ঘোরাও, তাই যুরি । এক বগ্‌গা ঘুঁড়ি, কাছে দিবে ঠিক
রাখতে হয়, পুরুষ জাতটাই এক বগ্‌গা, তোমাদের কাছে না
থাকলে পন্-পন্ ঘুঁকনি ; আর ঘুরিও না, গরীব ব্যাচারীকে এখানে
যেরো না ।

রামমণি

ব্রাহ্মণ, আমরা বে ধোপার মেয়ে !

জটাধারী

আমি তারও অধম । কিছ কি বললে, তুমি ধোপার মেয়ে,—

রামমণি

আমার নাম রামমণি ।

জটাধারী

স্বপ্ন না কি ! মাথা টলে পড়ছে । বুকের ভিতর তোলপাড়
হচ্ছে । তুমি রামমণি ! যুরে কিরে তোমার দোরে এসেছি !
রামমণি ! আমার বড় কুখা, তুফার ছাতি কেটে বাছে, আলার
দেহ পুড়ে বাছে, আমার শান্তি নাও, শীতল কর, বড় লজ্জার কথা,
বৃণার কথা—তাড়িয়ে দিও না, একটু স্থির হ'তে নাও ।

চণ্ডীদাস

রামমণি

সত্যই উন্মাদ ! প্রেমোন্মাদ । এস বৃন্দাবনের যাত্রী ! তোমায়
পেয়ে আশার আশার বুক ভরে যাচ্ছে । অতিথি, এস হৃৎখিনীর
কুটার পবিত্র কর !

জটাধারী

এত সহজ কুসি, চল, সত্যই আমি উন্মাদ হয়েছি !

উভয়ের প্রস্থান ।

পার্কী

প্রেমের দূতী ! ধননী বাজিরে ছুটে চল, বৃন্দাবন আর বেশী
দূরে নয় !

গান

কোথা ব্রজকুলবাল

ঈশাম সুবল,

ধেমুগণ লয়ে যার !

কোথা হাঁসিতে হাঁসিতে

মধুর বানীতে,

রাধা নাম শুধু গায় ।

কিবা চন্দনচর্চিত

কুন্দবস্ত্রিত

মৃগ পাখী কিরে চায় ।

এস শ্রাম নটবর,
বামে রাখা ধর
প্রাণ মন দিব পার ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশালাক্ষীর মন্দির

সময়—বেলা এক প্রহর ।

মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে ছদ্মবেশী পূর্ণানন্দ
ও হলধর প্রবেশ করিল

হলধর

স্বচক্ষে দেখলেও আমি বিশ্বাস করতে পারবো না, আমার
ঈ ব্যাভিচারিণী ।

পূর্ণানন্দ

সে তোমার ছর্তাগ্য । আমার কর্তব্য চোখে আড়ল দিয়ে
দেখিয়ে দেওয়া, কি অন্যায় তোমাদের সংসারে প্রবেশ করেছে,
নাচুরের মাথা তোমরা, তোমাদের কণ্ঠে এ কলঙ্ক স্থান পেলো,
সমাজ উৎসন্ন হবে ।

হলধর

একান্ত দিবালোকে দেবমন্দিরে, আমার ঈ নিত্য পূজা দিতে

চণ্ডীদাস

আসে, তা থেকে সে ভ্রষ্টা, এ প্রমাণ আপনি কেমন করে' সেলেন ?

পূর্ণানন্দ

নারী স্থান কাল বিচার করে না, অবসর পেলেই পুরুষের চোখে ধুলো দেয়, বিনা প্রমাণে এমন ঐশাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করি নি, সমাজধর্ম রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য, এস অন্তরালে অপেক্ষা করি, বা বলছি, নিজেরই তা প্রত্যক্ষ করে' বিচার ক'রো ।

উভয়ের প্রস্থান ।

অঞ্জলিবদ্ধ পদ্মফুল লইয়া চণ্ডীদাস, সঙ্গে রঘুবীর
মন্দিরচত্বারে প্রবেশ করিল

রঘুবীর

এত প্রসাদী পদ্মফুল নিয়ে কি করবে ?

চণ্ডীদাস

প্রসাদী ! না এমন অনাত্রিত জ্যোৎস্নাধবল সদা প্রক্ষুটিত কুল
প্রসাদী ! স্রোতের জলে ভেসে বাচ্ছিল, আহরণ করেছি, প্রসাদী
হবে কেন ?

রঘুবীর

প্রসাদী বৈ কি ? নদীর স্রোতে পল্লবন হিঁড়ে কুল ভেসে যাবার
সময় আসে নি, ও-কূলে দেবীর পূজা ক'র না । বৌঠাক্করণ
দেখলে রাগ করবে ।

চণ্ডীদাস

তাইতো, প্রসাদী !.....না রঘুবীর, এ তোমার কল্পনা !

রঘুবীর

তোমার সঙ্গে কে তর্ক করবে বল, এখনি নানান শাস্ত্র আও-
ড়াবে, বেলা হ'ল পূজোয় বসগে, ও-সুদ দেবীর মাথায় চাপিও না ।
.....আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ।

চণ্ডীদাস

কি, বল ।

রঘুবীর

তুমি মন্দিরে আসার পর থেকে, খজানী বাজিয়ে এক বৈকুণ্ঠী
বাওয়া আসা শুরু করেছে, তোমার সঙ্গে চার দণ্ড গুজর গুজর
কুহুর কুহুর হয়, ও তোমার কে ?

চণ্ডীদাস

ও আমার কেউ নয় । কিন্তু রঘুবীর তোমায় মিথ্যা বলবে না ।
আমি অতি নরাধম, আমার পাপের শ্রায়শ্চিত্ত নেই ।

রঘুবীর

বুঝেছি, আর বলতে হবে না । ঐ ক্যাঙ্ক ক্যাঙ্ক করে' চেয়ে
থাকা, আর এক-কাজ একশো বার ভুলে যাওয়ার লক্ষণ দেখেই
আমি ধরেছি । তোমাকেও ঘোঁড়া রোগে ধরেছে । বৌ ঠাকুরণ
আসছেন, সরে পড়ি, তুমি তোমার কাজে যাও ।

প্রস্থান

চণ্ডীদাস মন্দিরে উঠিয়া দেবীর সম্মুখে পূজায়
বসিল, সাজি হস্তে তুলসীর প্রবেশ—

চণ্ডীদাস

দেবীকে প্রণামান্তে তুলসী কহিল :—
ঠাকুর !

চণ্ডীদাস

এস মা ! আজ বড় সমস্তার পড়েছি ।

তুলসী

কি সমস্তা, ঠাকুর ?

চণ্ডীদাস

মান করতে গিয়ে, দিব্য পদ্মফুল কয়টা সংগ্রহ করেছি, শ্রোতে
ভেসে বাচ্ছিল, রঘুবীর বলে—এগুলি নির্মাল্য, তাই ভাবছি,
দেবীর চরণে উৎসর্গ করবো কি না ?

তুলসী

রঘুবীর সত্য বলেছে, ফুলগুলি নির্মাল্য ।

চণ্ডীদাস

কেমন করে' জান্লে, মা ?

তুলসী

লক্ষ্য করে' দেখ, পদ্মকোরক চন্দনলিপ্ত ।

চণ্ডীদাস

সত্য বটে । জলে যৌত হয়ে গেলেও, পাপড়িগুলি চন্দন-
চিহ্নমুক্ত নয়, এতক্ষণ তা লক্ষ্য করি নি ।

তুলসী

এখন কি করবে ?

চণ্ডীদাস

বড় আশা, মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অন্তরজালা লীড়ল
করি—তা আর হ'ল না, এ ফুল পুষ্পার অযোগ্য ।

তুলসী

আমি বলি, ফুলগুলি মায়ের মাথায় দাও, বড় শোভা হবে ।

চণ্ডীদাস

এ যে নির্মালা ! দেবী অসম্বল্টা হবেন ।

তুলসী

বিষ্ণুপূজার ফুলে দেবীর অর্চনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় ।

চণ্ডীদাস

কেমন করে' জান্লে, এ ফুল বিষ্ণুপূজার উৎসর্গ হয়েছিল ?

তুলসী

আজ প্রাতে আমিই গোলকপতি ঈকৃষ্ণের চরণে এইগুলি
উৎসর্গ করে' এসেছি, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ বিশালাক্ষীর গুরু, তাই
বলি, এ ফুলে দেবী প্রসন্ন হবেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন ।

চণ্ডীদাস

অলৌকিক তুমি ! এ ফুল তবে দেবীর শিরোভূষণ হোক ।

পার্বতী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতে

করিতে প্রবেশ করিল

গান

কি এ শুভ দরশন,

উলসিত লোচন,

চণ্ডীদাস

শুভদে বরদে জননি !

আধ নয়নে রূপ নেহারই

কি মধু মদল চাহনী ।

বিগলিত চারু কুন্তল,

উছলে প্রেম হিলোল

শিরোভূষণে বিজড়িত কালকণি,

শুভদে বরদে জননী ॥

চণ্ডীদাস (উঠিয়া গিয়া)

ভিখারিনী ! আবার এসেছ, মরণের জ্বালা একবার আসে, এ
যে ঠিলে তিলে পুড়ে মরা, জাতি ধর্ম সব বিসর্জন দিয়ে পরম বণে'
বা বৃকে তুলে নিয়েছিলেম, আজ তা নরকের আগুণ জ্বলে দিয়েছে,
অপরাধী আমি, তারে মিনতি করে' ব'ল, আমার ঘেন সে তুলে যায় !

পার্কী

তা আমি বলবো। কিন্তু সে অভাগী এ কথা শুনে প্রাণে
বাঁচবে না। তাই তোমার মিনতি করে' বলতে এসেছি, একবার
তাঁরে দেখা দিয়ে আসবে।

চণ্ডীদাস

যে আগুণ নেভাতে হবে, হুঁ দিয়ে আবার তা জালিয়ে লাভ
কি ?

পার্কী

তোমরা পুরুষ, তোমাদের পাখরের প্রাণ, আগুণ ধরে না,

চণ্ডীদাস

নারীর প্রাণে যে আগুণ জালিয়েছ, সে আর নিভবে না, পুড়েই
তাকে মরতে হবে।

চণ্ডীদাস

পুড়েই তবে মরতে বল। পিরীতের সুধাসমুদ্রে গরল উখিত
হয়েছে, পুড়ে পুড়েই প্রারশ্চিত্ত করতে হবে।

পার্বতী

প্রারশ্চিত্ত কি নারীকেই করতে হবে ? রসের নাগর, ভ্রমরার
জাত ! তোমাদের কি প্রারশ্চিত্ত নেই !

চণ্ডীদাস

অবলা তুমি, কি করে' বোঝাব, কি তুবানলে হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে,
কি মর্ষভেদী হাহাকারে জীবন ভরে' আছে, অশ্রু শুধু তারই চোখে
ঝরছে না, বলো আমার চোখেও কুধির ঝরছে, আমার মর্ষও ছিঁড়ে
যাচ্ছে,..... যাও আর আমার বেদনা দিও না—সাক্ষাৎ, এ জীবন
থাকতে নয় !

প্রস্থান

পার্বতী

তোমার মরণ নেই, বর তোমার মাথার ভেঙ্গে পড়ে না !

প্রস্থান

চণ্ডীদাস প্রবেশ করিয়া কহিল

অভিশাপ আশীর্বাদ রূপে নেমে আসুক।.....তুমি এখনও
ধাঁড়িয়ে আছ—যাও না, এই মহাপাপীর সংসর্গে কলঙ্কিত হয়ো না।

চণ্ডীদাস

তুলসী

কে এ ভিখারিণী ?

চণ্ডীদাস

সে কাহিনী कहने না যায় ।
স্বপ্নের পিরীতি দুঃখভরা এত
স্বপনে ভাবিনি কভু !
যাক্ স্মৃতি,
জালা যদি হয় অবসান ।
আজি চাই নিরমল চিতে
দেবীয়ে সেবিতে
অতীতে করিতে দূর,
বিড়ম্বনা, মদন ছলনা
কদর্থন আনে নানা,
নৈরাশ সাগরে ভাসি ।
কাল নিশি তৃতীয় প্রহর বসি,
নিদ্রাহীন, চিত্তপটে চিত্তার তরঙ্গ,
সমীরণ ললাট চুখন করে,
আগসে ঢুলিল আঁখি,
এলাইয়া দিহু অন্ধ নিদ্রার পরশে ।
অপ্রাণী কনক অঙ্কসখানি
বিছাইয়া দিল ধীরে,
হেরিলাম নূতন জগৎ ।

মনোরম স্থান,
 বিহগ তুলিছে তান
 পুলক ভরয়ে প্রাণে ।
 কোটী চক্রে সমুদিত সেবা ।
 আচম্বিতে নিজা গেল টুটে
 স্বপ্ন হলো সত্যে পরিণত ।
 হেরিলাম—দেবীমূর্ত্তি
 কুসুমপেলব করে
 পরশি' আমার শির,
 'কহে ধীরে অধরে ধরিয়া হাসি—
 পিরীতি সাধন ত্যজি
 দক্ষিণ দেশেতে ধাও,
 প্রেমাধে পড়িবে, দ্বিজ ;
 পিরীতি সাধন কর সার—
 যুগ্ম মন্ত্র দিব তোর কাণে ।
 উৎসাহে নাচিল প্রাণ,
 ধরি পায় জিহ্বাসিহ্ন
 সাধনার বিধি ।

তুলসী

ভাগ্যবান তুমি !

চণ্ডীদাস

অপূৰ্ণ সাধন তব—

প্রকৃতি পুরুষ ছাড়ি,
 আরো উর্দ্ধে সহজ নানুব—
 কৃষ্ণ ধনে ভজিবারে কহে ;
 জপ তপ নাহি প্রয়োজন
 সর্ব্ব ঘটে কৃষ্ণ অমুভূতি,
 অমুষ্ঠান গোপিকার প্রেম ।
 কিস্তি কৈ প্রেম, কোথা প্রেম,
 শুক হিয়া জলে দাবানলে,
 মাগিলাম প্রেম ধনে,
 সঙ্কেতে দেখায়ে দিল রজকঝিরারী ।
 বুঝিলাম সংসার শ্রবল,
 প্রেহেলিকা করেছে সৃজন ।
 দুখি মন—দেবীমূর্ত্তি কহিতে লাগিল,
 শুকমতি রজকিনী রমা
 রাধিকাস্বরূপ প্রাণ,
 ভজ কৃষ্ণ প্রেম রূপে সতর্ক হইয়া ;
 ব্যাভিচার হইলে ঘটন,
 অবশ্য পতন হবে ।
 মন্ত্রধ্বনি বাজিল হৃদয়তন্ত্রে
 অবহিতা হইলেন দেবী ।

তুলসী

ধন্য নারী রজকঝিরারী—

কোথা তার পাবো পরিচর !

চণ্ডীদাস

এই মাত্র অভিনয়,
 স্বক্ষে দেখিলে বালা,
 বাড়িল দ্বিগুণ জালা,
 অন্তরের মলা,
 কেমনে করিব দূর ?
 যাব বৃন্দাবনে,
 এ দেশে না রব,
 ঢুঁড়িব যমুনাতট,
 কোথা হরি বংশীধারী বলি.
 বনে বনে কাঁদিয়া ফিরিব,
 কালা কি দিবে না দেখা ?

তুলসী

অকারণ সংশয় উদয়,
 ধরি পায়,
 সত্যেরে ক'র না হেলা ।
 মদ্রবাপী রাখ মনে,
 জাব রাত্র দিনে,
 পরকীয়া সাধনার সার ।
 ভজ প্রভু রজকবিরারী,

চণ্ডীদাস

তুচ্ছ কর মানবসংস্কার ;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শুধু মনের বিকার,
বিবিধ আচার,
শোধনের হেতু ঘটে ।
বুঝিয়াছি কথায় কথায়
স্বভাব করিতে জয় ;
দৃঢ় পণে বেঁধেছ হৃদয়—
মুক্তি নয়,
বন্ধনে থাকিলে ভয় ।
তাই দেবী প্রসন্ন হৃদয়
রজকী ভজিতে কহে ।
মরণে জীবন ঢাকে,
কাম প্রেমে আবরিয়া রাখে,
গরলে অমৃত রহে ;
তুমি বিনা হে সাধক,
কেবা তার করিবে সন্ধান ?

চণ্ডীদাস

কে তুমি দেবী না মানবী ?
নিবিড় কুন্তলপাশ,
এলায়ে পড়েছে ভূমে,
উবার সিন্দুররাগ লগাটে উজ্জল,
অধরে তেমনি হাসি,

মুহু ভাব, সেই ধ্বনি
 ঝঙ্কারি' শ্রবণে ।
 আর কেবা করিবে সংশয় ?
 মূর্ত্তিমতী দেবীর উদয়,
 পাৰাণ হৃদয় তার,
 মুহুস্তে টুটিয়া যায় ;
 আর, আর,
 ধ্বজটা উঠেছে জাগি,
 রক্ত শিঙা ফুকানিয়া বাজে,
 গঙ্গাধর কলুষে করে না ভয় ;
 জগতের যত হলাহল,
 নিঃশেষে করিব পান,
 রচিব নূতন সৃষ্টি,
 পিরীতির কনকমন্দির ।
 এস দেবী, এ হৃদয়
 পূজাবেদী তব ।
 দিব অৰ্ঘ্য চরণযুগলে ।

তুলসীর হস্ত ধরিয়া আবেগভরে চণ্ডীদাসের মন্দির-
 মধ্যে প্রবেশ ;
 দূরে শিমূল বৃক্ষের অন্তরাল হইতে পূর্ণানন্দ ও
 হলধর কথা কহিতেছে—

চণ্ডীদাস

পূর্ণানন্দ

কি দেখ্ছে ?

হলধর

উঃ—ছেড়ে দাও, আমার মাথা ঘুরে পড়্ছে !

পূর্ণানন্দ

স্থির হও । চল তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিই । এখন প্রতীকার ?

হলধর

আত্মহত্যা !

পূর্ণানন্দ

সেই ভাল, নারী ধার কলঙ্কিনী—তার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—গ্রামপথ ।

কাল—রাত্রি ।

জটধারী ও পার্শ্বতী প্রবেশ করিল

জটধারী

পার্শ্বতী ?

পার্শ্বতী

কেন কি বল ?

জটধারী

হেঁটে হেঁটে তো পায়ের স্রতো ছিঁড়ে গেল। আর কোথায়
সন্ধান করি বল্!

পার্কীতী

আমি তো সেই কালেই বলেছিলুম, তার সন্ধান পাবে না। সে
দিনকে রাত রাতকে দিন করেছে, আপন পর জ্ঞান হারিয়েছে, যায়
দক্ষিণে বাঁয়ে পথ দেখিয়ে প্রতারণা করতে শিখেছে, তাতে আর
সে নেই, আমার ছেড়ে দাও, আমি যবে যাই।

জটধারী

আকেল নিয়ে গেছে! শেষকালে কি যথের ধন তার ঘর
সংসার আগুনে ব'সে থাকুবো? দোহাই পার্কীতী, এই চাবী নে,
সে যদি ফেরে তো বলিস্, পিরীতে আমার ইজ্জত, আমি কানীবাসী
হয়েছি।

পার্কীতী

পার্কীতী সে মোরে নয়। খোলা আকাশে পাখীর মতই স্বাধীন,
বাঁধন সে সহিতে পারবে না।

জটধারী

আমিই কি পারবো! স'রে পড়'তুম কবে, কেবল তোর আদর
বন্ধে টিঁকে আছি।

পার্কীতী

আমার আবার আদর বহু কি।

জটাধারী

আছে বৈ কি ! দেখ, পার্শ্বতী, আর একটা মতলব ঠাটরাছি—

পার্কতী

তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মংলব ভাঁজ, আমার কাজ আছে, এখন আসি ।

জটাধারী

আহা, ব্যস্ত হও কেন ? তোমাদের জাতটাই কেমন নেশার মত ধম্‌ধমে, স্বপ্নের মত ফিকে, ধরতে গেলেই ভূয়ো ; হয়তো এক চাই আর এক পাই, যেন নাকুর বদলে নরুণ ।

পার্কতী

রসিকতা রাখ । এখন কোন্‌ চুলোর যাবে বল । রামীর জন্ত যদি প্রাণ আই টাই করে, তো ঘরে আগুন ধরিয়ে, যেখানে ইচ্ছে ঘুরে মর, আমি চরুম ।

জটাধারী

সেই কথাই তো বলছি । সে বড় ধড়িবাঙ্গ, আমার সঙ্গে তাঁর পোষাবে না, সে আমি বুঝে নিয়েছি । বলি, তুই তো একলা মানুষ, খগ্ননীর সঙ্গে মন্দিরে বাজিয়ে ভিক্ষের বহরটা জমিয়ে তুললে হয় না ! কি বলিস্‌ ?

পার্কতী

আশ্চর্য্যের কথা দেখ ! হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাও, মেয়ে মানুষ চোখে দেখে থাকি কেমন করে ? তা যতদিন আমার কাছে থাকবে, তুমি পুরুষ মানুষ, সেবার জটা করবো না ।

জটাধারী

আহা-হা ঐ-ঐ দাঁড়া, পৈতে গাছটা দিয়ে, তোর গলার একটা
কাঁসি লটকে দিই ।

পার্বতী

মরণ আর কি—নিজের গলার দাও না !

জটাধারী

সে কি না দিয়েছিল ! চুলোর ঘাক্ রামৌ, বর দোর খন কড়ি,
যখন সে ফিরবে, কড়ায় গত্তায় ফিরে' দেবো । কাঁহাতক খুঁজে
মরি, চল, একটা ভেক টেক নিয়ে বোষ্টম হওয়া থাক্গে ।

পার্বতী গাহিতে লাগিল

গান

নিভৃত নিবুজে, হৃৎ কুটীর

নবীন চাতক প্রাণ,

সজল জলদ নন্দের নন্দন

বিহার করিতে বান ।

পুন্নিত তরুবর,

লম্বিত কুলভারে

চুস্থিত ধরা মধুমান ॥

পার্বতী গান গাহিতে গাহিতে জটাধারীর

সহিত প্রস্থান করিল ও

ছদ্মবেশী পূর্ণানন্দ ও কমলানন্দ প্রবেশ করিল

পূর্ণানন্দ

দাঁড়াও, ওরা চলে থাক্ । ঘন ঘন এদিকে এসো না । আমার খুব সাবধানে থাকতে হয়েছে । আস্তন ধরিয়েছি—বিজয়নারায়ণের সংসারে হাঁহাকার উঠলো বলে, তোমরা নিশ্চিত হও, আগামী শুক্লাষ্টমীতে তোমাদের চক্রে উপস্থিত থাকবো ।

কমলানন্দ

আর আপনাকে আসতে হবে না । এই সোজা পথ ধরে' গেলেই হবে ।

পূর্ণানন্দ

হাঁ, এ পথ ঠিক যতিহারি গ্রামে গিয়েই শেষ হয়েছে, আজ রাত্রে সেইখানে বিশ্রাম ফোরো, কাল প্রাতে আশ্রমে যেরো ।

কমলানন্দ

একটা কথা বলে' যাই । আমরা বিজয়নারায়ণের জ্ঞাত অভিচারের আয়োজন করেছি ।

পূর্ণানন্দ

কিছু প্রয়োজন নাই । বিজয়নারায়ণ বিয় নয় ! নষ্ট করতে হবে সহজিয়ার অঙ্কুর, এই যে সঙ্কীর্ণ সমাজ বন্ধন ঘুটিয়ে ঘরে ঘরে ভৈরবী চক্রে অহুষ্ঠান, নারী পুরুষের অবাধ মিলন সম্ভব করে' তোলা হয়েছে, তাত্ত্বিক দীক্ষাই প্রচার হবে বলে'; আজ কি বিপরীত আচার তার স্থান অধিকার করতে চলেছে দেখ, অকুরে মূলোৎপাটন করতে না পারলে, আমাদের বাংলা দেশ ছেড়ে পালাতে হবে !

চণ্ডীদাস

কমলানন্দ

বিষয় ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে—প্রতিবিধিৎসার জন্ত বিজয়-
নারায়ণের রক্তই কি যথেষ্ট নয় ?

পূর্ণানন্দ

এক চিলে দুই পাখী মারবো । প্রতিশোধ আর তব্বের
মর্যাদারক্ষা দুইই সার্থক হবে । চল, আর একটু এগিয়ে যাই,
কাদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে,—প্রতিশোধ চাই, কিন্তু ধর্মসঙ্কর
• সর্বোপায়ে দূর করতে হবে ।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চণ্ডীদাসের কুঠীর ।

কাল—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হয় হয় ।

খুব জ্যোৎস্নার-রাত্রি । চণ্ডীদাসের ঘরের
উঁচু দাওয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত । ঘরের কবাট বন্ধ ।
উজ্জ্বল আকাশের কোলে, চিত্রপটে অঁকা ঘন বৃক্ষ-
শ্রেণী ছবির মত শোভা পাইতেছে ।

চণ্ডীদাস ও রঘুবীর প্রবেশ করিল

রঘুবীর

জ্যোৎস্না রাতে ঘুরে বেড়ানই ভাল ।

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস

বস রঘুবীর,—রাত্রি কত ?

রঘুবীর ও চণ্ডীদাস দাওয়ায় উপবেশন করিল

রঘুবীর

দ্বিতীয় প্রহর হবে। বেশ জ্যোৎস্না রাত। ঝিক্ ঝিক্ করে' বাতাস দিচ্ছে, ফুলস্ত শালগাছে কোকিল বাটা নিশ্চয় বাসা বেঁধেছে, কান কালাপালা করে' দিলে। হাঁ দেবতা, বোঁঠাক্করণকে 'ক'দিন যে বড় দেখ্ছি না ?

চণ্ডীদাস

তিনি আর আসেন না !

রঘুবীর

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা ! সেই কালে বিজয়নারায়ণের কন্ঠাকে যদি বিয়ে করতে, এ'তো ঘরের কথা, পরের মত কি আজ দূরে থাকতে হয় !

চণ্ডীদাস

কি বলছ, রঘুবীর ?

রঘুবীর

বাক ও ছাই কথা ! সে বৈষ্ণবী মাগী ক'দিন বুঝি আর আসছে না ?

চণ্ডীদাস

না।

রঘুবীর

মন্দিরে আবার এক নতুন লোক এসেছে। খাঁট পাটের
তারিক আছে, নাটমন্দির এমন ঝর্ ঝর্ করেছে, যেন সিঁহরটুকু
পড়লে তোলা যায়।

চণ্ডীদাস

তুমি তারে দেখেছ ?

রঘুবীর

স্পষ্ট করে' দেখি নি। ভোরে উঠে কাজ সেরে সে সরে যায়।
কাক নজরে পড়তে চায় না, একদিন তার চোখের চমকে
আশ্চর্য্যাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল। নীচ জাতের মেয়ে
হোক, চেহারার একটা জলুষ আছে !

চণ্ডীদাস

রঘুবীর, আজ বেশ রাত্রি—নয় ?

রঘুবীর

হাঁ, দেবতা—এ রাত্রে একা আর ঘরে থাকা যায় না।

চণ্ডীদাস

রঘুবীর ! তোমার তো চিরদিন একাই দেখছি—তোমার
কি আর কেউ নেই, কেউ কি তোমার ভালবাসে নি ?

রঘুবীর

আঁতে যা দিয়েছ, দেবতা !

চণ্ডীদাস

কথা দিলুম ?

চণ্ডীদাস

রঘুবীর

ব্যথা বৈ কি ! খুঁচিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ব্যথা। তবে এ
ব্যথার রস আছে, এই নিশ্চিত রাতে সেই দরদটুকুই যে সাধনা—
জীবনের সাথী আমার ব্যথা !

চণ্ডীদাস

তুমিও দেখছি প্রেমিক ।

রঘুবীর

তা জানি না। তবে ভালবাসার নেশা যে করে নি, সে মানুব
নয়। কথা বখন তুললে, তখন বলি শোন, বয়স কাঁচা, বামুনের
ছেলে, টোলে পড়ি, কিন্তু মাছধরার ঝোঁকে, পুঁথির সঙ্গে আলাপ
না হয়ে—এক মেছুনীকে ভালবেসে ফেলেছিলুম।

চণ্ডীদাস

বটে !

রঘুবীর

হাঁ, দুর্দশার এক শেখ ! মেছুনী যে পথ দিয়ে মাছ ধরতে
যেতো, ভোরে উঠে সেই পথের ধারে দাঁড়াতুম, তা কে জানে
কনু'কনে শীত, আর বর্ষার জল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐহরের পর ঐহর
কেটে যেতো, কোন দিন দেখা পেতুম, কোন দিন হয়তো অন্য পথ
দিয়ে চলে যেতো।

চণ্ডীদাস

আহা !

রঘুবীর

চোখের নেশা। যখন দুজনে মজেছি, তখন লোক জানাজানি।
আমি বামূনের ছেলে, জাতে উঠলুম, সে জেলের মেয়ে, উন্টে।
গাধায় চড়িয়ে তারে গাঁয়ের বার করে' দিলে।

চণ্ডীদাস

তার পর ?

রঘুবীর

তারপর !.....তারপর, এই আমি জীবন ভোর প্রায়শ্চিত্ত
করছি।

চণ্ডীদাস

আর সে ?

রঘুবীর দাঁওয়া হইতে উঠিয়া বসিল

রাত ঢের হ'লো। ব'স, আমি আসি—(ছু পা গিয়া
ফিরিয়া পুনঃ কহিল) তার কথা শুনে ? নিজা হীন চোখে
রাতের পর রাত, গাছে গাছে তার মৃতদেহ ঝুলছে দেখতে পাই !

প্রস্থান

চণ্ডীদাস দাঁওয়া হইতে নর্মিয়া

রঘুবীর : রঘুবীর !! চলে গেছে বাও। এ মরছেড়।
হাহাকার, শুধু তোমার নয়, সমাজ চুলোয় বাক, নীতিধ্বংস,
জাত্যভিমান শুড়ে ছাই হোক—(ফিরিয়া দাঁওয়ায় উঠিল
—ঘরের শিকলে হাত দিল, শিকল ফেলা, দরজা

চণ্ডীদাস

ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল)

কে, কে তুমি ? অভাগার ছিন্ন মলিন শয্যার, শতদল পদ্মের
মত, আঁধার ঘর আলো করে' কে তুমি ! রহস্য—চমৎকার রহস্য,
রামী !! রামমণি !

(ঘরের ভিতর হইতে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া
রামমণি কহিল)—

হির হও । তরু রজনী, প্রতিধ্বনি বহুদূর পৌছবে । তোমার
কুটীর ভেদেই আশ্রয় নিয়েছি, চোরের মত আশ্রয় নিয়েছি—
অপরাধ নিও না ।

চণ্ডীদাস

অপরাধ ! মুমূর্ষুর অমৃত লাভের মত তোমার দর্শন, আমার
দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছে, প্রাণময়ী, গ্রহবৈগুণ্যে তোমার
ছেড়ে আছি, এ পৃথিবী মল্লভূমি, আজ আবার মধুময়ী হয়ে উঠলো ।

রামমণি

চণ্ডীদাস !

চণ্ডীদাস

সুধাবিগলিত সেই কণ্ঠস্বর !

প্রিয়তমে ডাক আর বার,

শতবার, লক্ষবার,

অনাহত সুরগ্রামে শ্রবণ তরিয়া বাক্ ।

আজি পুনঃ পুনকে পুরিল অদ্ব.

নিবারিতে নারি অঁধি জল ।
 বহে দেহে তাক্তিত প্রবাহ,
 উল্লাসে অবশ তনু ।
 বুঝিলাম সার—পিরীতি পরম নিধি ;
 ছাড়ি যদি, টুটে যে পরাণ,
 পাশয়িতে নারি লো পিরীতি ।

রামরূপ

ব'ল না পিরীতি বাণী—
 বুঝিয়াছি পুরুষের রীতি,
 কপট পিরীতি,
 হানে বাজ অবলা বধিতে ।
 কথায় কথায় ধরে পায়,
 প্রতারণা শমন সমান
 যাতনা বাড়ায় প্রাণে ।
 দেখ তুমি, প্রথম পিরীতি কালে
 হাতে চাঁদ দিচ্ছেছিলে তুলে,
 নয়নের আড়ে পরাণ বিদরে,
 হিয়া ছাড়ি রহিতে নারিতে ।
 জলবিষ প্রায়,
 ভাদিল সে স্বপন-প্রণয়,
 শুধু অভিনয় হৃদয় মিলে !
 ভাল, বুঝা গেল,

চণ্ডীদাস

খেলের পিরীতি
মরম দহিল, পরাণ জলিল,
মরণ না হ'ল তবু।
শুন প্রভু, অবুঝ নয়ন,
না মানে বারণ,
দরশন করে আশ ;
তাই আসি ছাড়ি' গৃহবাস,
মন্দির মাৰ্গনে রত,
দূরে থাকি তিরপিত আঁখি ।
কিন্তু আজি বিপ্লব হিয়ায়,
লজ্জা ঘৃণা ভয় কিছু নাহি রয়,
উন্মাদিনী হইয়াছি আমি !
শুন চণ্ডীদাস তুমি ।
ভাব মনে সামান্য রমণী,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতু রই ;
তাই কাম দাবানল,
রতি স্নেহে করিয়া শীতল,
পিরীতি উপেক্ষা কর ।
রাগের ভজন জানিও বিধম
আগুনি লইয়া খেলা ;
আমি অত্যাগিনী চির পরাধীনা
ছলে প্রাণ লইয়াছি কাড়ি',

এ নহে তোমার দোষ,
 রোষ তাই নাহি করি মনে,
 আপন কপাল গুণে,
 কুজনে স্নজন ভাবি ।
 দেশে দেশে বাব,
 ভিক্ষা মাগি' খাব,
 ঘোষিব পিরীতি কথা,
 জীবন গোঁরাব স্নখে ;
 কিন্তু কই, সতী যদি হই,
 পাইবে অশেষ আলা,
 মরিবে গুড়িয়া, পিরীতি করিয়া
 ভাঙ্গিলে কপট তুমি—
 হীনমতি, তুহানল প্রারম্ভিত তব !

চণ্ডীদাস

তিরস্কার বুধা কর মোরে ।
 জন চন্দ্রাননে !
 এহ কেরে হুঃখ হুজনার ।
 পিরীতি পরশ মাঝে
 হইছে পাগল পারা,
 জ্ঞানহীন নিশিদিন বিবিধ বিহারমত্ত ।
 সহসা অশনি শিরে,
 হইছে জননীহার ।

শোকে ক্রোড়ে ম্রিয়মাণ আমি ।
 এই অবসরে বিচারে বিকার ভাব,
 প্রেমডোর কাটিহু স্বেচ্ছায় ।
 স্বরূপ আরোপি' ঐ দেবী প্রতিমায়,
 নিশ্চল পাষণমুক্তি,
 নিষ্ঠা সহ পুঞ্জি শুদ্ধ মনে ।
 দিনে দিনে ক্ষুদ্র হয়ে যাই,
 বিসর্জন বিধির লিখন ভাবি ।
 অবশেষে সদয়া অভয়া,
 স্বপ্নযোগে দিয়া দরশন
 কহিল সাধন শুদ্ধ —
 গুরু তুমি, ভজন তোমার ।
 প্রথমে সংশয় মনে,
 বিচারে বিবেক জাগে,
 বেদ বিধি নারি ছাড়িবারে,
 পরকীয়া রসের সাধন
 শাস্ত্রের শাসন নাহি মানে ;
 কিন্তু প্রিয়ে, নিরুপায় আমি,
 ভেবে দেখ মনে, তোমা বিনে,
 এ তিন ভুবনে কে আছে আমার আর !
 ও-রূপ মাদুরী পাশরিতে নারি,
 সদা মন উচাটন দরশন চায়,

তার স্বপনে অধীর অতি,
মতি স্থির রাখিতে না পারি ;
যাই যাই অজপা করেছি, প্রিয়ে,
হেন কালে অমুকুল বিধি,
আপনি উদয় চান অভাগা কুটীরে !

রামমণি

গুণমণি ! কি মোহিনী জ্ঞান,
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ।
জ্ঞানহীনা নারী,
শত কোটি করি ক্রটি,
নিজ গুণে কর ক্ষমা,
কহি কটু মনঃকোষ নিবারিতে শুধু ।
উল্লাসে অস্তর কাঁপে,
আশায় ভরায় বুক স্বপ্নবাণী করিয়া শ্রবণ ।
ছুটি প্রাণ এক তারে বাধা,
স্বর্গের স্বর্গের সমানে বাজিয়া উঠে,
একই মস্ত্রে উদ্ভূত হুজনা ।
সুখ নাথ, স্বপ্নকথা মম,
গুমরি গুমরি মরি বিরহকাতর,
দিবানিশি ভাসি' অঁাধি জলে,
জলে প্রাণ, থাকি' থাকি' হারাই চেতন—
নহে সে স্বপন,

চণ্ডীদাস

জাগরণে অবটন ঘটে ।
যোর নিশি, শুক বসুন্ধরা,
লুটাই কাঁদিয়া ভূমে,
সহসা চাপড় পিঠে ;
ফিরে হেরি অপরূপ এলোকেন্দী বামা,
হাসির রেথায় দামিনী ফুটিয়া উঠে,
কহে ধীরে বাঁশীর নিশ্বনে,
রসতত্ত্ব করিতে প্রচার ।

চণ্ডীদাস

সংশয় হইল দূর,
সত্য মানি স্বপন কাহিনী,
রজকিনী আমার রমনী—
তত্ত্ব মন্ত্র উপাসনা রস ।
কিন্তু প্রেম মনে,
সহজ প্রচার, কেমনে বিচার হবে,
ছাড়ি' বেদ লোকাচার
পরকীয়া রসের আশ্রয়,
বাস্তিচার ঘটিবে নিশ্চয়—
ধর্ম বাবে,
কেমনে প্রবৃদ্ধি হবে প্রাণী ?

রামমণি

অলৌকিক সহজ সাধন,

রসিক জনার ধন,
 নাথে এক পাওয়া ভার ।
 ত্রিগ্বেবের শুনি গান,
 কাক যদি ধরে তান,
 চন্দ্র হেরি' ষড়্যোৎ প্রকাশে,
 পারিজাতে কপি করে আশ,
 বল, পরিহাস এর চেয়ে কিবা !
 দেখে উজ্জর দীপিকা,
 রূপ মোহে পতঙ্গ পুড়িয়া মরে,
 তা বলে' কি অনল শীতল হবে ?
 পিরীতি আচার বেদবিধি পার,
 মরম না জানি' করম করিতে লোভ,
 কপট কাহুক ব্রীতি, নিরয় অবশ্য ভালে ।
 কিন্তু তুমি রসিক নাগর,
 কৃপাসিদ্ধ বাণুলীর বরে,
 রসতন্বে বিম্ব কি হেতু ?
 ভজ নাথ, চৌবট্ট রসের সনে,
 বসুগ্রহে একত্র করিয়া,
 শৃঙ্গারে যুজহ বাণে ;
 ধর্ম জানে,
 না যুচিলে মনের বিকার
 ভজন না হয় কভু ।

চণ্ডীদাস

সাধন শৃঙ্গার রস,
আপনারে কর বশ,
নিত্য ধাম দুর্জলের নহে ।

চণ্ডীদাস

মদ্র ফুটে অনল অঙ্করে
কহ প্রিয়ে, সাধনের রীতি ।

রামমণি

আমার সাধন নাই ।
স্বভাব প্রকৃতি আমি ।
তোমার আশ্রয় হয়ে রই,
রমণ কালেতে গুরু তুমি ।
আমারে ভাষহ নিত্য,
ধরম করম কর দুর,
মম সনে দাস অভিমান,
ছাড় হে পুরুষ রীতি
প্রকৃতি সাধন কর সার ।

চণ্ডীদাস

চমৎকার, জীবনের ভার
নিমিষে টুটিয়া যায় ।
হব সখি, সহজ মানুষ,
যাব আমি রসিক নগরে,
প্রণয়ের রসঘরে রহিব নিয়ত,

প্রজ্ঞা হ'রে রব রাধিকার ।
 কাম বীজে গোপীগণ ভজে,
 নিত্য গীতা হৃদি বৃন্দাবনে,
 আনন্দে কোতুক রঙ্গে,
 ভজিব গো শ্রীরাধা মাধবে ।
 এস গুরু, রসকল্লতরু,
 আজি হ'তে স'পি তোরে
 জীবনের সর্বস্ব আমার !

রামমণির হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল,
 বেগে শিরোমণির প্রবেশ—
 গ্রামবাসী । গ্রামবাসী !! রঘুবীর । রঘুবীর !!
 ঘরে শিকল তুলিয়া দিল

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের কক্ষ ।

কাল—অপরাহ্ন ।

হরিমতি ঝাঁটা হস্তে রুক্মিণীর সহিত কথা কহিতেছিল
 রুক্মিণী

ওমা বলিস্ কি লো ? সত্যি নাকি ?

হরিমতি

নাও কথা! দেশে টি টি। আমি যেন মিথো বলছি।
শিরোমণি মশাই স্বচক্ষে দেখেছেন, গাঁয়ের দশজনকে ডেকে
দেখিয়েছেন। তবে ত কৰ্ত্তা মন্দির থেকে তাদের তাড়ায়!

কন্সলিগী

শিরোমণি মশায় আবার কে?

হরিমতি

দিদিঠাকুরাণ যেন কিছুই জানেন না! তিনিই তো সব
সব। তাঁর বিধানেই গাঁয়ের ক্রিয়াকাণ্ড চলছে!

কন্সলিগী

হিঃ, এত লো!

হরিমতি

দেখ্বে, দাদাবাবুকে না জাতে ঠেলে!

কন্সলিগী

তোর ভারি আশ্পর্জা বেড়েছে! বেরো আমার কাছ থেকে।
দাদাবাবুকে জাতে ঠেল্বে কেন?

হরিমতি

দাদী দাদী—ছোট মুখে বড় কথা কইলেই লাগে! দাদাবাবু
পুরুত ঠাকুরের ভাই নয়!

কন্সলিগী

সে কোন্ কাকল চুকে গেছে—বৌ বৌ শুনেছিল।

তুলসী প্রবেশ করিয়া কহিল

কি ঠাকুরকি ?

কলিন্দী

ঐ শোন, হরিমতি কি বলছে !

হলধর উদ্ভাসবেশে প্রবেশ করিয়া চীৎকার

করিয়া কহিল—

কলিন্দী ! কলিন্দী !! আত্মহত্যা ! আত্মহত্যা !!

কলিন্দী

দাদা !

হলধর (পূর্ববৎ)

আত্মহত্যা ! উঃ, কলিন্দী !!

মঙ্গলা প্রবেশ করিয়া কহিল—

বোমা বুঝি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে—সর্বনাশ যেন চারি
দিকে ঘিরে ধরেছে !

তুলসী প্রশ্ন করিল, হলধর পশ্চাৎ পশ্চাৎ
যাইতে যাইতে কহিল—

উঃ কলিন্দী !

প্রশ্নান

বিজয়নারায়ণ ও দামোদরের প্রবেশ,
মঙ্গলা ব্যতীত আর সকলে প্রশ্নান করিল

চণ্ডীদাস

বিজয়নারায়ণ

চণ্ডালের ঘরে কতটা সম্প্রদান করেছিলাম । কতটা ত্যাগ করবার নয়, তা না হ'লে ওদের মুখদর্শন কর্তাম না । নান্নুরের রক্তে রক্তে পাপ প্রবেশ করেছে, দেবীর মন্দির অপবিত্র হয়েছে । বংশের ছালাল উন্মাদ, দেশে অনাবৃষ্টি, ঘরে ঘরে অন্নের হাহাকার ! —দামোদর, এ সব পাপ নয় তো কি ? শিরোমণি মশাইকে ডেকেছ ?

দামোদর

আজ্ঞে, তিনি বোধ হয়, বাহিরের চণ্ডীমন্ত্রে অপেক্ষা করছেন ।

বিজয়নারায়ণ

তঁাকে এইখানেই ডাকো । পরমহিতৈষী, বিচক্ষণ, শাস্ত্রবিদ্বৎ । তাঁর অনুশাসনেই নান্নুরের সমাজ ধর্ম বজায় আছে ।

দামোদরের প্রশ্ন

—হলধরের গলা পাচ্ছিলুম না ?

মঙ্গলা

হাঁ, সারা ক্ষণ বৌমার কাছে বসে থাকলেই চুপ ক'রে থাকে ! তা না হ'লেই চোঁচায় । হাঁগা, একদিন ছ'দিন করে' যে বছর ঘুরতে চলল, বাছা আমার আরাম হ'ল কৈ ?

বিজয়নারায়ণ

আমি কি করবো, আমার কি করবার আছে ! নিতলক বংশে কলক স্পর্শ করেছে, তোমরা আর আমার মুখ দেখিও না ; বাও ঘরে

হাও, বাঙালীর ভার কেউ যদি না নেয়, নদীগর্ভে দেবীকে বিসর্জন দিয়ে আমি দেশান্তরী হব। অত্যাচারের চূড়ান্ত হয়েছে।

মঙ্গলা

আমার উপর রাগ কর কেন? তুমি যদি চরণে ঠেল, আমি আর কোথায় গিয়ে জুড়োব?

বিজয়নারায়ণ

জুড়াবার স্থান আর নাই। হলধর পাগল হ'য়ে শান্তি পেয়েছে, আমার শান্তি মৃত্যু!

মঙ্গলা

তুমি কেন এমন অধীর হয়ে উঠলে?

বিজয়নারায়ণ

সাধ করে' নয়। জান, হলধর পাগল হ'ল কেন? আমার বড় সাধের ছেলে, বড় সাধ করে' বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে এনেছিলাম, বৌমা বলতে আনন্দে আমার বুক ভ'রে যেতো, কালসাপিনী আমার সর্বনাশ করেছে, বংশে কালি দিয়েছে!

মঙ্গলা

হিঃ, অমন কথা মুখে এনো না!

বিজয়নারায়ণ

এতদিন আমি নি। বিশ্বাস করি নি। হলধরের পাগল হওয়ার পর শিরোমণির মুখে যখন একথা শুনেছিলাম, সে দিন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। আজ তার প্রমাণ পেয়েছি—হুশ্চরিত্র চণ্ডীদাস, নরপিণাচ চণ্ডীদাস!

চণ্ডীদাস

উঃ, অপরাধী তুমি, একাকিনী যুবতী বধূকে কি বলে' মন্দিরে
পাঠাতে, বাণ্ড আর মুখ দেখিও না।

দামোদরের গলার সাড়া পাইয়া মঙ্গলা প্রস্থান
করিল

শিরোমণি ও দামোদরের প্রবেশ

বিজয়নারায়ণ

আম্বন শিরোমণি মশায়, বলুন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই।
নারায়ণের সকল ভার আপনার, এই মহাপাপের প্রতিবিধান
করুন।

শিরোমণি

তুনেছেন, চণ্ডীদাস এখন প্রকাশ্তে রজকিনীর্গহে বাস করছে,
বেশ দল পাকিয়ে তুলেছে, স্নেহের রাজত্ব, ধর্মদ্রোহীর দণ্ড বিধানে
আমাদের অধিকার নাই, সমাজ শাসনেই নীতি ধর্মের মর্যাদা রক্ষা
করতে হবে।

বিজয়নারায়ণ

বিধর্মী অসংখ্য হ'লে, তারা নূতন সমাজ গড়ে' নেবে। শাসন
আর মানবে না। এই সব পতিতদের সংশ্রব ত্যাগ করা ছাড়া
আর কি দ্বিতীয় উপায় থাকতে পারে ?

শিরোমণি

তাতে হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়ে পড়বে। সব পাপেরই প্রায়-
শ্চিত্ত আছে। এ ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

দামোদর

তার চেটা হয়েছিল, পাপ বলে' সে অমৃতপুত্র নয় ।

বিজয়নারায়ণ

অধঃপাতে যে যায়, তার বিবেক বুদ্ধি থাকে না । নকুল
যদি সহোদর ত্যাগ করে, সমাজ তাকে কেন গ্রহণ করবে না ?

শিরোমণি

না তা হবে না । চণ্ডীদাসকে রজকিনীর সংশ্রব ত্যাগ করতে
হবে, স্বেচ্ছায় না করে, বলপূর্ব্বক ঐ কাজ করাতে হবে ! বিজয়
নারায়ণের প্রচণ্ড প্রতাপ আজ এমন নিতেন্তজ কেন ?

নেপথ্যে চীৎকার—কলঙ্কিনী ! কলঙ্কিনী !!

বিজয়নারায়ণ

হাতুড়ীর বা দিগে এক একখানা বৃকের পাঁজরা খসিয়ে দিচ্ছে,
বিজয়নারায়ণ আজ ধ্বনিকার তলে দাঁড়িয়েছে, বল বীৰ্য্য আর
আমার নাই, আমি বুদ্ধিজ্ঞষ্ট হয়েছি । শিরোমণি মশাই, সব ভার
আপনার, এখন আমার বিশ্রামের দরকার হয়েছে ।

প্রস্থান

দামোদর

হলধরের মাথা ধারাপ হওয়ার পর থেকেই কর্তার মন ভেঙে
পড়েছে । তার উপর এই অনাচার ! শিরোমণি মশাই, আপনি
দাঁড়ান, আমি নকুলকে ডেকে আনি ।

প্রস্থান

শিরোমণি

চণ্ডীদাসকে ফেরাতেই হবে, হিতে বিপরীত হ'ল—জয়ের পথই সে নিয়েছে, সহজিয়ার প্রচার ছ ছ করে' বেড়ে যাবে !

বিজয়নারায়ণ পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিল

শিরোমণি মশাই ! ইঁা শেষ কথা, চণ্ডীদাসকে ফেরাতেই হবে । আমার সব অর্থ ব্যয় করুন, মহলে মহলে বাড়ীতে, কাছারীতে, যত লাঠিয়াল পাক্ সব ডাক দিন । না ফেরে, চণ্ডীদাসকে হত্যা করুন । তারপর শিরোমণি মশায়, কেবল সন্তানের কোন অকল্যাণ হবে এই ভয়, তা না হ'লে, কালসর্পিণী—উঃ, বৃশ্চিক-জালা, কালসর্পিণীর শিরশ্ছেদ করুন ।

প্রস্থান

শিরোমণি

কুট্টভৈরবের অপমান ! বিজয়নারায়ণ—হয়েছে কি ! কালসর্প দংশন করেছে, জালায় এই আরম্ভ মাত্র ।

নকুল ও দামোদর প্রবেশ করিল

নকুল

শিরোমণি মশাই, আপনার উপরেই সব ভার নির্ভর করছে, আপনি যা হয় বিহিত করুন ।

শিরোমণি

যেমন করে' পার তোমার অগ্রজকে রজকিনীর সংস্রব ত্যাগ করাও, তারপর সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে গত পাপের প্রারম্ভিত কর । চণ্ডীদাস নীচ সহবাস থাকলে ব্রাহ্মণের ঘোরতর অপমান

হবে, সেই পাশে তোমার উজ্জ্বল চতুর্দশ পুরুষ সরকে বাবে।

নকুল

আমার বিশ্বাস, দানাকে কেমনে পারবো, কথা না শোনে,
পারে জড়িয়ে কাঁদবো, প্রাণ দিতে হয় দেবো, আত্মসেহ পরাভব
মানবে না।

নিরোমণি

দীর্ঘায়ু হও। সন্ধ্যা হয়, এখন আসি। সমাজই হিন্দুধর্মের
আসল প্রতিষ্ঠা, তাতে যুগ ধরলে আর আমাদের থাকবে কি?

সকলের প্রশ্নান

তামাক খাইতে খাইতে বিজয়নারায়ণের
প্রবেশ

বিজয়নারায়ণ

এই যে সব চলে গেছে। বাক, সাধনা কিছুতেই নেই। নকুল
জাতে উঠবে—আমার কি! আমার বংশের ছালা, অঙ্কের নড়ি,
তার বুকে যে ছুরি বসিয়েছে, তার কি করি?

তুলসী প্রবেশ করিয়া কহিল

বাবা!

বিজয়নারায়ণ

দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা। সন্তানের জীবন আশঙ্কায় তোর
প্রাণে আঘাত দিতে তর হয়, পানীয়সী, এখনও কাঁড়িয়ে রইলি।
যা, তোর ছায়া দেখলে কপাল আমার খাল বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্নান

হলধর প্রবেশ করিয়া কহিল

আত্মহত্যা! আত্মহত্যা!!

ভুলসী

আর আমার জালা দিও না, আর আমি সহিতে পারি না।

হলধর

কলহিনী!

ভুলসী

কি বল। এই সম্ভাষণেই তুমি বসি তুলি পাও, কতি ছিল না। কিছ এ যে মিথ্যার জালার জীবন তোমার পুড়ে বাজে, কে তোমার মনে এমন কালি মাখিয়ে দিলে?

হলধর

আত্মহত্যা! কলহিনী! আত্মহত্যা!!

ভুলসী

তুমি শিরোমণিকে চেন?

হলধর (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া)

উঃ!

ভুলসী

কে এই শিরোমণি! যে চেনা-চেনা মনে হ'লো।—পাপল আবার! একবার তোমার রক্ষা করেছিলাম,—ভালমাহুৎ পেয়ে, কে তোমার সর্বনাশ করলে?

হলধর

শিরোমণি! কলহিনী!! আত্মহত্যা!!!

তুলসী

এক বৎসর পরে, একটা নতুন কথা শুন্সুম। শিরোমণি !
কে এই শিরোমণি—পূর্ণানন্দের ছদ্মবেশ নয় তো ?

হলধর

শিরোমণি ! পূর্ণানন্দ !!

তুলসী

একি ! জটিল গ্রন্থী যে শিথিল হয়ে আসে। দুঃখিনীর সর্বস্ব-
ধন, দেখ আজ তোমার তরে, সংসারে অনাদৃত হয়ে তিলে তিলে
পুড়ে' মরছি, আহা! নাই নিজা নাই, ইষ্টদেবতার ধ্যান নাই,
সোণার স্বপ্নর আশার, সাম্নে পড়লে মুখ কিরিয়ে চলে' বান, বেঁচে
আছি কার জন্ত, প্রভু ! অন্তর্যামী, আর দুঃখ দিও না, আর যে
আমি সহ করতে পারি না।

হলধর

উঃ !

প্রস্থান

তুলসী

এ'ও নতুন ! কখন তো আমার কাছ-ছাড়া হয় না। ভগবান !
অবলার বল তুমি, তোমার আশ্রয় না গেলে, এত দুঃখে মাতুষ বীড়ে
না, ভরসা দাও প্রভু, আমার দাও, স্বামীকে কিরে দাও, স্বপ্নের
সংসার বজায় রাখ।

বর্ষ দৃশ্য

হান—পার্বতীর বাড়ীর রন্ধনশালা।

কাল—মধ্যাহ্ন।

একখানি দাওয়া উঁচু ঘরের পাশে, অপেক্ষাকৃত নীচু একচালায় প্রজ্জ্বলিত উলুনের সামনে বসিয়া পার্বতী রন্ধন করিতেছিল। সম্মুখে পরিষ্কৃত উঠান, একপাশে রাংচিত্রের বেড়া, মধ্যে তুলসীমণ্ডপ। রামমণি একখানা বঁটীতে আনাঙ্গ কোনাঙ্গের ধোঁসা লইয়া কঁচাকুচি করিতে করিতে গাহিতেছে :—

গান

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ!

সঁপেছি তোমার বেহ মন আদি,

কুল শীল জাতি মান।

তুমি সে জীবন, তুমি প্রাণধন,

তম্ব মন তুমি পরেশ রতন,

ভজন পূজন ও-হুঁচী চরণ,

তুমি ছাড়া নাহি আন।

তুমি যোর গতি, তুমি যোর পতি,

তোমাতে বিকিত সতী বা অসতী;

কলঙ্ক বলিয়া ডাকে ব্রহ্মমতি—

শিরীড়ির সুখা মান।

পার্কতী

মিন্সের আঁকেল দেখেছিল! এতখানি বেলা হ'লো, এখনও
কিন্সলো না!

রামমণি

দরদ বুচ্চিস! আগে যে বড় ঠাট্টা কর্তিস্—

পার্কতী

তা বলে' তোর মত নয়। তোর বরাতে অনেক দুঃখ আছে।
কাঁটা ঘেরে গাঁয়ের বার করে' দিয়েছে—এবার ওমুখো হ'লে, মাথা
মুড়িয়ে খোল ঢেলে দেবে!

রামমণি

ভালই হবে, কলকিনী বলে' সবাই চিন্বে। আমার আর
পরিচর দিতে হবে না।

পার্কতী

লক্ষ্মার মাথা একেবারে খেয়েছিল!

রামমণি

কিন্সের লক্ষ্মা! ভ্রাম-বৈরী হওয়ার চেয়ে, ভ্রামকলকী হওয়া
চের ভাল—তা জানিস্?

পার্কতী

এত সোহাগ, তো কৈ ধরে' রাগতে পারুলি না?

রামমণি

কমলিনী পৃথিবীর কুল, চন্দ্র কূরে খেঁচেই লুপা বরিকণ করে,
আঁধি কূরে কূরে এক বিলু প্রেমেরই আনি প্রাণী, তাই লাখ করে'
বিরহ বরণ করে' নিয়েছি।

চণ্ডীদাস

পার্বতী

বেহারা যে তাকে পার্বার যো নেই। মেজে ববে রূপ, আর
ধরে বেধে পিরীত, চিরদিন টেকে না, শিকলকাটা পানী কুসং
পেনেই ওড়ে। তবু কবে আসবে, কিছু বলে' গেল ?

রামমণি

পূর্ণিমা কবে তাই ?

পার্বতী

আজ।

রামমণি

পুলকের শিহরণে তাই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আজ সে
আসবে।

পার্বতী

যদি না আসে ?

রামমণি

হুঃখ কি। হৃদয়-মন্দিরে কনক-পালকে শ্রাম আমার গুয়ে
আছে, চোখের দেখা সে তো মনের তৃপ্তি—মন জলবে, তা জলুক,
জ্বালায় হুঃখ আছে নই।

পার্বতী

মরণ আর কি। তোর সবই আসমানী কাণ্ড।

রামমণি

কেন ? ববে' ববে'ই কি চন্দনের সৌরভ ছোটে না ? পুড়ে'
পুড়ে'ই কি হুঃ শব্দ বিলোর না ? পিরীতির ঘোষণা, বলে'

অলেই প্রচার করতে হয়। কিন্তু সই, সে আজ আসবে।

পার্বতী

অবাক করলি। বারে বারে ঠক্‌ছিল, তবুও তার কথা
প্রচার!

রামমণি

তুধু কথা না, সই। ঘুর থেকে উঠে, কাকের কোলাকুলি,
আহার বেটে খাওয়ার ছড়াছড়ি—সব শুভ লক্ষণ দেখেছি, দেবীর
মাথার ফুল মিলুম, সে ফুল কোলে এসে পড়লে, বুকের তাম্বুল খসে
কাপড় রাঙিয়ে দিলে—

গান

আজু সই জ্বিনি জ্বিনি ভেল।

মাধব মন্দিরে তুরিতে আওর

কপাল কহিয়া গেল।

চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে—

পুলক বোবনভার,

বাম অঙ্গ আঁধি সমনে নাচিছে

ছলিছে স্বপ্নহার।

(আজু) বিহি অহুক ভেল।

নেপথ্যে রঘুবীর

পার্বতী ? পার্বতী ? পার্বতী করে আহ ?

রামমণি

যেন চেলা গলা, সই।

পার্কতী

কেপা, ঠিক হুতুরে গলা কেড়ে চেঁচাচ্ছ ?

রঘুবীর প্রবেশ করিয়া কহিল
আমি গো আমি !

রামমণি

এ যে রঘুবীর !

রঘুবীর

হাঁ মা। প্রাণশক্তির অবসর পেয়েছি। তবে চিন্তেই নিতে
এসিছি। তোমার—আজ নান্নুরে বেতে হবে।

রামমণি

সে পথে যে কাঁটা পড়েছে—রঘুবীর !

রঘুবীর

এ কাঁটা মাহুঘ ছড়িয়েছে, মাহুঘকেই তা কুড়িয়ে তুলতে হবে।
তুমি একা না পার, রঘুবীরের সাহায্য নাও, প্রাণ দেব, প্রাণ দিয়ে
কার্যোদ্ধার করব।

রামমণি

হঠাৎ এ উদ্ভেজনা কিসের, রঘুবীর ?

রঘুবীর

হঠাৎ নয়। অত্যাচারের প্রতিশোধ চাই। পুত্রীকৃত অত্যাচার
পাহাড়ের বন বৃকে চেপে আছে, দল আটকে বার, প্রবল
অরুণ্যপাতে এ পাবাগতার বিদীর্ণ করে' দাও। নারী তুমি,
আত্মশক্তির অংশ, আঙনের একটি ফুলের চোখের কোণ দিয়ে

ঠিকরে পড়ুক, মানুষের গড়া সমাজ, খড়ের স্তূপ, পুড়ে' ছাই হয়ে
যাক।

রামমণি

আমি যে অবলা !

রঘুবীর

মিথ্যা কথা। মিথ্যার অতিমানে আত্মহারা নারী, অসহ
অত্যাচারে আত্মঘাতী হচ্ছ। কে বলে নারী অবলা ? অনুপরিমিত
বীর্ঘ্য, বৃকের রক্তে পোষণ করে', বনুজরার বীরপুত্র কে সৃষ্টি করে'
তুলেছে ?—নারী না পুরুষ ? ওঠ মা, সম্মানকে প্রবঞ্চিত কর' না।

রামমণি

রঘুবীর ! অতি হীন রক্তকিনী আমি।

রঘুবীর

শাস্ত্রবর্ণী ব্রাহ্মণের উপবীত বার চরণে লুটিয়ে পড়ে, সে বেদমাতা
পারজী। চাই প্রাশস্তিত, নারীহত্যাজনিত মহাপাপের প্রাশস্তিত
—চল, বিলম্বে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

রামমণি

কোথার বাব, রঘুবীর ?

রঘুবীর

নারায়ণে। যেখানে নারী-বধের আয়োজন চলছে, সমাজের
উল্টকটাতে তোমার পুড়িয়ে দারবার ব্যবস্থা হয়েছে।

রামমণি

তোমার কথার সর্জনশেষে আত্মস পান্নি, খুলে বল রঘুবীর,
ঠাকুরের তো কোন অবদল হয় নি ?

চণ্ডীদাস

রঘুবীর

মমতার দেবীমূর্তি, বজ্রের আঘাতেও তোমাদের ছদয় চূর্ণ হবার
নয়। শোন মা, চণ্ডীদাস পুরুষ, তার কেন অমঙ্গল হবে? সর্বনাশ
তোমার, চণ্ডীদাস মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে, রক্তকিনীর সংস্পর্শে
সে পতিত, তাই সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে, সমাজরক্ষার সে উদ্যত
হয়েছে!

রামমণি

রঘুবীর একি সত্য কথা?

পার্কীতী রামমণির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল

রঘুবীর

নারীর পক্ষে আশ্চর্য্য কথা বটে, কিন্তু পুরুষের অসাধ্য কিছু
নেই। আমি কি করেছি! আমিও একদিন সমাজ রক্ষা করতে
গিয়ে, তোমার মত এক অভাগিনীকে হত্যা করেছি; এখনও তার
প্রেতমূর্তি প্রশয়ের বীভৎস পরিহাসে আমার আত্মহত্যার পথে
ছুটিয়ে নিরে চলেছে, চাই যে প্রায়শ্চিত্ত, নারী-বধের প্রায়শ্চিত্ত।
নিঃস্বার্থ হ'রে তোমার কাছে দৌড়ে আসি নি, চল, এ অভ্যাচারের
প্রতিশোধ নেব, সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবো!

রামমণি

পায়ের ডলা থেকে বে পৃথিবী সরে' যার। পার্কীতী! পার্কীতী!

পার্কীতী

নই। নই॥

রামমণি পার্কীতীর গলা ধরিয়। বুকে পড়িল

রঘুবীর

এত পল্কা তুমি ! আকাশচেরা আল্যময়ী বিহাতের মত
নান্দুরের ঘরে ঘরে আগুন আলিয়ে দিতে পারবে না ? হার, হার,
আমার সব আরোজন ব্যর্থ হ'লো !

রামমণি মুখ তুলিয়া বলিল

রঘুবীর ! আবার বলি, একি সত্য কথা ?

রঘুবীর

ধন্য নারী, ধন্য তোমার বিশ্বাস ! আমি কি মিথ্যা বলতে
এসেছি মা ?

রামমণি

একি হ'লো—সাধের ঘরে কে আমার আগুন আলিয়ে দিলে !
সব মিথ্যা !—আমি মিথ্যা—দেবতা মিথ্যা—পিরীতি মিথ্যা—আরে
মিথ্যাময়ী পৃথিবী ! সকল আশা ভরসা যে আজ ডুবে যার !
রঘুবীর, উপায়হীনা নারী চিরপরাধীনা, নিরাস্রয়ার মরণ ভিন্ন আর
কি আশ্রয় আছে ?

রঘুবীর

বুকে হেঁটে চলে সাপ, সে'ও দংশন সামর্থ্য রাখে । আর
মাছের তুমি, সইতে সইতে মরতেই শিখেছ, হত্যাকারী পুরুষের
স্পর্শে চূর্ণ করার সামর্থ্য রাখ নি ?

রামমণি

তুমি কি বুঝবে রঘুবীর—পুরুষের চাতুরী কি ভীষণ বিষের ছুরি
বুকে বসিয়ে দেয় ! অতিহিংসার নারীর হৃদয় কেমন জলে ! দলিত

চতীদাস

লতার রত আশ্রয়চূতা নারী, আশ্রয়চাণী না হ'লেও, মরণকেই তাই
বরণ করে' নিতে হয় !

রঘুবীর

আশ্রয় তো শুধু তর্ক নহ, নারী কি জননী রূপে সন্তানকে
আশ্রয় করে' পাণের প্রতিবিধান করবে না ? চল, শতাব্দিক চণ্ডাল
তোমার আজ্ঞাহুঁকর্তী, রঘুবীরকে কৃত পাণের প্রায়শ্চিত্ত করতে
দাও ।

রামমণি

বাণুলীর রক্তচক্ষে তবে অশ্রুশূলিক নির্গত হোক । চল
রঘুবীর, সন্তানকে আশ্রয় করে'ই, নারীর আজ প্রাণের প্রাণ
জ্বলে দেব ।

প্রস্থানের উদ্যোগ

পার্কভী

সই, কোথায় যাস ?

রামমণি

নারীরে । চতীদাসের বক্তৃতা শুনে ! সহস্র ব্রাহ্মণের
জাতি নষ্ট করতে !!

পার্কভী

এই হুকুরে হুঁত তাত মুখে দিয়ে যা —

রঘুবীর ও রামমণির প্রস্থান

আবাগী চল গেলি, কি সর্বনাশ হলো !—আর কি প্রাণ নিয়ে
কিরে আসবি !

সপ্তমদৃশ্য

হান—নকুলের বাটার সন্মুখস্থ বকুল বাগান ।

সময়—মধ্যাহ্ন ।

চিন্তাশীলভাবে চণ্ডীদাস প্রবেশ করিল

চণ্ডীদাস

প্রেমের স্বরূপ,
রসের মাধুর্য,
প্রেমে তারে পেতে হয় ।
আসক প্রেমের মূল ।
রূপে রতি হ'লে হির,
আসক স্বরূপে,
আসক টানিয়া লয়,
তুচ্ছ রতি হয় পরকাশ ।
তবে সিদ্ধ দেহে,
ঐশ্বর্যী সখিনী রূপে,
সহজ মাধুর্য মিলে ।
রাজকিনী আমার আশ্রয়,
কিশোরী স্বরূপ সে,
কাম গন্ধ নাহি তার—
কুল-ক্রীড়া বত,
শোধনের হেতু বটে ।

চণ্ডীদাস

হ'লে কাষাছুগা, সাধন না হয় কতু ।

খেজার ভজেছি রাই,

নারীর মিশালে নারী হতে চাই,

জাতি কুল, সকলি নির্মূল,

রজকী চরণমূলে ।

নকুল প্রবেশ করিয়া কহিল

তুমি এখানে ! পাতা হরেছে—পরিবেশন করবে চল !

চণ্ডীদাস

(আপন মনে কহিতে লাগিল)

অধঃ উর্দ্ধে আছে হুই ত্রিবেণী সঙ্গম,

বৃত্ত আর মুক্ত বেণী ।

আগম নির্গম স্নগম ছর্গম,

প্রবণ নয়ন মন,

সপ্ত নদী অধোমূলে রয়,

সেখা সামান্ত রসের স্থিতি ।—

সামান্ত সাধিতে বার বিশেষ উদয়,

মুক্তি প্রাপ্ত ঘটে তার ।

এ বড় সহজ নয়,

মন বাধু না হইলে বশ,

সামান্ত সাধিতে বিশেষ বাধিয়া বার ।

নকুল

জাবের সাহস আপন খেয়ালেই আছে !

(চণ্ডীদাস পূর্ববৎ কহিতে লাগিল—)

সাধনার তিনটী ছয়ার ।
 সামান্য ছয়ারে ভজি,
 বিশেষ ছয়ার মিলে ।
 সামান্য বিশেষ রূপের পার্থক্য নাই,
 বিত্তহ, বিকার ভেদ ।
 বিত্তহ রতিতে বিত্তহ রস,
 কিশোর কিশোরী পিয়ে অধা,
 বিকারে গরল পান,
 মরণ যন্ত্রণা আনে !
 প্রথম ছয়ারে মদ,
 আসক্তি তাহার পর,
 পরিশেষে কামের উদয়,
 রূপান্তর, সাধিলে নিশ্চয় ।
 কন্দর্প রূপেতে কুক,
 আসকে স্ত্রীরাধা,
 রস রতি ইহাতে উদয় ।
 স্বরূপে আরোপ সাধি'
 সে বীজ ভজিতে পারে যে,
 নিত্যধন ব্রহ্মজনকন লাভ তার !
 শুদ্ধ বস্তু এ রস কহিব কার;

চণ্ডীদাস

কে বুঝিবে মরমপিপীতি,
বিরিক্তি ভবাদি বার সীমা নাহি পায় !

নকুল

এ ভাব সহজে ভাঙবে না !

(চণ্ডীদাসের গাত্র স্পর্শ করিয়া)

দাদা ! দাদা !!

চণ্ডীদাস

কে নকুল ! অনেক বেলা হ'য়ে গেছে । বর্ষার রৌদ্র অর্ণ-
ধারার মত ছড়িয়ে পড়েছে.....কেন ভাই ?

নকুল

ব্রাহ্মণেরা বসে' আছে, তোমার অন্ন না হ'লে তারা ভোজন
করতে পারছে না ।

চণ্ডীদাস

চল ! চল !

কুল চাই,—

রক্তকিনী হরের বরণী

অকূলে তরঙ্গী বেন,

একুল ওকুল সকলই পিপীতি মূল,

এ পাখারে সে বিনা তরায়ে কে ?

উভয়ের প্রশ্নান ।

রঘুবীর ও রামমণির প্রবেশ

রামমণি

কৈ রঘুবীর, ঝড়ের তো কোন লক্ষণ দেখি না! আনন্দ-
হিলোলে প্রকৃতি তরল হ'রে মাটির বুকে বেন গলে' পড়েছে, আঁচল
নিংড়ে শ্রাম রঙে সব ছুবিরে দিয়েছে, আমি বেন অভিলারে চলেছি!

রঘুবীর

গাঁ-গুচ্ছ লোক আজ নকুল ঠাকুরের বাড়ী, তাই মানে মানে
এত দূর এসে পৌঁছেছে। উজ্জ্বল রাখ, ভোজনের ঐ গুঞ্জন শোনা
যাচ্ছে, তুমি দাঁড়াও, আমি একশ' চণ্ডাল তোমার সঙ্গে দিই, আমিও
সঙ্গে থাকুবো, চণ্ডালের স্পর্শে, রক্তকীর অঙ্গে ব্রাহ্মণদের দর্পচূর্ণ হোক,
সমাজ রসাতলে যাক—তুমি দাঁড়াও, আমি তাদের ডেকে আনি।

রামমণি

রঘুবীর! নারীরে প্রবেশ করে'ই বেন হৃদুভির ধ্বনি শুন্তে
পাচ্ছি—বত এগিরে আসি, পুলকে ছবর নেচে উঠছে, স্বর্গের
সৌরভে বকুল বন মাতোয়ারা,—তুমি অপেক্ষা কর, আমি একাই
বাড়ীতে প্রবেশ করুবো, যদি কোন বিপদ ঘটে, তখন তোমার বা
ইচ্ছা তাই কোরো।

রঘুবীর

তুমি একা কি করবে।

রামমণি

আত্মবিশ্বস্ত চতীদাসকে শুধু কিরিয়ে আনুবো। পিরীতের
কর হবে।

চণ্ডীদাস

রঘুবীর

তবে তাই হোক। এবার কিন্তু অপমান সহ্য করতে পারবো না। যা হবে তা বুঝি—অভাগিনী! জীবন নিয়ে তোর আর কিরে আসা হবে না। রঘুবীর কেবল বলির প্রতীক্য রইল।

প্রস্থান

রামমণি

নকুলের মত কে আসছে। ভাল হ'লো, কাকুতি মিনতি করে' একবার তার সঙ্গে দেখা করবো, সহজে রাজি না হয় পারে ধ'রে কাঁদবো, তা'তেও অকৃতকার্য হই, তখন রঘুবীরের সাহায্য নেবো।

তামাক খাইতে খাইতে নকুলের প্রবেশ

নকুল

(আপন মনে বলিতেছে)

নারায়ণ ! নারায়ণ !! আর ছ'চার দণ্ড। এ দায় থেকে তো পরিব্রাজ পাই। ঠাকুর দেবতার নাম চুলোর গেল, যে বাক্য শ্রবণ করলে নিম্নীবন পরিত্যাগ করতে হয়, সেই কুৎসিৎ পিরীত, পিরীত, কান ঝালাপালা করে' দিলে।

(সম্মুখে রামমণিকে দেখিয়া চমকিত ভাবে)

কি সর্বনাশ ! হতভাগী তুই এখানে কেন ?

রামমণি

তোমার দ্বারে আমার গ্রাণ বীধা পড়েছে, তাই এসেছি ; বুকে আমার আগুন জ্বলে দিচ্ছে, তাই এসেছি।

নকুল

ভারি নির্ভর নারী তুই—ছোটলোকের মেয়ে কি না !

রামমণি

লাহনার আমার চুখ নেই, কলছে বরং গোরব বাড়ে । পিরীতি
নৈরাশ হর শুনে এসেছি, মর্ষ আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে, বুকফাটা কারা
নিরে ঘরে থাকতে পারলুম না । বহু দূরে যাবো, দেশান্তরী হবো—
যাবার আগে একবার তারে দেখে যাই, আমার জীবন-যৌবন-
নেংড়ান পিরীতের বঁধুকে দূর থেকে দেখে যাবো—ব্রাহ্মণ, এই
ভিক্ষা চাইতে এসেছি !

নকুল

স্পর্ধা তোর কম নয় । জাত গেছে, ধর্ম গেছে, পৈতৃক ক্রিয়া-
কলাপ লোপ পেয়েছে, কত কাণ্ড করে' সমাজে স্থান পাবার ব্যবস্থা
করেছি, আপদ তবুও ছাড়ে না ! দূর হয়ে যা—নজর ছাড়া হয়ে যা ।

রামমণি

এক বিন কথার দূর করে' দিচ্ছেলো, লাহনার সীমা রাখ নি,
আজ আর তা পারবে না—এই তোমার চরণ ধরে' মিনতি জানাই
—(পদ ধারণ)

নকুল

কি করলি সর্বনাশী ! ছুঁয়ে দিলি ! লোকে দেখলে সব পণ্ড হয়ে
যাবে । তুই যে সমাজের অশুভা !

রামমণি

পিরীত যে স্পর্ধণি, আমি হীন, কিন্তু পিরীতের অধীন,

চণ্ডীদাস

পিরীত আমার শুক, পিরীতের স্পর্শে আমি ধন, পবিত্র ! ব্রাহ্মণ,
এ তিন আখর দ্বার ছদ্মবে স্থান পায়, সে যে কলতরু, বর্ণাশ্রমে তার
প্রয়োজন কি ?

নকুল

মাগী নিশ্চয় বাছ জানে । পা ছাড়, পা ছাড় । শরীরে যেন
বিছাৎ ছুটছে । রক্তকিনী, এ অমুরোধ আমি রাখতে পারবো
না । বেদাচারী ব্রাহ্মণ গর্হিত পিরীতের মর্শ্ব বুঝবে না, এ অনাচার
ব্যক্তিচার !

রামমণি

স্বভাব বর্জন করতে না পারলে তাই হয় । বেদবিধি পাত,
পিরীত আচার সতীর ধর্ম, অসতীর নয় ! এ নিধি ব্রহ্মপুরের, বেদে
পুরাণে নেই । আপনার মনে সাধন করতে করতে এ ধন আহরণ
করতে হয় ।

নকুল

কি সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ! কি সব নকুন কথা বল্ছি,
পিরীতি কি কুণ্ডার ধর্ম নয় ?

রামমণি

পিরীতি সাধন, লৌকিক আচরণ নয় । এ বেহে সে দেহে এক
বস্তুর নিরূপণ । অতির প্রাণের মিশ্রণ । এখানে কুল নেই, জাত
নেই, বর্ণাশ্রম নেই । পিরীতের আদ্বায়ে উন্মাদিনী আমি, দেখ
ব্রজেন্দ্রনন্দন কিশোর কিশোরী, সখীগণ মেলি' করতালি দিয়ে,
বিছাৎ চমকি' হাসে, মরি মরি, ঠককি' ঠককি' চলে, কি

চণ্ডীদাস

মধুর আকর্ষণ—বাই, বাই, যেন আমায় টেনে নিয়ে যায় !

প্রস্থান

নকুল

কি চাহুরী ! মাগী আমার বাড়ীর দিকেই যায় বে—সর্বনাশ
করলে, সর্বনাশ করলে !

দ্রুত প্রস্থান

রঘুবীর ও কয়েকজন লোকের প্রবেশ

রঘুবীর

তোমরা এইখানে অপেক্ষা কর । সন্ধ্যাত মাজেই বাড়ী আক্র-
মণ করবে । পাগলিনী উদ্ধার মত দৌড়েছে—ঐ যে বাড়ীতেই
প্রবেশ করলো—রক্তপাত না হয়ে আর যায় না !

রঘুবীরের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—মণ্ডপ

কাল—প্রায় অপরাহ্ন

সারি দিয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে বসিয়াছে

১ম ব্রাহ্মণ

ওহে বিদ্যানিধি ! নম্ বহু হ'য়ে বাবে যে, একটু র'য়ে ব'লে
খাও না ।

২য় ব্রাহ্মণ

বহু প্রবল অষ্ঠরাগি, আহুতি বহু হ'লে সর্বপ্রাণ করে' বসবে ।

চণ্ডীদাস

১ম ব্রাহ্মণ

আমি তো ভায়া হাঁপিয়ে উঠেছি। আরোজনের ঘটা বড় কম
নয়।

৩য় ব্রাহ্মণ

ব্যাপারটা কি! বল্লালসেনের যুগ হ'লে, ব্রাহ্মণ বগে' আর
নকুলকে পরিচয় দিতে হ'তো না, একেবারে ত্রিদোষ স্পর্শ করেছে।

১ম ব্রাহ্মণ

বাচস্পতি, ভোজননের ধমকে ভুল বক্ছ দেখছি, জাতিদোষই
ঘটেছে, কুল বা শ্রোত্রিয়গত দোষের এখানে কোন কথা নেই।

৩য় ব্রাহ্মণ

রত্নিকা গমনে কুলদোষ স্পর্শায় নি!

১ম ব্রাহ্মণ

হাঁ, হাঁ, টেনে আনলে ঐ পর্যন্ত এগোতে পারে, শ্রোত্রিয়দোষ
কোনখানে পেলো?

২য় ব্রাহ্মণ

মিশ্র, মাছের মুড়োটা বেড়ালে টেনে নিয়ে যায়! ভোজন-
কালে তর্কে ক্ষতিবৈ লাভ নেই।

১ম ব্রাহ্মণ

বা বলেছ, বিদ্যানিধি ভায়া। দেবীবরের কুপায় অনেক অঘাট
ঘাট হলো। গৌড়ের বাদসা যুগ্মক সা অধমতারণ বললেও চলে।

২য় ব্রাহ্মণ

তা সত্য বটে। বাংলার অর্ধেক ব্রাহ্মণ তো মুসলমানের

চণ্ডীদাস

অত্যাচারে দেশান্তরী হয়েছে, নবদ্বীপ ছাড়বার করে' দিলে, অর্থ
বটবৃক্ষ নির্মূলপ্রায়, বৃক্ষ শা শাপভ্রষ্ট হিন্দু, তা না হ'লে ব্রাহ্মণের
ক্রিয়াকাণ্ড রক্ষায় তিনি উদ্যোগী হবেন কেন ?

১ম ব্রাহ্মণ

শিরোমণি মহাশয় বোধ হয় গোড়েশ্বরেরই অমুচয় হবেন।
তিনি না থাকলে নাম্নরের আরও অধঃপতন হ'ত।

২য় ব্রাহ্মণ

না ভান্না, পাত উঠিয়ে অকৃত্রিম বেতে হ'লো, ভোজন বাপারে
দুগ্ধী খুলে' বসলে। ওহে চণ্ডীদাস, পাতে যে অন্ন নেই !

অন্নের পাত্র হস্তে চণ্ডীদাসের প্রবেশ

চণ্ডীদাস

কুটুম্ব ভোজন.

নকুলের আয়োজন ;

এ কাজ আমার নয়,—

ব্রাহ্মণেহ প্রতিদান চায়।

আমার পিরীতি জ্ঞাতি,

পিরীতি কুটুম্ব হয়,

পিরীতির তরে,

বুঝি' কত দুয়ারে দুয়ারে—

ধাইতে শুইতে পিরীতি করেছি সার।

২য় ব্রাহ্মণ

মাথা খেয়ে বিয়েছে—সন্তের মত দাঁড়িয়ে তাব'ছ কি, পাত যে খালি

রামমণির প্রবেশ

কৈ, কৈ,
 কোথা সে বিনোদ রায়,
 ভাল হ'লো,
 বুচাইলো পিরীতের দায় ।
 আমার এ নবীন পিরীতি,
 অনাজাত হৃদয়-কুম্ভম,
 কণ্টকে হইল ক্ষত,
 বিদরে পরাণ মরি,
 হায় ব'ধু !
 পাষাণে নিশান রাখি,
 পিরীতি তোমার,
 পিরীতি পিরীতি অপি,
 তহুত্যাগ করিব চরণে—
 লোকাচার বর্ণাশ্রম রাখ তুমি !

(চণ্ডীদাস উভয় হস্ত বিস্তার করিবামাত্র রামমণি
 পাশ্বে আসিয়া পাত্র ধরিয়া দাঁড়াইল) ✓

চণ্ডীদাস

এস এস প্রেমসী আমার,
 অকারণ উৎকর্ষা তোমার,
 আয়োজন তোমার কারণ,

পিরীতি মিলন আজি,

সহস্র ব্রাহ্মণ সাক্ষী,

দ্বন্দ্বের দেবী তুমি !

২য় ব্রাহ্মণ

(থাইতে থাইতে) গভীর বড়বয়, গভীর বড়বয়, নকুল প্রহর
বোদ্ধ—সব ব্রাহ্মণের জাতিনাশ কর্লে !

১ম ব্রাহ্মণ

বিদ্যানিধি ! চেপে যাও, জাত্ তো গেছেই, সীতামিন্দ্রী
সাব্ড়ে নেওয়া যাক্ ।

বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কোলাহল করিতে
লাগিল

সর্বনাশ হ'লো ! নকুল কোথায়, পাবক্কে শূলে চড়াও ।

নকুল প্রবেশ করিয়া কহিল

কে, কে এ রমণী ! হাসির ঝলকে চপলা চম্কে যার, গৌর-
বরণী, ভুবন-আলো-করা রূপ ; স্বর্গের জ্যোতি ঠিক্বে পড়্ছে ।
ব্রাহ্মণগণ ! দেখ দেখ, আবার কি পরিবর্তন দেখ, এ যে চতুর্ভুজা
দেবীমূর্ত্তি, স্বর্ণপাত্র হস্তে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব, ওরে কে আহিস্
পুষ্পপাত্র নিয়ে আর, শঙ্খধ্বনি কর্, কীসর ঘণ্টা বাজা—
বোড়শোপচারে পূজা কর্তে হবে, বড় উৎসব আজ !

রঘুবীর চাঁড়ালগণের সহিত চীৎকার করিতে করিতে
প্রবেশ করিল

চতুর্থ অধ্যায়

সকলে

বোল বোল হরি বোল, হরি হরি বোল, আচণ্ডালের ঠাকুর,
পতিতের নাথ, পিরীতের সুধাধারা ঝরিয়ে দিয়েছ, আর যে ভাই
মায়ের প্রসাদ লুটে খাই।

১ম ব্রাহ্মণ

বিদ্যানিধি, কি দেখেছ ?

২য় ব্রাহ্মণ

অপূর্ব, এমন কখন দেখি নাই, নরন সার্থক, জীবন সার্থক।
মহাতীর্থে জাতিবিচার নাই, এস অমৃতের এক কণা খুঁটে খাই,
ভব্য্যাধি দূর হবে।

তৃতীয় অঙ্ক

সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

—:—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিজয়নারায়ণের অভ্যুত্থানস্থিত কক্ষ।

কাল—রথ্যাঙ্কের অনতিপূর্ব্বে।

দামোদর ও অবগুণ্ঠনবতী মঙ্গলা

দামোদর

বো-ঠাকুরপো, আমার ডেকেছিলেন ?

মঙ্গলা

হাঁ, ঠাকুরপো। বড় ভীষণ স্বপ্ন দেখে' অধীর হয়েছি ; বাতালী
ধর' ধর' করে' রেগে কেঁপে বেন বল্ছেন, চণ্ডীমাসের উপর অত্যা-
চার নিবারণ না হ'লে, নাম্নুর পুড়িয়ে ছাড়বার করে' দেবো। উনি
তো আমার কথার কান দেন না। কি হবে, ঠাকুরপো !

দামোদর

বো-ঠাকুরপো, বড় অত্যাচার সব হচ্ছে। ব্রাহ্মণভোজনের সময়ে
রান্নামণি পরিবেশনের খালা ধর'লেও, কোন গোলযোগ হয় নি—
সত্য মিথ্যা জানি না, শুধু না কি ধোবার ঘেয়ে চক্কুর্জ মূর্খি

চণ্ডীদাস

ধরেছিল, কিন্তু শিরোমণি পাকেসের নিয়ে গিরে, তুমুল কাণ্ড
বাধিয়ে দিলে—রঘুবীর বেদম মার খেয়ে, আধমরা হয়ে আছে,
মকুল উদ্গাদ, আর অবলা নারীর উপর কি অত্যাচারই না হ'লো।
এ সব অমঙ্গলের লক্ষণ, বৌ-ঠাকুরপো !

মঙ্গলা

কি হবে, ঠাকুরপো ?

দামোদর

আমার আর হাত পধ নেই। এখন শিরোমণি হ'লো কর্তার
ডান হাত। কিন্তু এই শিরোমণিকে তো আমার ভাল লোক বলে'
মনে হয় না, বেন সে কি একটা মৎলবে কিচ্ছ !

মঙ্গলা

তুমি আর একবার ভাল করে' বুঝিয়ে বল—বোধ হয়
আসছেন, তাঁর মতই পায়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ঠাকুরপো,
বিপদে চিরদিনই তুমি সহ্য, আজও চূপ করে' থেকো না।

প্রস্থান

বিজয়নারায়ণের প্রবেশ

বিজয়নারায়ণ

বিদ্যানিধিকে এক ঘ'রে করার ব্যবস্থা স্থির হ'লো। হতভাগার
আম্পর্ক কম নয়, সে আবার নকুলের প্রাণপ সমর্পন করে !

দামোদর

নকুলের না হয় মাথা ধরাপ হয়েছে, কিন্তু বিদ্যানিধির কথা
অবিবাস করার কোন কারণ তো দেখি না।

বিজয়নারায়ণ

দামোদর, তুমি বড় সরল প্রকৃতির লোক। কেবল চণ্ডীদাস আর রজকিনী এই ঘটনার মূল নয়, ইহার ভিতর অল্প লোকও আছে ; বিদ্যানিধি নিশ্চয় তাদের উৎকোচ গ্রহণ করে' এই আলৌকিক কাহিনীর সমর্থন করছিলো।

দামোদর

অত্যাশ্চর্য্যের মুখেও আমি এই কথা শুনেছি। খুনোখুনি বাপার না ঘটলে, অনেকেই হয়তো নকূলকে সমর্থন করতো।

বিজয়নারায়ণ

তা হ'লেও আমার প্রত্যয় হ'তো না। রজকিনী যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে, তা হ'লে এই সাত দিন গ্রামজ্ঞাত্রে চণ্ডীদাস একবিন্দু জলের জন্য আর্তনাদ করছে, তারে সে রক্ষা করতে পারতো। যাও দামোদর, তোমার কাজে যাও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, অপরাধীর দণ্ড বিধানে আমায় বিরত ক'র না।

দামোদর

কিন্তু এ ঘেন লঘু পাপে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা!

বিজয়নারায়ণ

পাপ লঘু নয়, দামোদর। পবিত্র দেবমন্দির ব্যাভিচার দোষে যে কলুষিত করে, কুলধুর মর্যাদা হরণে যার বাধে না, সমাজ-বিরোধী ধর্ম্ম-বিরোধী যে, মৃত্যু তার সমুচিত দণ্ড। রাজদণ্ড হাতে থাকলে, নরপশুর গাজমাংসে কুক্করের উদর পূরণ করা যায়।

চণ্ডীদাস

দামোদর

এ তার চেয়েও কঠোর দণ্ড। একবিশু জলের জন্ত আছড়ে
মারা, জানি না, এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি !

বিজয়নারায়ণ

তোমার মুখে এই প্রথম প্রতিবাদ। কিন্তু দামোদর,
প্রায়শ্চিত্তের ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না, সে তার
আমার।

দামোদর

তা হ'লে কথা ছিল না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের অংশ সকলকেই
ভোগ করতে হচ্ছে—তার জন্তও দুঃখ করি না—চিরসঙ্গী নরক-
রাজার পশ্চাৎপদ হবে না। আগাগোড়া স্পষ্টতার অভাব দেখেই
এই কথা বলছি।

বিজয়নারায়ণ

মহতার আবির্ভাবে দৃষ্টি তোমার অন্ধ, তাই এত বড় সত্য দেখতে
পাচ্ছ না। চণ্ডীদাস ব্যাভিচারী, বিজয়নারায়ণের পুত্রবধূ
ব্যাভিচারিণী—এর চেয়ে আরও সত্য চাও ? দেখ, স্পষ্ট দিনের মত,
নকুলের বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন কালে, ছুরাচারদের স্পর্ধা, গভীর
ষড়ষট্, সমাজ ধ্বংসের ব্যবস্থা, এ সব কি ধর্ম-সমাজদ্রোহীতার
পরিচয় নয় !

দামোদর

সব স্বীকার করতে পারি, কিন্তু বধুমাতার হৃৎকল্লির বিবরে
আমার সংশয় আছে।

বিজয়নারায়ণ

অমূলক সংশয়। হলধর স্বচক্ষে তা' সন্দর্শন করেছে, মর্মে
ওরুতর আঘাত লেগে'ই সে আজ উন্মাদ, অর্জমৃত, তারপর নিরপেক্ষ
শিরোমণি মহাশয়ের শ্রত্যক্ষ বিষয়ে সন্দেহ করার কি আছে ?

দামোদর

শিরোমণি মহাশয়কে আমি নান্দুরের শত্রু বলে' মনে করি,
তার আগমন কালের পর থেকেই, এই সব দুর্ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিজয়নারায়ণ

পাপের রাজ্যে পুণ্যমূর্তির আবির্ভাবে, একরূপ মনোভাব
অস্বাভাবিক নয়। কিসের গোলযোগ ?—এ কি বিনা মেঘে বজ্র-
পতনের শঙ্ক—কার বৃষ্টি সর্জনশ হ'লো !

দামোদর (বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া)

বিদ্যানিধি দৌড়ে আসছে। গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরাও উর্দ্ধ্বাসে
বিদ্যানিধির অনুসরণ করছে, চীৎকার করতে করতে—দেখি
সন্ধান নিই।

প্রস্থান

বিজয়নারায়ণ

বৃত্তিক সংশয় অনুভব করছি। প্রতিশোধ, দাক্ষণ প্রতিশোধ।
চণ্ডীদাসের পরিজ্ঞাহি চীৎকার, আমার অশেষ সাক্ষ্য দিচ্ছে।
তারপর আরও আছে—পানীয়সীর প্রারম্ভিক বিধান করতে হবে।
তবু কেবল, হলধরকে—হুস্তারিণীর মুখ চেয়ে সে কেবল প্রাণ ধ'রে
আছে, মুখে কথা নেই, মারাবিনী তার বাক-রোধ করে' দিয়েছে !

উচ্চ'স্থানে বিদ্যানিধির প্রবেশ,

পশ্চাতে দামোদর

বিদ্যানিধি

কৈ, বিজয়নারায়ণ কৈ, সে দিন সত্য আমার গ্রাহ্য হয় নি।
প্রবল লোকমতের বিরুদ্ধে অন্তরের আগুন চাপা পড়ে' গেছিলো,
আজ নারুরের ব্রাহ্মণসমাজ অকুণ্ঠে সত্য প্রকাশে উদ্যত, বিজয়-
নারায়ণ সাবধান হও, ব্রাহ্মণবাক্য অগ্রাহ্য ক'র না।

বিজয়নারায়ণ

বিদ্যানিধি, এটা অন্তঃপুর, যুক্তি বিচারের স্থান নয়। তারপর,
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-প্রভাবে তোমরা আত্মহারা হয়েছ, নারুরের ব্রাহ্মণ-
সমাজ নিশ্চয় আত্মবিক্রয় করেছে, বিজয়নারায়ণের অটল সত্বে
বাধা দিতে পারবে না।

বিদ্যানিধি

তবে উৎসব ঘাও, বজ্রপাতে বাতুলগীর মটকার আগুন ধ'রেছে,
সে আগুন নারুর ধ্বংস করবে, আজ মহাশয়নের দিন ছেনো।

বাচস্পতির প্রবেশ

বাচস্পতি

সমাজ একা বিজয়নারায়ণের হাতের বয় নয়, আমাদের কথা
বদি উপেক্ষিত হয়, নারুরের ব্রাহ্মণসমাজ চতুর্দশের হত্যা নিবারণে
অক্ষম হবে না।

বিজয়নারায়ণ

দামোদর! অন্তঃপুরে অব্যব প্রবেশ—আমার অসুস্থতির

অপেক্ষা রাখে নি, এ'ও অত্যাচার, ঘোর অত্যাচার, কর্তব্যের দ্বারে
তোমরা সবাই বলবুদ্ধিহারা হয়েছ, সহায় একমাত্র শিরোমণি,
একা তিনি ; না জানি সেখানেও বিদ্রোহ ঘটেছে কি না, তাঁর পাশে
গিয়ে আমাকেই দাঁড়াতে হবে। এস বিজয়নারায়ণের প্রতিদ্বন্দ্বী
নারায়ণের ব্রাহ্মণ-সমাজ, তোমাদের আজ শক্তিপরীক্ষা হোক।

প্রস্থানোদ্যত

দামোদর

অধীনের নিবেদন।

বিজয়নারায়ণ

শত্রু তুমি, শত্রুপুরীর মধ্যে বাস করছি—এ বড়যন্ত্রে তুমিও
আছ! গভীর ষড়যন্ত্র, শিরোমণি—

জটধারীর প্রবেশ

জটধারী

শিরোমণি নারায়ণের শত্রু, বিজয়নারায়ণের শত্রু, শিরোমণি
পূর্ণানন্দের ছদ্মবেশ!

বিজয়নারায়ণ

বাইরে আর কেউ নেই? হাড়ি বাগ্দি চণ্ডাল সবাইয়ের অবাধ
গতি—এ কার আদেশে—

জটধারী

আমি জটধারী!

বিজয়নারায়ণ

বিদ্রোহী বিধর্ষী ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক বোদ্ধতাব্রিড, বিজয়নারায়ণ

চণ্ডীদাস

তোদের ছলে ধর্ম ত্যাগ করবে না, সমাজে প্রেতের নৃত্য
হ'তে দেবে না। ধর্ম যায়, সমাজ যায়—শিরোমণি কোথায় ? সব
অবাধ্য, সব বিদ্রোহী—আমাকেই সন্ধান নিতে হ'লো।

প্রস্থান

বিদ্যানিধি

দামোদর, কর্তব্য কি ?

জটাধারী

কর্তব্য তোমাদের ভাবতে হবে না। নারবুরের মহাশক্তি
উদ্ধার মত দৌড়ে আসছে, আমি সংবাদবাহক মাত্র, প্রাণ নিয়ে
গেওয়া খেলা পূর্ণানন্দের সাধো কুলোবে না !

দামোদর

শিরোমণিই কি পূর্ণানন্দ ?

জটাধারী

জটাধারী সে তথ্য ভাল করেই বুঝেছে, ছদ্মবেশী পূর্ণানন্দ,
বিজয়নারায়ণের কৃতকর্মের প্রতিশোধ নিচ্ছে ; আমার আর সমর
নেই, রণচণ্ডীর বেশে ঐ আমার মা ছুটে যায়—(বজ্রপতনের
শব্দ) ক্রোধের কণ্ঠে ঐ জয়ধ্বনি—

প্রস্থান

বিদ্যানিধি

অলৌকিক রাজ্য ! অলৌকিক রহস্য !

দামোদর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

দামোদর

হা ভগবান ! (উপবেশন)

মঙ্গলার প্রবেশ

মঙ্গলা

ঠাকুরপো, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কি ? আবার যে রক্তকাণ্ড উপস্থিত, এ বিপদে তোমায় যে বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে ।

দামোদর

বৌ-ঠাক্করণ, পেটের ভিতর আমার হাত পা সঁধিয়ে গেছে । শিরোমণি যদি পূর্ণানন্দ হয়, কি সর্কনাশ হয়েছে—ভাও সন্ন্যাসী চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিয়েছে !

ভুলসীর প্রবেশ

ভুলসী

আমার অনুমান তবে মিথ্যা নয়, কি হবে মা !

বিজয়নারায়ণের পুনঃপ্রবেশ

বিজয়নারায়ণ

ওঃ ! এখানেও বড়বয়, আচ্ছা দাঁড়াও, সর্কনাগ্রে বহিঃশত্রুর বিনাশ সাধন করি ; তারপর তোমাদের ব্যবস্থা হবে । কৈ অস্ত্র কৈ, বলিদানের খাঁড়া ! মহিষ বলির খড়্গ ! বস্ত্র বরাহ শিকারের আগবাড়ী বর্শা কোথায়, কোন্ ঘরে ?

মঙ্গলা

ওগো, তুমি শান্ত হও ।

চণ্ডীদাস

বিজয়নারায়ণ

রাক্ষসী শাস্ত হবো, এ পাপরাজ্যে, এ অকৃতজ্ঞের সংসারে শাস্ত হবো ? ব্যাভিচারপরায়ণ সমাজ আজ ধর্মকে ছাড়িয়ে যেতে চায় ; শক্তি কোথা—সহায়হীন, অক্ষম, ভীক, কাপুরুষ আমি, সমাজ-রক্ষণে অসমর্থ—আমি শাস্ত হ'বো !

তুলসী

বাবা, চণ্ডীদাস দেবীর বরপুত্র, রক্তকিনী দেবকন্তা, এ জ্ঞান হারালে আমাদের সর্বনাশ হবে ।

বিজয়নারায়ণ

ওঃ, কি নিলজ্জতা—কি চাতুরী ! পান্ডীরনী, এখনও জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্ ?

তুলসী

আমার রক্তে ক্রোধ শাস্তি করুন, আমার প্রাণ নিয়ে আপনার সত্যদৃষ্টি ফিরে আসুক, চরণ আমি ছাড়'বো না । (পদধারণ)
বিজয়নারায়ণ (মজোরে পদাঘাত করিয়া)

মর তবে, সব পাপ চুকে থাক্ !

প্রস্থান

মঙ্গলা

হার, হার, ঠাকুরপো, কি সর্বনাশ হ'লো, মুখ দিয়ে যে বলকে বলকে রক্ত উঠছে !

হলধরের প্রবেশ

হলধর

বাঃ, বাঃ, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, সব শেষ, সব শেষ—
(মুখের নিকট গিয়া) মর, মর !

দামোদর

বোঠাকরুণ, ঘরে নিয়ে চলুন—আমি কবিরাজ ডেকে আনি ।
হলধর, দেখ্ছ কি, সোণার প্রতিমা বুঝি বিসর্জন যায় !

হলধর

বাবে, বাবে, সময় হয়েছে, সময় হয়েছে,—ধরতে হবে, ধরি,
ধরি,—আঃ বুক জুড়িয়ে গেল !

ধরাধরি করিয়া তুলসীকে লইয়া সকলের

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মিথিলার রাজপ্রাসাদস্থিত কক্ষ ।

সময়—প্রাতঃকাল

মহারাজ শিবসিংহ ও তাঁহার পার্শ্বচর পুরন্দর
ছুইজনে ছুইখানি কারুকার্যধচিত উচ্চ আসনে
বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, মুক্ত বাতায়ন পথে দূর-
স্থিত নগর-শোভা রৌদ্রকিরণে উজ্জ্বল দেখা
যাইতেছিল ।

শিবসিংহ

এ বড় আশ্চর্য্য কথা, পুরন্দর !

পুরন্দর

শুধু আশ্চর্য্য কথা নয়, নিষ্ঠুরতার একশেষ ! হিন্দুরাজ্য হ'লে,
এ মহাপাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'তো ।

শিবসিংহ

বাদসা বুঝক সা তো অধার্মিক নন, তাঁর কাণে এ কথা
পৌছালে নিশ্চয় সুবিচার হবে ।

পুরন্দর

হাজার হোক তবু তিনি মুসলমান, অহিন্দু । পাঁচজনের মুখে
বা শুনে তদন্তব্যার্থী কার্য্য করেন, সর্ব্ববিষয়ের মর্ম্মাভিবোধ করে'
কার্য্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব । এ ক্ষেত্রেও সমাজরক্ষার নামে
দেবীবরের প্রেরিত গোড়ের এক পণ্ডিতের দ্বারাই এ কার্য্য হয়েছে ।
মহারাজ, এ'র বিচারভার আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে ।

শিবসিংহ

পুরন্দর ! হিন্দুরাজ্যের আর সে গোরব নাই । সে স্পর্ধা,
সে বীর্ষ্য থাকলে, আর্ধ্যভূমি স্বেচ্ছাধিকৃত হবে কেন ? মিথিলার
সৌভাগ্যস্বর্ধ্য চিরদিনের মত অন্তর্মিত হয়েছে । আর সে রাজর্ষি
জনকের ধর্ম্মশু পৃথিবী ধারণ করবে না, আর রাজবন্ধ্য, গার্ম্মী,
বৈজ্ঞেয়ীর কঠে মিথিলার আকাশবাতাস মুণ্ডরিত হবে না, আর
গৌতম কপিলের দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করতে দেশ দেশান্তর থেকে
বিদ্বার্ম্মীগুণী ছুটে আসবে না । যে মিথিলার রাজবংশে ভগবান

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, সেই হিন্দুকুর বংশধর, ঐসম্পদবীৰ্য্যাহীন, রাজচক্রবর্তী হারিয়ে আজ সামান্ত ভূঁইয়ার মত,—ভূঁইয়া ভিন্ন আর অধিক গৌরব আমার কি আছে, পুরন্দর ?

পুরন্দর

মহারাজ, এ কথা আমি অস্বীকার করি, আপনার বাহুবলের পরিচয় নগরবাসীর অবিদিত নাই, পিতৃসিংহাসন অধিকার কর্ত্তে আপনি তৃণের মতই অসংখ্য যবনসৈন্য ভয় করেছেন, মিথিলার রাজসিংহাসন অসাধারণ বীরত্বেরই নিদর্শন ; যবনরাজ্যের অগণিত সৈন্য যে দিন মৈথিলরাজ্য বিরে দাঁড়াল, আপনি না হ'লে সে ছদ্দিনে, মিথিলার গৌরবরক্ষা আর কেউ কর্ত্তে পারতেন না । সে ভীষণ সংগ্রাম দেখতে, স্বর্গদ্বারে বৃষ্টি দেবতারাগু সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল । আজও যদি আপনার ব্রহ্মহনুভি বেজে ওঠে, কোটা শির মাথা তুলে' উঠে দাঁড়াবে, জয়লক্ষ্মী আপনার মাথায় বিজয়মুকুট পরিয়ে দেবে ।

শিবসিংহ

পুরন্দর, স্বপ্নরচনার আর লাভ নাই । হিন্দুরাজ্য পতনোন্মুখ, মিথিলার সিংহাসনও টলমল করছে, ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধ কারময় । যে সংহতিশক্তিবলে যবনরাজ্য ভারতবর্ষ ছেয়ে কেলেছে, হিন্দুর জীবনে যদি কখনও সেই সংহতিশক্তি জাগ্রত হয়, তবেই পূৰ্ণ গৌরব ফিরে আসবে, এ বিচ্ছিন্নতার যুগে, সমুদ্রে পাঙ্কার্থ্যের মতই, শিবসিংহের সমুদ্র শক্তি তুচ্ছ বলে' জেনো । বাক্ ও-সব কথা, কবি চণ্ডীদাসের নবজীবন লাভের কাহিনী স্বপ্নের মতই বিচিত্র বলে' মনে হচ্ছে ।

চণ্ডীদাস

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক

মহারাজ ! ঠাকুর বিজ্ঞাপতি দর্শন প্রার্থনার বাহিরে অপেক্ষা
করছেন ।

শিবসিংহ

কে, কবি বিজ্ঞাপতি ? অতি সমাদরে তাঁরে নিয়ে এস ।

দৌবারিক

যথা আজ্ঞা ।

প্রস্থান

শিবসিংহ

পুরন্দর ! কবিকণ্ঠহার বিজ্ঞাপতি নিশ্চয় এ সংবাদ পেয়েছে,
হয়তো এই জন্তাই সে তার সাধের বিক্ষী মিবাস ছেড়ে মিথিলায়
উপস্থিত ।

বিজ্ঞাপতি অভিবাদন করিতে করিতে

প্রবেশ করিল

এই যে বিষয়াবারবিক্ষী বিজ্ঞাপতি,—আমের কুশল তো ?

বিজ্ঞাপতি

আলম গ্রহণ করিতে করিতে

মহারাজের কৃপায় অকুশলের কোন সম্ভাবনা নাই । কিছু
আপনার কবিত্ত্ব রাহুগ্রস্ত হয়েছে, বিদায়প্রার্থী ।

শিবসিংহ

আমার কবিকে গ্রাস করে, এমন রাহু পৃথিবীতে জন্মেছে নাকি ?

বিদ্যাপতি

আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ, কাব্য আমার উপভোগের ; কিন্তু হৃৎথের কবি চণ্ডীদাস, গরলের মধ্যেই প্রেমের সন্ধান করেছে। চণ্ডীদাসের মর্শ্বস্পর্শী রচনা আমার গ্লান করে' দিয়েছে, মহারাজ।

শিবসিংহ

বিনয় মানবের ভূষণ ! বিদ্যাপতির রচনা তুলনাহীন। এমন মাধুর্য্যের, সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, আর কাক পক্ষে সম্ভব হবে না। বিদ্যাপতি, তুমি নিশ্চিত হও।

বিদ্যাপতি

না মহারাজ, প্রেমের সাধক, পিরীতির স্বর্ষি চণ্ডীদাস সামান্য মানুষ নয়, মরণ জয় করে' যে মহাপুরুষ নার্নুরে অমৃত উৎস খুলে' দিয়েছে, তাকে দেখবো বলে'ই বেরিয়েছি—সে অমৃতধারায় অবগাহন করবো, প্রেমের মন্ত্রে নুতন করে' দীক্ষা নেবো।

শিবসিংহ

এ উক্তম কথা, বিদ্যাপতি। যে প্রেমে মৃতকে জীবন দেয়, সে অমর প্রেমের যুগল মূর্ত্তি দেখতে সাধ কার না যায় ? তবে আমার অহুরোধ, তোমার কাব্যে দিব্যরাত্র ময় থেকে যদি আমার বোগা মনে কর, তবে সে পবিত্র তীর্থে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

বিদ্যাপতি

রাজরাজ্যেশ্বর ! এমন করে' গুণের আদর মহাপুণী তির আর

চণ্ডীদাস

কে দেখাতে পারে ? জীবন আমার সার্থক । মিথিলার সিংহাসন-
তলে, জীবন যে এতদিন কাটিয়েছি, তা আজ ধস্ত হ'লো, বড়
গৌরব বোধ করছি, মহারাজ । মৈথিলরাজ শিবসিংহ কবিরখ্যাদা
দিতে স্বয়ং নাম্নুর যাত্রা করবেন, এ'র চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর
কি আছে ?

পুরন্দর

মহারাজ, এ অধীনও তবে সঙ্গে যাবে । এই মহাকবি সন্নি-
লনের পুণ্য তীর্থের কথা কবি-ইতিহাসে যুগান্তর নিয়ে আসবে,
স্বর্ণাক্ষরে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকবে । কবিকর্টহার বিদ্যাপতির
কাছেই শিক্ষা করেছি, প্রেমই জগতের সার, জীবের আত্মস্বরূপ,
চণ্ডীদাস সে প্রেমকে প্রত্যক্ষ করেছে, জগৎরূপে বস্তুত্ব করে' ।
স্বর্গের মন্দাকিনী যেন পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে, সত্য সত্যই
প্রেম যেন জাগ্রত দেবতার মত, মানুষকে দীক্ষা দিতে অবতীর্ণ ;
বাংলার এই প্রেমের প্রবাহ কি নূতন স্বর্ণ রচনা করবে তা' কে
জানে ?

শিবসিংহ

তবে চল, আমরা তিন জনেই যাত্রা করি । পুরন্দর ! তোমার
উপর সকল আয়োজনের ভার রইল । এস বিদ্যাপতি, ভয়া বাদরে,
মাহ ভানবের শূভ মন্দিরে বিরহিনী রাধার আকুল ক্রন্দনের সুরটা
ভাল করে'ই মর্শ্বগত করি ।

একদিকে শিবসিংহ ও বিদ্যাপতি, অপর দিকে

পুরন্দর প্রশ্রয় করিল

তৃতীয় দৃশ্য

গোড়ের রাজধানী

স্থান—বেগম বাগ ।

কাল—অপরাহ্ন ।

বাঁদিগণ নৃত্য গীত করিতে করিতে প্রবেশ
করিল—দোলেনা আসিয়া এক স্ফটিক বেদীর উপর
বসিল, একজন বাঁদী চামর ব্যঞ্জন করিতে লাগিল—

গান

নজরে পরাণে বিধে শর ।

ওলো ধর ধর

জ্বরে নাগরে চেপে ধর ।

বিছা লো পঙ্কজদল শয়ন রচনা কর ॥

নাগর কিশোর মধুর মধুর,

বদন কমলে বুলায় স্রবর,

সদনে মদন, আকুল অন্তর জর জর ॥

দোলেনা

পিরারা !

পিরারা

কেন সাহাজাদী ?

দোলেনা

তোদের গান আর ভাল লাগে না !

চণ্ডীদাস

পিয়রা

সিরাজীর অভাবে !

দোলেনা

সিরাজী বড় তেঁতো ।

পিয়রা

সাহাজাদীর তা'হলে নিশ্চয় ব্যামো হয়েছে ।

দোলেনা

মাথা ঘোরে ।

পিয়রা

ঠিক বলেছি । হাকিম ডাক্তার হবে ।

দোলেনা

সর্ব শরীর জ্বালা করে ।

পিয়রা

গোলাপ জলের ফোয়ারা খুলে' দেবো ?

দোলেনা

না থাক্ । বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে' ওঠে !

পিয়রা

তবে জাঁহাঙ্গনাকে খবর দি ?

দোলেনা

জ্বালা বাড়বে বৈ কন্বে না, বড় পিপাসা ।

পিয়রা

সরবৎ নিয়ে আসি ?

দোলেনা

আঃ, জ্বালাতন কর্গি! একটু সুরসং নেই, একটু আপন
মনে ছুটোছুটি কর'বো তার যো নেই,—পিয়ারা স্নেহের বাঁধন কাল-
সাপের মত রক্ত চুষে' থাকে।

পিয়ারা

কিছুই বুঝছি না, সাহাজাদী!

দোলেনা

বোঝ'বার মাথা খেয়েছি। বাদী! হারেবের ঐ রোদে-
বল্‌মান আকাশজোড়। পাথরের ঘের টপকে, বাইরে থোলা
বাতাসে সঁতার কেটে আর দেখি!

পিয়ারা

গদ্যনা বাবে।

দোলেনা

বোঝ্। ঐ আকাশ বুঁকে পড়েছে কত দূরে, কোন্ বনের
সবুজ আঁচলে, সাদা মেঘের সুঁড়িগুলো অগাধ জলের বুকে কোথায়
চুবন খেয়ে পড়েছে, সে কত দূর—ঐ পথের কুসুরটাও ছুটোছুটি
করে' তার হদিস নিচ্ছে। আর আমরা, দোনার খাঁচার, পালিশ-
করা তক্তকে শিকের ফাঁক দিয়ে সেই উধাও বাতাসের শুধু পরশ
পাচ্ছি। কয়েদীর মত মাথা হুঁকে মরছি—নড়তে চড়তে পিঙ্কড়ের
গরাদার। পিয়ারা, ঐ দেখ্ রাত্তা ফড়িঙটা পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে বাইরের
বাতাসে ভেসে চললো, বাদীর চেয়েও সুখী, বাদীর চেয়েও স্বাধীন।

চণ্ডীদাস

অস্তঃপুর-রক্ষী খোজার সহিত পার্শ্বতীর

প্রবেশ

খোজা

সাহায্যদী, এই ভিখারিণীকে জাঁহাপনা পাঠিয়েছেন, গান শোনাতে ।

দোলেনা

বাঃ, বেশ ! তুই যা ।

রক্ষীর প্রস্থান

পার্শ্বতীর প্রতি

ভিখারিণী, কত সুখে আছি! তুই ভিখারিণী ? কতদূর থেকে এলি ? পথের ধারে কত ক্ষেত, কত বাগিচা, কত রঙ্গ-কৌতুকের খবর তোর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে বেরুচ্ছে । পায়ের ধুলোর স্বাধীনতা করে' পড়ছে, ঠোঁটে স্বাধীনতার হাসি, আহা কি মিষ্টি, কি সুন্দর তোর গড়ন, স্বাধীনতার হাওয়ার ভরা দীঘীর নীল জলের মত ঢল ঢল করছে । বোস, ভিখারিণী বোস ।

(পার্শ্বতীর উপবেশন করিল)

কি গান গাইবি ? এই পোষা বাদীদের তনিরে দে, তোর বসবার গোলাপ আর তাজা পদ্ম ফুলের গন্ধে ভরা উধাও সুরের পাগলামী—ছিপি আঁটা মোড়ক-করা বাঁধা বুলির তাঁজা সুরে বড় দিগ্‌মারী হয়েছি ।

পার্শ্বতীর

বহুত যেহেরবানি বাদসাজাদি । তিকা করে' খাই, গাঁয়ে

অকাল, তাই রাজধানীতে এসেছি, বাদসার অন্দরে আমার গানের
এত আদর হবে যথেষ্ট ভাবি নি, শুধু তব—

পার্বতী মন্দিরা বাজাইয়া গান ধরিল গান

শুন গো মরম সখি
শুন শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকরে কমল অঁধি ।
মৃগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আপন পথ,
যেমন চাঁদের রসের পরশ
চকোর অজুহি রথ ।
যেন মেঘ ঘন, তাহাতে আবেশ
চাতক না পার বারি
সে জন পিয়ারে না পাই আবেশে
সে জন হতাশে মরি ।
জলের আবেশে চাতক করয়ে
তেমনি আমরা হই—
তবে সে জীরই অধির রমণী
জলদ পতিক সেই ।
চণ্ডীদাস বলে চলত নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান

চণ্ডীদাস

ঐ শুন বাঁশী

ভরে দশ দিশি

চল ত্যজি' কুল মান ॥

দোলেন।

চল্ চল্ ভিখারিণী, আমার নিয়ে চল্—সেই বাঁশীর সুরে ভরা
বাতাসে ভর করে', কচি কচি সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে, আমার
ছুটিয়ে নিয়ে চল্। সেই কপোর ধারা নদীর কূলে, সেই টগর চাপা
নব-মল্লিকার মালাঞ্জে, কমল-আঁখি নব নাগরের কাছে, যারে চির
যৌবনের অফুরন্ত রসে ভরিয়ে তোলা যায় না, যারে পেতে পেতে
জীবনের পর জীবন ফুরিয়ে যায়, চল্ আমার তার কাছে নিয়ে চল্—

পার্কীতী

বাদসার বাগানে এমন রাইপদ্ম ফুটে আছে কে জানে ?
সাহাজাদী আর এক টুকরো গান শুনিয়ে বিদেয় হই, শিরোপা
বাদসার কাছেই মিলবে বোধ হয়।

গান

তুয়া প্রেম সাধি গোরি,

আইহু গোকুল পুরে

বরজ মণ্ডলে পরকাশ,

ধনি, তোমার নহিবা জানে কে ?

গজন বচন স্তোর, শুনি মুখে নাহি ওর

সুধাময় লাগয়ে মরমে।

তোমা বিদু বেবা বত, শিরীতি করিছ কত,

সে শিরীতি না পুহল আশ।

তোমার পিরীতি বিহু, স্বতন্ত্র না হৈল তহু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥

দোলেনা

ইনাম ! আমার এই গজ মুক্তার হার ।

(কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা পার্শ্বতীর গলায়
পরাইয়া দিল)

ভিখারিণী, এমন গান তো কখনো শুনি নি, ঐ রসের স্বভাব
যার কণ্ঠে প্রথম বেজেছে, না জানি সে কেমন রসের রসিক, সে
প্রেমিক, সে প্রেমের সন্ধান পেয়েছে ।

পার্কীতী

সাহাজাদী, প্রেমের সন্ধান সহজে পায় নি । প্রাণ দিয়ে এ রত্ন
উদ্ধার করেছে । চণ্ডীদাসের অপূর্ণ কথা, গৌড়েশ্বরের বেগমবাগে
না পৌছবারই কথা ।

দোলেনা

সত্য বলেছি, বনকুলের মিঠে গন্ধ এ সোনার পাঁচার প্রবেশের
পথ খুঁজে পায় না । এখানে তোরাও করে' হীরেমুক্তো ঘেরা
আনিকের টবে বসবার গোলাপ ফুটিয়ে তোলে, ফটিকের সরোবরে
রূপোর দাঁড়ে মৃণালের ডাঁটার পদ্মকুল ফোটায়, খোদার উপর খোদ-
গিরি করাই এখানে বাহাধরি, সবচেই তাই এত অকচি—কে এ
চণ্ডীদাস, ভিখারিণী ?

চতুর্দশ

পার্কভী

পিরীতি রসের খনি। ...সে এক গল্প, সাহাজাদী—শুনবেন ?

দোলেনা

থাক্ থাক্। আবার একদিন আসিস্। ইনাম পাবি।

পার্কভী (কুর্নিশ করিয়া)

বিদায় হই, সাহাজাদী।

প্রস্থান।

দোলেনা

পিয়রা, এমন বুলি কখন শুনেছি, তোদের বাদসার মুখে
এমন রসের আলাপ কখন সম্ভব হবে ? কি বিশী, কি ভাসা ভাসা
মুখস্থ কর্কশ সঙ্ঘোষন ! বন গোলাপের গন্ধেই প্রাণ আকুল করে
—এখানে শুধু বিলাসের স্বাজ্, জীবনের ধার থাকে না—সব
ভোঁতা হয়ে যায়।

পিয়রা

সাহাজাদী, গল্পটা শুন'লে হতো।

দোলেনা

শুনি, তবে ডাক্ তাকে ! (শয়ন করিল) একটু ভোরে
বাতাস কর্।

রক্ষীকে ইঙ্গিত

পার্কভীর পুনঃ প্রবেশ

পার্কীতী .

সাহাজাদী, অধীনীকে স্মরণ করেছন ?

দোলেনা

হাঁ। তোর গল্পটা বলে' বা। আরও বক্সিস্ পাবি। পিয়ারা পড়ন্ত রোদ মুখে পড়েছে, চন্ড্র ঐ বকুল বনের কুঞ্জে, ফুলে ফুলে ও-দিক্টা ছেয়ে গেছে। ভিখারিণীকে সঙ্গে নিয়ে আয়।

অগ্রে দোলেনা ও পার্কীতী, সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গোড়ের রাজধানী,
বাদশার বিশ্রাম কক্ষ।

সময়—অপরাহ্ন।

যুসুফ সা পদচারণ করিতেছেন—

কুর্গিশ করিতে করিতে উজ্জির প্রবেশ করিয়া কহিল
জাঁহাপনা! আসামী কেয়ার, পরোয়ানা নিয়ে পাইক কিরে'
এসেছে।

যুসুফ সা

কোথায় পালাবে? গোড়ে, মিথিলায়, উৎকলে, বেখানেই সে
থাক্, তাকে ধৃত করা চাই—হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ছুটের দমন

চণ্ডীদাস

করাই রাজধর্ম । প্রদেশে প্রদেশে পরোয়ানা জারি কর, পঞ্চগোড়ে
খুঁজে না পাও, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে থবর পাঠাও, কোথাও যেন সে
আশ্রয় না পায় ।

উজির

হুকুম তামিলে গাফলতি হবে না । সেলাম খোদাবন্দ !

যুসুফ সা পদচারণ করিতে লাগিল,

পিয়ারার প্রবেশ

পিয়ারা

জনাব ! বাদসাজাদী বাহিরে অপেক্ষা করছেন ।

যুসুফ সা

কেন ! এখানে ! এমন অসময়ে !

দোলেনা প্রবেশ করিয়া কহিল

নাগিশ আছে, জাঁহাপনা !

পিয়ারার প্রস্থান

যুসুফ সা

চিরদিন বিচারার্থী আমি । বিচারকের আসনে তুলে' ধর
কেন, দোলেনা ! প্রহরী !

প্রহরীর প্রবেশ

কোন কাজে কেউ যেন এখন না আসে ।

(প্রহরী প্রস্থান করিল)

দোলেনা, বেগম মহলের সীমা উল্লঙ্ঘন করে' এমন অসময়ে
আবির্ভাব ! — অভিযোগ গুরুতর নিশ্চয় ।

দোলেনা

হুর্কিসহ অত্যাচার জাঁহাপনা, কথা শুনে' স্থির থাকতে পারি নি,
—তাই দৌড়ে এসেছি ।

বুহুক সা

কলহের আগুন অলেছে বুঝি ? খোজারা বিপ্লব বাধিয়েছে ?
বাঁদীদের কোন গাফিলতি হয়েছে ?

দোলেনা

বাদসার অমুগ্রাহে, দোলেনার হুর্জর স্পর্শের সাম্নে, ও-সব
তুচ্ছ, তার কল আসিনি, প্রিয়তম !

বুহুক সা

রাজ্যরক্ষায় তো উদাসীন নই, কি সে সংবাদ দোলেনা, যা
আমার সজাগ দৃষ্টি অতিক্রম করে' সপ্তপ্রাচীর বেষ্টিত বেগম মহলে,
তোমার প্রাণে আঘাত দিচ্ছে ?

দোলেনা

সম্রাটের শাসনাধীন বীরভূম জেলার নামদুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের
উপর অমাহুযিক অত্যাচার হয়েছে ।

বুহুক সা

ধন্য আমাকে, সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে এ সংবাদ পাবার আগে,
আমি তার প্রতীকার করেছি ; খোদা রাজহও অযোগ্যের হস্তে
তুলে' দেন নি, দোলেনা !

চণ্ডীদাস

দোলেনা

আর লজ্জা দিবেন সা, অধীনীর ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। বড়
নিষ্ঠুর ঘটনা জনাব, বড় করুণ, বড় মর্শ্বস্পর্শী !

যুসুফ সা

শুধু তাই নয়। এমন আশ্চর্য্য, এমন তাজ্জব ব্যাপার, কেউ
কখনো শোনে নি।

দোলেনা

মৃতের জীবন পাওয়ার কথা বলছেন ? কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য
শিশিরসিক্ত শীতের গোলাপ—তার মধুর গান—

যুসুফ সা

কেন হবে না দোলেনা, যে গাছের কুলে গৌড়ের সাম্রাজ্যী
মাতোয়ারা, তার মূলে শরীরের খুন ঢেলে ফুল ফুটিয়ে তুলেছে ; প্রাণ
দিয়ে পাওয়া সে রত্নের কি তুলনা আছে !

দোলেনা

প্রিয়তম !

যুসুফ সা

দোলেনা !

দোলেনা

শুধু প্রাতিভানি শুনেছি—

যুসুফ সা

বুঝেছি। সম্রাজ্যীর সাধ পূর্ণ হবে। আমি আজই চণ্ডীদাসকে
রাকসভার নিরে আগার হুকুম জারি করছি। যে মুসলমান সম্রাট—

গণের অগুগ্রহে হিন্দু কবির প্রতিভা আজ দেশব্যাপী, বিজয়ী জাতির
মসজিদের পাশে হিন্দুমন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা অবাধে বাজছে ; ইদ
সবেবরাৎ মহরমের পাশে দুর্গোৎসব রাস দোল মহাসমারোহে
সম্পন্ন হচ্ছে, সেই মুসলমানের উদারতার গৌরবরক্ষায় যুগ্ম সা
কাতর নয়—আজ আমার রাজ্যে হিন্দুমুসলমান সমান অধিকার
পেয়েছে। সম্রাজ্ঞী, রাজসভায় রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালীর গান
শুনেন, শীঘ্রই চণ্ডীদাসের কীর্তন তোমার কর্ণে মধুবর্ষণ করবে।

দোলেনা।

ধন্য জাঁহাপনা, ধন্য আপনার অগুগ্রহ !

যুগ্ম সা

সারাদিনের ক্লাস্তি অধর মকরশ্রেণী দূর করে' দাও, দোলেনা—
প্রাণেশ্বরী !

হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মঙ্গলকোট, গঙ্গাতীর।

সময়—মধ্যাহ্ন।

বনস্তুকাল, মধ্যাহ্নরৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে,
রুকে রুকে ফুলের হাদি, সম্মুখে প্রশস্ত পথ গ্রামের

চণ্ডীদাস

দিকে গিয়াছে, বিদ্যাপতি ও শিবসিংহ এক প্রকাণ্ড
বটবৃক্ষ-মূলে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন :—

শিবসিংহ

কিসের কোলাহল, বিদ্যাপতি ?

বিদ্যাপতি

গজাবকে ঐ বজ্রা থেকে কোলাহল উঠছে।

শিবসিংহ

বাদশা যুদ্ধে সার জয়ধ্বনি ? সম্রাটের বজ্রা।

বিদ্যাপতি

তাই বটে। অর্দ্ধচন্দ্রলাহিত পতাকা উড়ছে। বজ্রা
এখানেই ভিড়বে।

শিবসিংহ

লোকজন অনেক। ঐ যে তাঞ্জাম নিয়ে সব আসছে। শূন্য
তাঞ্জাম, সম্রাটের নিমন্ত্রিত কেউ এখানে আছে। বিদ্যাপতি,
পুরন্দর পথ ভুল করে নি তো ?

বিদ্যাপতি

না, মহারাজ। নান্দুর এসিদ্ধ গ্রাম, তা' ছাড়া চণ্ডীদাসের
পরিমায় নান্দুরের পথ আজ উজ্জল, আলোকময় ; দীর্ঘ পথ, তাই
বিলম্ব হচ্ছে—মহারাজের বড় কষ্ট হ'লো।

শিবসিংহ

এই বসন্তের মধ্যাহ্নে, কুসুম-পরাগ-মিশ্রিত গজাশীকর-সম্পৃক্ত

মলয়স্পর্শে, নবজীবনের আশ্বাস পাচ্ছি। দেখ, কাকন-কুম্ব-ছত্র
পথের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে, বাতাসে ঘন ঘন তরুণির
কাঁপছে, যেন উৎকর্ষায় ধৈর্যহীন হৃদয় হুক হুক ছলছে, চণ্ডীদাসের
প্রতীকার! এই স্নিগ্ধ বটের ছায়ায় কবিসম্মিলনের তীর্থ-সঙ্ঘ
দেখতে আকুল মন ধৈর্য্য আর মানতে চায় না। বিপুল প্লুকে
দেহ ভরে' গেছে, কষ্টের কথা ভেবো না, বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি

মহারাজ! পথ চেয়ে আমিও কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছি।
ধৈর্য্যের বাধ আমারও ভেদেছে।

শিবসিংহ

দূর পথে কে বেন আসছে, পুরন্দর কি হচ্ছে বোধহয়?

বিদ্যাপতি

এমন ঝামর ঝামর কুটিল কেশ তো পুরন্দরের নয়!

শিবসিংহ

তবে কোনও অপরিচিত পথিক।

বিদ্যাপতি

পথিক! না মহারাজ, পথিকের এগিয়ে আসার সঙ্গে আমার
হৃদয়ের তো কোন সঘর্ষ নাই, বুকের মধ্যে আমি যেন কার সাতা
পাচ্ছি!

শিবসিংহ

অভিনব জলধরকান্তি, স্নানর পুণ্য, মদনচাঁপার শূন্য-করা এ
প্রেমের মূর্ত্তি কে, বিদ্যাপতি?

চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি

বুঝি দেখার সাধ মিটলো ! এ নিশ্চয় প্রেমের ঠাকুর চণ্ডীদাস ।
তাইতো মহারাজ, কি বলি, কি জিজ্ঞাসা করি ?

চণ্ডীদাসের প্রবেশ

চণ্ডীদাস

কবিপতি বিদ্যাপতি, গুণধাম,
তুনি তব নাম,
পুলকে পুরিল অঙ্গ,
ধৈর্য ধরিতে নারি—
অকিঞ্চনে করুণা অপার ।
নমি শির,
অঁধি নীর নিবারিতে নারি,
বচন না সরে মুখে !

বিদ্যাপতি আলিঙ্গন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল

দরশনে পরমাদ মানি,
শ্রাবণের ঘন, করে ছনয়ন,
অবিরত কাঁপয়ে পয়াল,
উল্লাস কল্পন,
আলাপন করে যান্না !
(উভয়ের নীরবে অদৃষ্টান)

শিবসিংহ

রসের ডুবায়ি, ডুবে' ডুবে'ই রস ভোগ করবে? এ অধম তীর্থ-
যাত্রীকে কিছু অংশ দেবে না?

বিজ্ঞাপতি (আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া)

মহারাজ!

শিবসিংহ

বুঝেছি কবিরঞ্জন! অন্তরের মিলন পরম উপভোগা, অন্তরেই
তাই তা লুকিয়ে রাখতে হয়, কিন্তু শিশিরে পদ্মকুলই কোটে,
আমার মত কেতকী কিংগুক যে শুকিয়ে যায়!

বিদ্যাপতি

কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস,

কি কহিব বাঁশীর নিশ্বাস,

মরম বিধিলে বাণে,

আকুল বিরহে ভাদ্রিল ধৈর্য্য বাঁধ—

দরশনে অমুরাগ ভেল,

আজি সুপ্রভাত,

চাতক পাইল বারি,

চকোর চুম্বিল টাদে,

ভাবিল স্বপ্নবশ!

চণ্ডীদাস

কোটা কোটা শ্রবণ বহিয়া

রসময়, রসাইলে—

মজাইলে জগচিত, পুলকে মগন,

নর নারী, নাগর নাগরী

নিমগিল রসকূপে ।

নারদ ছাড়িল বীণা,

রসের ঝঙ্কার গোবিন্দ-গৌরী-গীতি,

গমকে গমকে ফুরে,

অধাকণ্ঠে ভুবন ব্যাপিয়া—

শুনই দেখই তুরা,

সে সাধ পুরিল আজি,

সৌভাগ্য অধিক মানি ।

বিদ্যাপতি

রসগীতি তুরার অধিক কিবা জানি ?

রসিকমুকুট মণি,

প্রেমধনে ধনী

একাধারে রসিক, প্রেমিক,

সাধকের চুড়ামণি তুমি,

বরজ-যুগল-গীতি,

জাম গৌরী অমৃত বিলাস,

মৃত্যুঞ্জয়ী রস পানে ;

সে রস কিঞ্চিৎ

মধু চিতে কর পরচার ।

চণ্ডীদাস

স্বর ভয়ে কোকিল নীরবে,
 চামরী সরমে মরে
 কবরী শোভায় ;
 রসের সাগর,
 তুলনায় গোপন এ দীন ।
 শুনি মধুর রসের কথা ।
 কিবা রস রসিক সৃষ্টিয়ে ?
 যে রসে রসিক সৃষ্টি,
 রসিকা রসিকে গড়ে,
 রসিকার রসিক আশ্রয় ,
 রতি হইতে প্রেম কিবা
 প্রেম হইতে রতি ?
 কহ বিদ্যাপতি,
 লছমী চরণ করি' ধ্যান,
 কিরে কাহে মানব অধিক ?

বিদ্যাপতি

সঙ্কেতে গলিল হিরা,
 লছমী চরণ স্মরি'—
 চাতুরী শিখেছ ভাল ।
 তন চণ্ডীদাস,
 কাম স্মর,

চণ্ডীদাস

পুরুষ প্রকৃতি স্থল পরকাশ তার ।
কায়ার ঘটনে যে কিছু হোয়ত
রতি প্রেম তাহে পরচার ।
মদন নয়ন বাণ,
হানি দৌহে পিরীতি স্বজরে,
প্রাণে প্রাণে লোভ উপজয়,
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
দৌহে মিলি সব জ্ববময়,
বিলাস উপরে উপজে পরম নিধি,
সেই সে রসের সার ;
কিন্তু হের পুরুষ অবশ,
রতিসুখকালে সবশ প্রকৃতি,
অধিক সুখ হি পায়,
পিয়ে রস, রসময়ী রাধিকা অধিক ।

চণ্ডীদাস

এই তো শৃঙ্গার রস,
রসিক ভক্তত বত,
রত সার শৃঙ্গার সাধনে,
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গার রসের বরা ।
রস ঘন শৃঙ্গার-মুরতি,
পুরুষ প্রকৃতি,
যে জন বাহাকে ভজে,

মজে বজে গুরু বস্তু সেই সে সাধনা ।

রসময়ী রসিকা নাগরী,

জাগে হৃদে অবলা মূরতি,

রতি রসে ডুবু ডুবু প্রাণ,

ঘন ঘন নাগরে দরশ,

দরশে পরশ আশ,

সে লীলা বিলাস, কি রস প্রকাশ

রসিকে বুঝিতে পারে,

অন্তে না বুঝিবে কেহ ।

হৃদিকুঞ্জে কনক আসন

তাপিত অনল দেহ,

নবীন মদন রাজা,

চন্দন শীতল রতি,

পঞ্চরসে আনন্দ মগন ।

নিত্য লীলা নিত্য নৃন্দাবনে

ব্রজেন্দ্রনন্দন সেবা,

রসময়, রসের কারণ ।

(কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর দূরে কোলাহল শুনিয়া)

শিবসিংহ

ভূমূল কোলাহল! চতুরঙ্গ সেনার জয়োচ্ছাস—যেন এই
দিকেই সবাই আসছে ।

চণ্ডীদাস

বিজ্ঞাপতি

বাদসার লোকজন এ'রই মথো ফিরছে। বোধহয় পথ ভুল করেছে।

শিবসিংহ

চাতকের কণ্ঠ এখনও পরিপূর্ণ সরসতা পায় নি, বিজ্ঞাপতি,—
স্বর্ধ্যাস্তের রৌদ্রে নদীর কোলে বেলাভূমি বড় উজ্জল মনোরম
দেখাচ্ছে, চল নদী গর্ভে এগিয়ে যাই।

যুসুফ সার প্রেরিত লোকজনের প্রবেশ

জ্ঞানৈক অহুচর

লোকমুখে কবি চণ্ডীদাসের সন্ধান পেলুম, তিনি এই দিকেই
এসেছেন—কৈ তিনি ?

চণ্ডীদাস

কেন ? আমারই নাম চণ্ডীদাস।

অহুচর

অভিবাদন করি। (পত্র প্রদান করিয়া) বাদসা যুসুফসার
নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে এসেছি, তাক্সাম পশ্চাতে, রাজধানীতে আপনাকে
সভাগমন করতে হবে।

শিবসিংহ

কবি বিজ্ঞাপতি,—পুরন্দর ?

চণ্ডীদাস

তিনি আমার অতিথি, আপনাদেরও অধোনের কুটীরে ফিরতে
হবে।

পঞ্চম অঙ্ক

—:—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজধানী গোড়ের রাজপথ।

সময়—প্রাতঃকাল।

পূর্ণানন্দ হাকিমবেশে এবং কমলানন্দ ছুজনে
দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে—

পূর্ণানন্দ

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আগে বিশ্রাম করগে। ঐ বাড়িতে
একটু দরকার আছে—এখনি কিরবো। যাও, আর দাঁড়িয়ে
থেকো না।

কমলানন্দ

অদ্বৈত কনভা আপনার। চারিদিকে রাজাসুচর দিচ্ছে,
আপনাকে গ্রেপ্তার করতে, কিন্তু প্রকাশ্যেই আপনি ঘুরে
বেড়াচ্ছেন, কার সাধ্য আপনাকে চেনে?

পূর্ণানন্দ

ই।। তত্ত্বের রাসায়নিক প্রক্রিয়া আমার কিছু কিছু জানা
ছিল, তত্ত্বের চিকিৎসা-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছি, বাস্তবেই চাকির

চণ্ডীদাস

সেজে' রাজধানীতে থাক। খুবই নিরাপদ হয়েছে—স্বনামও যথেষ্ট
অর্জন করেছি। (দূরে দেখিয়া) ঐ সে ব্যক্তি আসছে, তুমি
একটু দাঁড়াও, আমার বিশেষ কাজ আছে।

জনৈক নগরবাসীর প্রবেশ

নগরবাসী

সেলাম—হাকিম সাহেব। লেড়কা জানে বেঁচেছে, বড় মেহের-
বানি! গরীবের মা বাপ্ আপনি। খোদা আপনার ভাল করুন।

পূর্ণানন্দ

মুন্সিজী, তুমি বড় ইমানদার। খোদার মেহেরবানিতেই
লেড়কার বেমারি সেরেছে, আমি উপলক্ষ। তবে একটা বড়
জরুরী কাজ তোনার করতে হবে। দূর দেশে যাচ্ছি, তা না হ'লে
নিজেই করে' যেতুম।

নগরবাসী

হুকুম করুন, আপনার কাজ নিশ্চয় তামিল হবে।

পূর্ণানন্দ

(একখানা চিঠি বাহির করিয়া) এই চিঠিখানা
বাদশার হাতে দিতে হবে, দরবার বসবার আগেই। যেন ভুল না হয়।

নগরবাসী

(পত্র গ্রহণ করিয়া) যদি পুছ করেন কার চিঠি?

পূর্ণানন্দ

বোলো হাকিম সাহেব দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়
আছে।

চণ্ডীদাস

নগরবাসী

ছত্ৰ তবে আসি। ঢের বেলা হ'ল। চিঠি বাদ্শার হাতেই
দেবো। সেলাম।

প্রস্থান

পূর্ণানন্দ

কমলানন্দ !

কমলানন্দ

প্রভু ! কোন নতুন কাঁচ পাতার আরোজন হচ্ছে বুঝি ?

পূর্ণানন্দ

এবার ব্রহ্মা নিক্ষেপ করেছি—আর পরিজ্ঞান নাই। পতনের
মত চণ্ডীদাস অনল আলগন করেছে।

কমলানন্দ

ষটনাটা কি ?

পূর্ণানন্দ

বেগমের প্রণয়-পাত্র চণ্ডীদাস। গান শুনে' বেগম মুগ্ধ, প্রতি
রাত্রেই বেগমের অভিপার প্রত্যক্ষ করছি, অন্তঃপুরবন্দীদের মধ্যে
নিশ্চয় বড়বয় আছে, বাদ্শার কানে কথাটা তুলে' দিলুম, একটু
সতর্ক দৃষ্টি দিলেই গোপন প্রণয় প্রকাশ হয়ে পড়বে—চণ্ডীদাসের
শূল আর বেগমের কাঁচি কেউ রোধ করতে পারবে না।

কমলানন্দ

এ যে উপভাস !

চণ্ডীদাস

পূর্ণানন্দ

কিছু সত্য !.....এখন নাম্নুরের খবর কি বল।

কমলানন্দ

নাম্নুর অন্ধকার। চণ্ডীদাসের অভাবে গ্রাম শ্রীহীন, বিজয়-
নারায়ণের অত্যাচারে তুলসী গৃহত্যাগিনী হয়েছে।

পূর্ণানন্দ

সব্বদ শিদ্ধ হ'লো। বিজয়নারায়ণের বংশে বাতি দিতে কেউ
থাকবে না। চণ্ডীদাস আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন। হোঃ হোঃ
কমলানন্দ ! শক্তিসাধকের অপমান ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ !!
চল এইবার নাম্নুরে যাই, তুলসী যদি আত্মঘাতী না হয়ে থাকে,
ভৈরবী চক্র তাকে প্রধান শক্তির আসনে বসাব। (কমলা-
নন্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া) কমলানন্দ, তুমি কি
অস্থির ? তোমার মুখে চোখে বিষন্ন ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

কমলানন্দ

আমি কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। অপরাধের মাত্রা যেন
আমাদের দিকেই ভারী হয়ে উঠছে !

পূর্ণানন্দ

অপরাধ ! আমাদের অপরাধ !! তুমি কি বলছ, কমলানন্দ ?

কমলানন্দ

কঙ্কচূত নক্ষত্রের মত কোথায় যেন ছুটে চলেছি ! অপমানের
প্রতিশোধ নিতেই জীবন ভোর হয়ে যায়। পথের সন্ধান বুঝি
পাওয়া গেল না !

পূর্ণানন্দ

যাবে। বিশ্বাস হারিও না। জীবনের দিন অল্পলি রেখার
গুণে' শেব ক'র না, অনন্ত জীবন পড়ে' আছে, সমুখের জটিল গ্রন্থী
অবসাদের কঁক দিবে এড়িয়ে না যার। চাই সৰ্ব্ব বিষয়ের চূড়ান্ত
পরিসমাপ্তি। সঙ্কল্প সাধনের অৰ্দ্ধ পথ থেকে ফিরে' বাওয়া অক্ষমতা!

কমলানন্দ

কিন্তু চণ্ডীদাস অসাধারণ মানুষ। মরণ জয় করে' সবাইকে
তুচ্ছিত করেছে, এবারও হয়তো কোনও অলৌকিক কাণ্ডের সৃষ্টি
করবে!

পূর্ণানন্দ

বাতুল! এই সামান্য বিভূতি দেখে'ই আত্মহারা হয়েছ?
চণ্ডীদাস হঠাৎবাগ জানে। মরণের ভান জড় সমাধি মাত্র। অগ্নি-
উত্তাপে সে সমাধি ভঙ্গ হয়েছিল, শবদাহ ক'রতে যারা গিয়েছিল,
তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ, প্রকৃত পক্ষে অলৌকিকতা এ'র ভিতর কিছু
নেই—এইবার বাদসার রোয়ানলে চণ্ডীদাস যদি পুড়ে' ছাই না হয়,
আমি তার ভৃত্য হবো! এখন, এস বিশ্রাম করবে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গোড়ের রাজধানী।

দোলেনার কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ন।

ব্রজবাসিনী বেশে দোলেনা বীণা বাজাইয়া গান
গাহিতেছে ; পিয়ারা বসিয়া আছে—

গান

শুন সই

শ্রামের বাঁশীর কথা কই।

সতী কুলবতী আমি যে স্বতী

কান্ন কলঙ্কিনী হই।

খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে

বধির করিল বাঁশী,

সব পরিহারি', করিল বাউরী

হইলু চরণে দাসী।

জপতে জমরি, তিলে তিলে বরি

পরানে সংশয় হই।

পিয়ারা

সাহাবাদী, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

দোলেনা

আর উপায় নাই পিয়ারা, এ প্রেমের কুল নাই, তল নাই, এ

বড় মধুর আশনাই, শান্তিহীন সঁতার, মৃত্যুহীন ডুবে থাকা !

পিরারা

জাঁহাপনা জান্লে মুক্তি হবে ।

দোলেনা

তুই চাকরী ছেড়ে দে, আমার এক রাশ জহরতের গহনা ঐ
বাক্সে আছে, তোর জীবন কেটে যাবে, কোন দূর দেশে গিয়ে
বাস করগে !

পিরারা

দোলেনা বিবি ! আমি কি নিজের জন্তে বলছি ? বাদীর
জীবন কড়ি দিয়ে কেনা, ক্রেতার যখন খুসি জবাই করবে, তার
জন্ত প্রস্তুত আছি । ভাবনা বেগম সাহেবের জন্ত, ঐ শিরিশ ফুলের
মত কোমল শরীর, বাদসার কঠোর শাস্তি কেমন করে' সহ্যবে,
সাঁজানী ?

দোলেনা

ভুল দেখ'ছি পিরারা, এ তোর নজরের দোষ । দেহটাই
আজ আর সবখানি নয় । শোনু তবে, কাকের সে, পখের তিথারী
সে, কিন্তু আকাশ চিরে' বিহাৎ ঠিক্য়ে পড়'ছে তার চোখের কোণ
দিয়ে, গানের সুরে ছিটিয়ে দিচ্ছে সিকার ধারা, বিষের আগার
কলিজা স্বপ্নে যায়, সাতনার বুলি, স্নেহমমতার ধারা সব জুড়িয়ে
দেয় ! উদ্ধত বাংলার বেগমকে সে অনায়াসে বশ করে' কেপুলে ।
সে কি দিয়ে, পিরারা ?—সে এমন কি পদার্থ, বা বাংলার বাদসার
দিতে হার মানে ?—সে কিসের আশাদ, বা প্রবল বুক সার

চণ্ডীদাস

সামর্থ্যে কুলায় না? তা যদি জান্তিস্, এই বহুপুষ্ঠ শরীরটার
ভাবনার অধীর হতিস্ না!

পিয়ারা

সে কি সাহাজাদি?

দোলেনা

আন্। ঐ দেরাজ খুলে' সিরাজীর বড় বোতলটা নিয়ে আয়,
এক নিঃশ্বাসে পান করে' ফেলি।

পিয়ারা

সত্যি সাহাজাদি!

দোলেনা

হাঁ। কুণ্ডলী পাকিয়ে রক্তের চেউ বুক টুঁ মেরে ফিরছে,
নিয়ে আয়, সরাবেব মাদকতায় আরও তা উথলে উঠুক, শুমরে বে
বাণী অন্ধকারে ঘুরে' নরছে, বুক ফেটে' তা আলোর রাজ্যে বেরিয়ে
আসুক।

পিয়ারা দেরাজ খুলিয়া সিরাজীর বোতল ও
পানপাত্র আনিয়া দিল—দোলেনা পানপাত্রে
সিরাজী ঢালিয়া কিয়দংশ পান করিয়া কহিল—

আঃ, আরও, আরও—(সবটাই পান করিল) আকঃ
পূর্ণ হোক। শোন্ পিয়ারা, তুই একলা শুন্বি? না ডাক
তোদের বাহ্নাকে। মিথ্যার শেখবাজ যনে' গড়ুক, লজ্জাহীনার
উলঙ্গ সত্য মরণপণেই খরিদ করবো; মৃত্যু,—আঃ বহু আমার!

মরণের পথ দিয়েই বে পেতে হবে—পিয়রা !

পিয়রা

সাহাজাদী, একটু স্থির হোন্ ।

দোলেনা

ছিঃ-ছিঃ, এই রূপ, এই নরনের রোশনাই, এই শ্রমীণের
আগুনে পতঙ্গ পুড়িয়ে গর্ষ করি, বাদসার মাথার তাজ বার বার
চরণে দলি, বড় স্পর্ধা, বড় গরিমা, রূপের সীমা খুঁজে পাই না !
পিয়রা, বড় ছোট হয়ে গেছি ; ভুজঙ্গিনীর উন্নত ফণা, বাহুকরের
মস্ত্রে চির নত হয়েছে, কিন্তে গিয়ে বিকিয়ে গেলুম, কেন্‌বার মূল্য
খুঁজে' পেলুম না !

পিয়রা

হাসির কথা বটে ! রূপ ঘোবন ঐশ্বর্য—আমীর ওমরাও'র
মাথা লুটিয়ে পড়ে, তা দিয়ে একটা ফকিরের মন কাড়তে পারলে
না !

দোলেনা

না পিয়রা, এক মুহূর্তের জন্ত মনে হয়েছিল, বাদসার কাছে
কাফেরের ছিন্ন শির প্রার্থনা করি, কিন্তু সে একটা মুহূর্ত নাত্র ।
তার তো উপেক্ষা নাই, ঘৃণা নাই, পরশে পরশে বুঙ্‌লুম এ রূপ
ঝুটা, এখানে এ'র কদর নাই, তবুও সে চেয়ে রইলো ! চুষনে
লালসার আগুণ নিভলো, তবু সে চেয়ে রইলো, আমি আহত
মর্দাহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লুম, সে আমার হাত ধরে' বুকে
তুলে' নিলে ! স্বপ্নের উজাপ সেখানে খুঁজে পেলুম না, সর্ব শরীর

চণ্ডীদাস

অলে' গেল, উপায় ছিল না ; সে আশ্বনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাহিরে
আসি, পুড়ে' ছাই হলুম ! ঠাসাঠাসি ফুলের গন্ধে ভারী বাতাস অমৃত
লেপে' দিচ্ছে গেল, নূতন জীবন, অপার্থিব মিলনের রাগিণী হাজার
বীণে এক সুরে স্বাক্ষর দিচ্ছে, পাছে ভুলে বাই পিয়ারা, তাই চেয়ে
থাকা, দিনের আলো সহ হয় না, রাতেই অতিসারে ছুটি, তাই
রাতেই প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকা, কি হবে পিয়ারা ? নিমিষে যদি
হারিয়ে যায় !

পিয়ারা

সাহাজাদি, বাদসা আসছেন ।

নৃত্য গীত করিতে করিতে নর্তকীগণের প্রবেশ

গান

নব নাগরী ধর নাগরে ।

নরনে, নরনে, অধরে, অধরে ॥

মাতল মদন পঞ্চম কুছতান

ব্রমর ব্রমরী গুজরে ॥

নর্তকীগণের প্রস্থান

যুসুফ সার প্রবেশ

যুসুফ সা

মোশেনা !

পিয়ারার প্রস্থান

দোলেনা

আম্নন জাঁহাপনা ।

বুহুফ সা

রুদ্ধ উৎস আজ মুক্তি পেয়েছে, আজ বুঝি মদন উৎসব !

দোলেনা

মরণের আশ্বাদ যদি পাই, তবে তাই ।

বুহুফ সা

নূতন কথা । সব দিক দিয়েই তুমি নূতন হয়ে উঠেছো !
বাংলার বেগম অনাড়ম্বরে বসন ভূষণে নূতন রূপ ছুটিয়ে তুলেছ ।
স্বর্গের পারিজাত দোলেনা, বুহুফের কণ্ঠে আর শোভা পায় না !

দোলেনা

অধোগ্য আমি জাঁহাপনা ।

বুহুফ সা

এ'ও নূতন কথা । তোমার মত নারীরই সুচর্চা ;—দোলেনা,
একটা কথা তোমার জিজ্ঞাসা করি,—জীবনের মধ্যাহ্নে এটাও
নূতন কথা !

দোলেনা

কি বলুন ?

বুহুফ সা

তুমি কি আমার ভালবাসো ? (দোলেনা মাথা নত
করিয়া রহিল) বুকেছি, আচ্ছা আমি !—

চতীদাস

দোলেনা

অবকাশের ফাঁকে জাঁহাপনার মনে দোলেনার মূর্তি স্মৃতিভিত্তি।

বুহুক সা

তাই যে মেঘ বনিয়ে ওঠে অস্তরে, তা দোলেনার রূপের জলুঘে
সরে' যায়, মিলিয়ে যায়, জীবন আমার দোলেনাময়। কিন্তু
দোলেনা, হাজার চর্য্যাগে এমন বজ্রপাতের সম্ভাবনা মনের কোণেও
স্থান দিই না !

দোলেনা

কি জাঁহাপনা ?

বুহুক সা

(পূর্ণানন্দের পত্রখানা দোলেনার হাতে দিয়া
কহিল)

এই দেখ। তোমার মুখ থেকে কেবল শুন্তে চাই, এটা
মিথ্যা কথা। তারপর নিপিঞ্জেরক যেই হোক, যেখানেই থাক,
গায়ের আন্ত ছাল ছাড়িয়ে, ক্ষুধিত কুকুরের সামনে তাকে নিক্ষেপ
করবে।.....ঘাড় হেঁট করে' খেতে না। সিন্দুরের মত মুখ-
খানা রাঙা হ'য়ে উঠলো যে! বল দোলেনা, এটা মিথ্যা তো!
মুখে ব'লতে বিলম্ব যদি হয়, ইঙ্গিতে জানাও, লজ্জা কি! মিথ্যা,
মিথ্যা, দাঁড়াও উজিরকে পরোয়ানা জারি ক'রতে ব'লে আসি।

প্রস্থানোদ্যোগ

দোলেনা

জাহাপনা ! (মাথা নত করিল)

বুহুফ সা

বল, হাজার কথা কিছু নাই, দোলেনা !

দোলেনা

আমি ব্যাভিচারিণী !

বুহুফ সা

মিথ্যা কথা ! সিরাজীর ঘোরে মাথা নিশ্চয় বিকৃত হয়েছে,
যাও এখন যাও, কাল প্রাতে উত্তর দিও ।

দোলেনা

খোদা সাক্ষী, আমি ব্যাভিচারিণী !

বুহুফ সা

খোদার নামে কলঙ্ক দিও না, এ পরিহাস নয়, দোলেনা !

দোলেনা

পরিহাস নয়, জনাব ! এই দেহ ঘোবন দিয়েই যখন সে রক্ত
কিন্তে ছুটেছিলুম, তখনই আপনাকে প্রহারণা করেছি, ব্যাভি-
চারিণী হয়েছি —আমার শাস্তি দিন ।

বুহুফ সা

তীক্ষ্ণ ছুরি বুকে বলিয়ে দিচ্ছ । স্পষ্ট করে' বল, সত্য করে'
বল, হুনিয়ার মালিক সাক্ষী—এ-বড় নিষ্ঠুর বেইমানী !

দোলেনা

বুক ফেটে' যায় জনাব । আর আমার কোন কথা ভিজালো

চতুর্দশ

করবেন না, আমার শান্তি দিন্ ।

সুস্থক সা

জাহান্নামের আগুন—কাল-সর্পের দংশন—গুড়ে' মলুম ! অলে'
মলুম ! !

প্রস্থান

দোলেনা ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রামমণির বাটী ।

সময়—মধ্যাহ্নকাল ।

ঘরের চালে স্থানে স্থানে খড় নাই, চতুর্দিকের
বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, উঠানে বসিয়া রঘুবীর ও
রামমণি কথা কহিতেছে—

রামমণি

বার বার করে অবহেলা,

অবলা বধিতে করে ছল ।

প্রতারণা—ঘোর প্রতারণা,

অমৃত অধরে ধরে,

অস্তরে গরল ।

কোমল প্রকৃতি নারী,

তাই কি সহিতে শুধু,
নিরমিলা বিধাতা যতনে
রমণীর হিয়া ?
পুরুষের প্রবঞ্চনা নির্মম কঠিন !

রঘুবীর

শুধু বসে' বসে' ভাবা ! খাওয়া-দাওয়া চুলোয় গেল—কেবল
ভাবা ! এ ছেলেটার পেটের আলা আছে, আজ কি আর রাগা-
বাগা হবে না ?

রামমণি

রঘুবীর ! উপেক্ষার রাক্ষসী হাসি,
নশ্বে মশ্বে আগায় আগুন,
ধূ ধূ বিশ্ব নিশ্বাস পবনে,
কড়কা আকাশে করে,
ছোট্টে উচ্চা তীর বেগে ।
দেখ সে উন্মাদ, কক্ষ কেশভার,
অঁধি কোলে নৈরাশ্রের ছায়া,
কালি-মাথা গুট অনাদরে,
কণ্ঠ অস্থি বক্ষের পঙ্কর
নিরানন্দে ঠিকারিয়া পড়ে,—
কে তারে প্রসন্ন হস্তে,
সুখা লেপে' দিল,
ক্লমরকুণ্ঠিত কেশ কন্দর্প জ্বিলিল,

নয়নে নাচিল কৃষ্ণি,
 অধরে সোনালী রেখা,
 কলেবরে যৌবন উছলে !
 তবুও ছলনা,
 অবলা নারীর প্রাণ,
 রোদনে না মানে মানা ;
 বিকাইয়া জীবন যৌবন,
 চরণে শরণ নিহু ।
 কলকিনি !—লাহুনা বাড়িল ভালে,
 মাথা মুড়াইয়া দেশান্তরী করে লোকে ।
 পরিহাস, মৰ্মভেদী পরিহাস. ব্রঘুবীর !
 যার তরে হুঃখসিদ্ধ নীরে
 অবলা ভাসিয়া চলে,
 সমাজে সে চাহে স্থান !
 পিরীতির মান,
 প্রাণপণে রাখিছে সে বার ।
 তারপর,
 মৃত্যুশেল পড়িল শিয়রে ।
 প্রাণহীন কার,
 তুলে' ধরে সজ্জিত চিতার.
 অনল সংযোগে সবাই উদ্ভোগ করে,
 হরি, হরি, প্রতিধ্বনি গগনে গগনে ।

বাগুনীর বরে অর্দ্ধ পরমায়ু দিয়ে,
 হাতে ধরে' উঠাইলু মৃত্যুনিদ্রা হ'তে ;
 সেই হ'তে বাড়িল গৌরব,
 সেই হ'তে বাজে কঠে মুরজ মধুর ।
 অক্লুতজ্ঞ ভুলিল সে কথা,
 দর্পে মোরে দলে পদতলে !
 অভিশাপ, বক্ষ চিরে' লক্ষ সর্প ছোটে—
 করাল দংশন নিবারণ নাহি হয় ।
 সফেন গরলে জলে' জলে' মরে,
 মৃত্যুদণ্ড, প্রতিহিংসা পিরীতি তর্পণ !

রঘুবীর

অমঙ্গলের কথা বলতে নেই । বান্ধার নিমন্ত্রণ, তাই দিবতে
 বিলম্ব হচ্ছে । তোমার দেবতা তোমার ছেড়ে কোথায় যাবে, মা ?

রামমণি

জান না ভুজঙ্গ মংশেছে বুকে !
 মৃত্যুজালা সহি অনিবার—
 প্রতিকার আর না চাইবে ।
 টুটিয়াছে পিরীতি বন্ধন,
 হৃদয় হয়েছে চুর,
 শঠের নির্মম ছুরি,
 বক্ষে গাঁথা পিরীতির প্রতিকূল ।
 শুধু দাবানল জলে চিতে,

চণ্ডীদাস

গুড়ে' বাই, ফুৎকারে উড়াবো ছাই,
হা-হা রবে বয়ে যাবে
চৌষটি পবন, বজ্র ছিঁড়ে'
গুঁড়াব খেলের মাথা।
অশান করেছি যদি,
সহস্র ডাকিনী নাচে প্রতিবিধিংসায় !

জটধারী ও পার্শ্বতী প্রবেশ করিল

পার্শ্বতী

পাগলী, চিরজন্ম অহঙ্কারেই মলি ! বৃন্দাবনের চির রাস
তোর চোখে পড়লো না। পিরীতির মন্ত্র দিলি, জগতের অভিষাপ
কিনে ম'লি, মরু জলে মরু, আগুন তোর বুকেই জলুক, সৃষ্টি তোর
সার্থক হোক। এখন বিদায় দে, (প্রণাম করিয়া) গুরু তুই,
আশীর্বাদ কর, অন্ধরে যেন রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জবিহার দেখতে
পাই।

জটধারী

অধমের আঁধার চোখে আলোর কাজল পরিয়ে দিয়েছ, মা,
তোমায় প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) বৃন্দাবনের যাত্রী
আমরা, দুই দেহে এক হয়ে, যেন যুগল রূপের সেবার
লাগি।

রঘুবীর

ভেঙ্কী লাগিয়ে দিলি বে ভাই জটধারী ! পার্শ্বতী, তোদের
ব্যাপারখানা কি ?

পার্কতী

ঠাকুর গোড়ে রইলেন । নান্নরের কুঁড়ে ঘরে তাঁর কুলান
হ'লো না । বেগমের আসকে তিনি আটক পড়েছেন । পিরীতিব
কুল কিনারা নেই, হুকুল ছাপিয়ে ছুটেছে, বারণ মানে না । খবরটা
দিতে এলুম । এবার বুঝাবেন যাব, বিদায় চাইতে এসেছি ।

রামমণি

কি কথা শুনালি হতভাগী,
এত বিষ কেমনে রাখিলি বসনায় ?
উহঃ—অলে' মরি,
কেমন সে রাজার কিয়ারী,
করে চুরি দরিদ্রের সোণা ?
না—না, কপট দুর্জুন,
লজিয়াছে দেবীর বচন,
বজ্র কেন আছে স্থির,
ভীম রবে পড়ুক শিরে,
মেদিনী বিদীর্ণ হোক,
অগ্নি-উৎস উঠুক উথলি,
ঋষির ঝরুক শূন্য হ'তে ।
হাঃ-হাঃ-হাঃ বাগুনী আসিছে ধেরে,
কটা জটা নাগিনীর দোলা,
ধ্বংস হয়েছে শূন্য,
পূর্ণ হোক শত্রুর শোণিতে ।

চণ্ডীদাস

শক্র ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ঘোর শক্র,
মহাশক্র--অপমান—প্রতিশোধ !

দ্রুত প্রস্থান

পশ্চাতে রঘুবীর জটাধারী ও পার্শ্বতী
প্রস্থান করিল

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—নাঙ্গুরের উপকণ্ঠ ।

সময়—সন্ধ্যাকাল ।

দূরে কৃষিক্ষেত্র, গ্রামপ্রান্তে বড় বড় অশ্বখ বট
বৃক্ষের শ্রেণী, তাহার মধ্য দিয়া পায়ে চলা বাঁকা
পথ মাঠের নিকে গিয়াছে—মাঠ ছাড়াইয়া, পূর্ণানন্দ
ও কমলানন্দ প্রবেশ করিল—

পূর্ণানন্দ

কমলানন্দ ! সেই একদিন আর এই একদিন ! সে দিন
চোরের মত নাঙ্গুর ছেড়ে বেতে হয়েছিল, আজ দিগ্বিজয়ী বীরের
মত নাঙ্গুরে প্রবেশ করছি। বাদসার সৈন্যরা এগিয়ে গেছে।
বেশী বিলম্ব করা হবে না, তোপের মুখে বাঙালীর মন্দির গুঁড়ো

হ'বার আগেই, সেখানে পৌছাতে হবে—দেবীমুষ্টি রক্ষা করা
চাই।

কমলানন্দ

প্রলয়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা! কি কৃষ্ণে বিজয়নারায়ণ
আমাদের অপমান করেছিল।

পূর্ণানন্দ

নির্কংশ হ'তে এখনও বাকী আছে। হৃদয়ের মৃত্যু দেখে'
বিজয়নারায়ণের মরা উচিত ছিল।

কমলানন্দ

বিজয়নারায়ণের অকস্মাৎ মৃত্যুও এক অভূতপূর্ব ব্যাপার,
প্রভুর শক্তি অসাধারণ!

পূর্ণানন্দ

হৃদয়কে শমন ভবনে পাঠালেই নিশ্চিত হই।

কমলানন্দ

তা' এক প্রকার তাকেও জীবন্ত করে' রেখেছেন। ঘোর
উন্মাদ, মৃত্যু এ'র চেয়ে ছিল ভাল।

পূর্ণানন্দ

তা বটে।—ভুলসীর খবর পাচ্ছি না!

কমলানন্দ

নিশ্চয় আত্মহত্যা করেছে।

পূর্ণানন্দ

তাই হবে। সত্য সত্য হ'লো, তব্বের মহিমা ব্যর্থ হয় নি।

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাসের মৃত্যুদণ্ড আর নিবারণ হ'বার নয়। এখন চল, শেষ
কর্তব্য প্রতিপালন করি।

উভয়ের প্রস্থান

মাঠের দিক হইতে লাল্লল কাঁধে এক চাষার প্রবেশ

গান

সোনার লাল্লল রূপার কালে,

মাঠ চষি ভাই বার মাস।

আছে ঘরে ধান্ন মরাই বাঁধা

করতে হয় না উপবাস

কাপাস চষি, কাপড় পরি,

তিল সরিষার চাষ করি,

মটর কলাই মসুর বুনি

আনন্দে করি আখের চাষ।

সকল দ্রব্য ফলাই মাঠে,

কড়ি পাই কলা বেচি হাটে,

ভগবান পরম সুখে রাখে

পুরাই যত্নে মনের আশ ॥

প্রস্থান

রামমণির প্রবেশ

রামমণি

হাঃ—হাঃ—হাঃ

অন্ধকার, চন্দ্ৰ সূর্য্য বসাতলে।

ধরা টলে, টলে, কোথা চলে ?
 রসাতলে !
 ছারখার, প্রলয়ের অন্ধকার,
 সংহার ! কধির প্রবাহ,
 টগ্ বগ্, তপ্ত রক্ত ছোটে ।
 সীতার ! সীতার !! বড় আলা !
 মরে গুড়ে, 'অনর্গল অশ্রু' ঝরে ।
 পরিত্রাণ ? আর নয় ।
 ওঠে ঝড়, রথের ঘর্ষর,
 কড় কড় বজ্র হাঁকে,
 দাঁড়া দাঁড়া আগুন আলিব তোর মুখে !

তুলসীর প্রবেশ

তুলসী

কার মুখে ? পাগলিনী, কার মুখে ?
 সে তোর কুয়ায়ে গেছে ।
 মণিহারী কণি তুই,
 গরবিনি ! শূন্ত তোর সোনার শিখর,
 পাখী আর কিরিবে না !

রামমণি

কে তুই রাক্ষসী ?

তুলসী

আমি সহচরী, বামীহারী,

চণ্ডীদাস

নিরমিতে পিরীতির বেদী,
পতিরে দিলাম বলি,
কালসাপ দংশনে পাগল,
ঘরে আর রহিতে না পারি ;
দেশে দেশে ফিরি,
কে কোথায় প্রমাদে কাতরে ডাকে ।
খুঁজি পাতি পাতি,
উপনীত রাজধানী গোড় নগরে ।
পিরীতি মন্তরে উন্মাদিনী রাজরানী,
মন:-কথা রাধিতে নারিল,
পতিরে মরম কহে ।
রতি স্থির বার দেহে,
তারে রাজা ব্যাভিচারী কহে,
মৃত্যুদণ্ড করিল আদেশ ।
সব শেষ—পিরীতির পূর্ণাহতি !
চণ্ডীদাস—অবসান । অস্তলীলা !
নব রূপে কোথায় প্রকাশ হ'বে,
এখনও হয়নি স্থির ;
অধীর চরণে আসি,
তোমাতে লইতে ধনি—
তুমি যে সজিনী তার ।
মৃত্যুভাণ নিবारेছ একবার,

এ মহা প্রয়াণ নিবারণ নাহি হ'বে।
 শেষ দৃষ্টি অপলক আঁখি,
 ক্ষীণ দীপ ধিকি ধিকি জলে,
 প্রেমময়ি, চল, মহাযাত্রা কালে
 সন্মুখে উদয় হ'বে।

রামমণি

প্রতিহিংসা—উর্দ্ধ ফণা হ'ল চূর;
 দীর্ঘ বজ্র ধূলির আকার।
 মর্দছেঁড়া উঠে হাহাকার,
 সে আমার, আমি তার,
 ক'র সাধ্য হানে বাজ বুকে ?
 অনল শীতল হ'বে,
 দিবাকর থসিয়া পড়িবে,
 কক্ক বায়ু নাশিবে পৃথিবী।
 কোন্ পথে, নিশাচরি !
 কোন্ পথে যেতে হবে ?
 ভীম পদাবাতে ক'র বন্ধ করে'দেব চূর ?
 কে বেঁধেছে গ্রাণনাথে পাবাণ শৃঙ্খলে ?
 হার, হার, কত ব্যথা দেছে,
 কত অশ্রু উথলিছে চোখে,
 গুরে কে তুই, এখনও আছিস্ হির,
 অন্ধ আঁখি, বণ তো'র নারিব তথিতে,

চণ্ডীদাস

করে ধরে' নিরে চল্‌ ঘরা ।

তুলনী

অন্তকাল, উদাস আঁখার হৃদি,

দিবাকর আর না ভাতিবে,

আর পাগলিনী—স্রোত ব'য়ে গেছে,

আর তারে কিরাতে নারিবি !

উভয়ের প্রশ্নান

পঞ্চম দৃশ্য

হান—যুহুফ সার কক ।

কাল—অপরাহ্ন ।

যুহুফ সা ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে, কুর্গিশ
করিতে করিতে অনৈক রাজকর্মচারীর প্রবেশ—

রাজকর্মচারী

জনাব !

যুহুফ সা

কেন ? আবার কি ? আবার কেন আমার বিরক্ত কর্তে
এসেছ ? হস্তী পৃষ্ঠে বেঁধে' প্রহার করবে, পিঠের চামড়া কেটে'
পিচুকিরি দিয়ে রক্ত ছুটবে, কাকেরের প্রাণদণ্ডই বাহাগ রইলো !

রাজকর্মচারী

বেগম সাহেব দরখাস্তে সহি দিলেন না।

যুহুফ সা

উত্তম। তাঁর চোখের সামনে কাত্রে কাত্রে কাকের মরবে,
..... তাকে অর্দ্ধ প্রোধিত করে' ডাসকুতা দিয়ে খাওয়াবে। বাও,
বান্দার হুকুম মকুব হ'বে না।

রাজকর্মচারী

জাঁহাপনা, প্রহরীবেষ্টিত পিরাবা বিবি বাহিরে অপেক্ষা
করছেন!

যুহুফ সা

নজরছাড়া হয়ে যেতে বল! তপ্ত সাঁড়াশী দিয়ে জিব্, উপড়ে
দাও। বাও, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে না।

রাজকর্মচারী

আপনার আদেশেই কারারক্ষী তাঁরে এখানে পাঠিয়েছে—এই
আপনার আদেশ-পত্র।

(আদেশপত্র হাতে দিল)

যুহুফ সা

(আদেশ-পত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া)

ফিরে নিয়ে বাও। (রাজকর্মচারী প্রশ্রয়ান করিতেছিল)
আজ্ঞা, পাঠিয়ে দাও। (রাজকর্মচারী প্রশ্রয়ান করিল,
যুহুফ সা পদচারণ করিতে লাগিল)

চণ্ডীদাস

প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ পিয়ারা প্রবেশ করিল

যুসুফ সা

বন্দিনী একা থাক্ । তোমরা বাহিরে অপেক্ষা কর ।

প্রহরীগণ প্রস্থান করিল

যুসুফ সা পিয়ারার মুখের দিকে বার বার
চাহিতে চাহিতে পদচারণ করিল, তার পর নিকটে
আসিয়া কহিল—

পিয়ারা !

পিয়ারা

খোদাবন্দ !

যুসুফ সা

বড় নির্ভর বেইমানী করেছিস্ !

পিয়ারা

শান্তিও গুরুতর দিয়েছেন । কিন্তু জনাব, দীন ছনিয়ার মালিক
খোদাতা'লার দিবা—বেগম নিম্পাপ । মিথ্যার ছুরি তার বুকে
বসিয়ে দিচ্ছেন !

যুসুফ সা

(দূরে সরিয়া)

মিথ্যার ছুরি ! (পদচারণ করিয়া পুনঃ নিকটে
আসিয়া কহিল) মিথ্যার ছুরি !! আচ্ছা, এখনও সময় আছে,
এখনও বেগম প্রমাণ করুক, অভিযোগ মিথ্যা—পিয়ারা,

দোলেনার বৃকে ছুরি—আঘাত আমার নিজের অঙ্গেই বিধেছে—
মৃত্যুর আৰ্ত্তনাদে আমি উন্মাদ হইছি !

পিয়রা

সাহাজাদা ! অগাধ প্রেম আপনার, সে প্রেমে কি
সাহাজাদির ক্ষুদ্র অপরাধ তলিয়ে যায় না ?

বুহুক সা

পিয়রা, বাদি তুই—আজ তোর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি,
বেগমকে মার্জনা পত্রে স্বাক্ষর করতে বল, মৃত্যুর আলিঙ্গন সে
মইতে পারবে না, কত আৰ্ত্তনাদ করবে, কত ব্যথা পাবে—যদি
নিরপরাধিনী সে, একবার তাকে উচ্চকণ্ঠে কথাটা স্বীকার করতে
বল—

পিয়রা

কি কথা স্বীকার করবে, জনাব ?

বুহুক সা

বিদায়ী—কেরাউন্—চণ্ডীদাসের কাছে সে হৃদয় দিতে যায় নি !

পিয়রা

সাহাজাদির মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বাহির হ'বে না—তার চেয়ে
মৃত্যুদণ্ডই বাহাল থাক্ ।

বুহুক সা

দূর হয়ে যা ! ক্ষুধিত কুকুর লক্ষ লক্ষ হোদের অস্থি ভাংস
চিবিয়ে থাকে । মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে আরও কঠোর শাস্তি দেবার
সাধ্য থাকলে দিতুম—ঐহরী !

প্রহরীর প্রবেশ

বন্দিনীকে কারাগৃহে পাঠিয়ে দাও—

পিয়ারা

একটা কথা জাঁহাপনা !

যুসুফ সা

বাহিরে যাও । (প্রহরী প্রস্থান করিল) কি কথা—

পিয়ারা

পবিত্র ইসলামের ইমানদার আপনি, মরণের পূর্বে এই কথাটা বলে' যাই, বিশ্বাস করুন দোলেনা বিবির কলঙ্ক মিথ্যা—এই আমার শেষ প্রার্থনা ।

যুসুফ সা

পিয়ারা, এই সাস্বনাই চাইছি—আর কিছু নয়, দোলেনার কণ্ঠে এই কথাটা একবার উচ্চারিত হোক, একবার সে বলুক, সে আমার । গানে সে মুগ্ধ, হৃদয় তার কলুষিত হয় নি ।

পিয়ারা

মার্জনা করুন, জাঁহাপনা । দোলেনা হৃদয় হারিয়েছে, গান উপলব্ধ । কিন্তু সে হৃদয়, আপনার অধিকারের বাহিরে, দোলেনা কামনার দাসী নয়, হিন্দু নবীর ভিতর দিয়ে খোদার অমৃত স্পর্শ পেয়েছে—বিশ্বাস করুন, জাঁহাপনা—খোদা শুধু ইসলামের নয়, হিন্দুও তাঁর গৌরবের অধিকারী, চণ্ডীদাস মুসলমান হ'লে, পদ্মগম্বীর বলে' আপনিও তাঁর চরণে হৃদয় ঢেলে' দিতেন ।

বুহুফ সা।

আরে শয়তানি—কাফেরের কেরামতে এত স্পর্ধা ! আত্মা—
মহাপাপী আমি—পাপীয়সীর গর্দান নেবার বল দাও—(আমি
নিকাশন) ।

বেগে রামমণি প্রবেশ করিল :—

রামমণি

জনাব—জাহাপনা !

বুহুফ সা (তরবারি কোষবদ্ধ করিল)
কে তুই ?

রামমণি

ভিখারিনী ।

রাজেশ্বর ! পতিহারা কান্ধালিনা ।

ফিরে' দিন, ফিরে' দিন

ছাঃখিনীর ধন, হরণে মরণ সন,

অভাগীর রাখুন জীবন,

মুহূর্ত্ত চাতক,

করুণার বিন্দু বরিষণে ।

বুহুফ সা।

অভাগিনী ! কালান্তক যমের মুখ থেকে ভিক্ষুক পতির প্রাণ-
ভিক্ষা চাস্ ? কাফের-পত্নী, সে তোকেও প্রতারণা করেছে, মৃত্যু
তার উচিত দণ্ড ।

রামমণি

বুধা দেহ, প্রেম লেহ অজানা বাহার ।

ভন হে নৃপতি, সে আমার পতি,

রসধন, রসের মুরতি,

রতি স্থিতি তার দেহে,

প্রকৃতি স্বরূপ, রসকূপ

নগন করিল প্রেমে—

প্রবঞ্চক নহে বঁধু,

এক কলেবর, পরাণ পৃথক নহে ।

বুহুক সা

দোলেনার চেয়ে ধন্য তুই, আর আমি—ধিক আমার, রাজ্য
ঐশ্বর্য আহাম্মানে থাক !

প্রস্থানোত্ত

(রামমণি পদতলে পড়িয়া)

প্রাণভিক্ষা দাও নরমণি !

বুহুক সা

আলার বিধান—মৃত্যুদণ্ডই বাহাল রইলো ।

প্রস্থান

রামমণি

ওহো বজ্র ! হা নাথ, হা প্রাণেশ্বর !!

ভূপতিত হইল ।

বর্ষ দৃশ্য

স্থান—গৌড়ের রাজপথ ।

সময়—শেষরাত্রি ।

নীরব পল্লী, নিথর আকাশে, চন্দ্র তারকা শোভা
পাইতেছে—
তুলসী গান গাহিতে গাহিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছে—

গান

ঘোরা রজনী সুধীরধারে তরঙ্গী বহিয়া যায়,
হায় হায় হায় উঠে হাহাকার
সমীর সুকারি' গায় ।

মলিন হইল চন্দ্র তারকা,
রক্ত খড়্গ উষা দেয় দেখা,
রোধিবে অমল অমৃত কণ্ঠ

বলি সম অসহায় ॥

হায় হায় হায় উঠে হাহাকার সমীর সুকারি' গায় ॥
অবসান গান, ছিন্নতন্ত্রী বীণা,
অশেষ সুরের বাজায় মুচ্ছ'না,
বেদনার রাগে কোথা সুর বাজে—

বাকিছে নীরবতায় ।

হায় হায় হায় উঠে হাহাকার সমীর সুকারি' গায় ॥

রামমণি প্রবেশ করিয়া কহিল—

নিশাচরি—আর কোথায় নিয়ে যাবি চল, সব ফুরিয়ে গেল, শূন্য দীপ্তিহীন, রক্তকণ্ঠ পাখী, ফুলে আর সৌরভ নেই, পৃথিবীতে নরকের আগুন জ্বলছে, ধূঁয়ার ধূঁয়ার দশদিক অন্ধকার, মরণের পথ দেখিয়ে দে !

তুলসী

তোমার তো মরণ নেই; বিরহের আগুনে আপনাকে আহুতি দিয়েই তুমি ফুরিয়ে যাবি। হতভাগী—আর আমার সঙ্গে আর, বজ্রের চেয়ে কঠোর, মরণের চেয়ে করুণ সে নিদারুণ ত্রুটি উদ্‌ঘাপন করতে হবে—ঐ চাঁদ ডুবলো, তারার মালা নিভলো, পূর্বাকাশ মেঘাচ্ছন্ন, লজ্জার আজ আর শূন্য উঠবে না ! মরণ-পথের বাতী তোমার প্রতীক্ষার দাঁড়িয়ে আছে। শুধু বিদায় চায়—মুক্তি চায়,—আপনার পরিপূর্ণতার আপনি যেতে কোথায় কোন্ জগৎ মাতাতে ছুটেছে, আর মা, বাঁধন খুলে দিবি আর।

রামমণি

কোথায় যাবো—কে মুক্তি দেবে ? সে দুর্জয় যবনরাজ, কে তার করুণা উল্লেখ করবে ? বাস্তবী বিরূপ, হা প্রিয়তম, কেন তাঁর আবেশ অমান্য করে' সত্যভঙ্গ করলে, কেন আমার মজাালে, কেন বেগমের আসকে আশ্রয়হারা হ'লে, কেন এ অভিলাষ মাথা পেতে নিলে ? কি করবো, কি হবে ? এ দারে কে রক্ষা করবে ?

তুলসী

হাঃ-হাঃ পাগলিনী, পিরীতির অগ্নিদগ্ধে আত্মাহুতি দিতেই

চণ্ডীদাস

শিখেছিল, নিজের মাদুরী নিয়েই মলি, আপনাকে ফুরিয়ে, ক্রামাঙ্গে
মিশে যেতে পার্শ্বি না। হতভাগী—ভালবেসে নিজের শেহার
প্রতিবিম্বই ফুটিয়ে তুললি—স্বরূপ দেখ্‌লি না। আর কি হবে, আর
তো উপায় নেই, মধু ফুরিয়েছে, শুধু নো ফুল, প্রেমের চিতায় পুড়ে
ছাই হোক—দুই দেহ এক হয়ে যাক, সে যদি হাসায় তবে
হাসবে, সে যদি কাঁদায় তবে কাঁদবে, মিলন বিরহ, সবই তার
চাওয়া বলে, রূপে রসে উৎসর্গে উঠুক, ভেদের আড়াল ঘুচিয়ে দে।

রামমণি

কে তুই যা ?

তুলসী

আমি সেই প্রেমের কাকাল, যে প্রেম আশ্রয়ের প্রতীক। রাখে
না : আপনাতে আপনি ভরে' থাকে। আর সময় নেই, ঐ দেখ্
তোর সাধের নারুর পুড়ে ছাই হয়ে যায়, ঐ দেখ্ দেবীর মন্দির
বাদসার তোপে চূর্ণ হয়ে যায়—হাঃ-হাঃ, ঐ দেখ্ ভগ্ন সন্ন্যাসী
পূর্ণানন্দ ভয়তুপে ঢাকা পড়ে' যায়, আর ঐ—ঐ, পাগল আছার,
আমি আছি—মরণ, ভয় নাই, মৃত্যু—কখনই না—কখনই না,
সীমন্তের সিন্দূর কার সাধ্য মলিন করে ?

দ্রুত প্রশ্নান

রামমণি

কে এই পাগলিনী—এ কি অদ্ভুত আকর্ষণ—জীবন যে এই
পথেই যায় !

প্রশ্নান

চণ্ডীদাস

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—বধ্যভূমি।

সময়—প্রাতঃকাল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে।
প্রকাণ্ড পত্রহীন শিমূল বৃক্ষতলে, একটা হাতি বাঁধা
রহিয়াছে। তৃণহীন রুক্ষ মাটি, দূরে দূরে কণ্টক-
লতার ঝোঁপ। প্রহরীবেষ্টিত চণ্ডীদাস, জমাদার ও
ঘাতকদ্বয় দাঁড়াইয়া আছে।

জমাদার

থবরদার !.....উঃ, কি দুর্যোগ !

১ম ঘাতক

কাতার দ্বিগুণ কত লোক—এমন ভিড় কখনও দেখি নি।
কড়ও ভেদনি, বেন উড়িয়ে নিয়ে যায় !

২য় ঘাতক

জমাদার সাহেব, আজ আর তামাসা নয়, আকাশদেবতা চোখ
রাঙিয়ে দাঁত খিঁচুচ্ছে, কড়মড় করে' বাজ না ভেঙ্গে পড়ে।
করেদীকে হাতীর পিঠে চাপিয়ে দি, লোহার শিক গুড়িয়ে আনি,
আন্তন গন্ গন্ করছে !

১ম ঘাতক

কত অ্যান্ড মাতৃসের মাথার খুলি উড়িয়ে মুদ্র করে' ছেড়েছি,

চণ্ডীদাস

আজ কিন্তু বুক চিব্ চিব্ করছে ! জমাদার সাহেব, বেগমের
শান্তি খোজাদের হাতেই হবে, বুঝি ?

জমাদার

তাকে চিরবন্দী করে' রাখার হুকুম হয়েছে।

২য় ঘটক

আর পিন্নারা বিবি ?

জমাদার

যাবজ্জীবনের মত সহর বদলী হয়েছে। নে কাজ সেয়ে নে,
লোকের রাশ্ ঠেল দিয়ে আসছে।এই, খবরদার, খবরদার।

১ম ঘটক

আমি টিক্‌টিকিতে বীধি—তুই লোহা পুড়িয়ে আন।

চণ্ডীদাস

জমাদার সাহেব !

জমাদার

কি বল ? মরণদণ্ড ঘাড় পেতে নিতেই হবে। তা' ছাড়া
অন্ত প্রার্থনা থাক্‌লে জানাতে পার।

চণ্ডীদাস

কার পদশব্দ পাচ্ছি, কে যেন প্রতীক্ষা করতে বসছে !

২য় ঘটক

জ্বায়ের আগে জানের দরমে সকলেই খেয়াল দেখে।

দূরে অগ্নিকুণ্ড হইতে লৌহশলাকা আনিতে গেল—

১ম ঘটক দীর্ঘ অর্ধপ্রোণিত বৃহৎ কাঠের

চণ্ডীদাস

নিকট চণ্ডীদাসকে লইয়া চলিল (বিজ্ঞান প্রকাশ)

১ম ঘাতক

চোখ ঝলসে গেল, আসন্মানে চিহ্নর ঘেরেছে (বজ্রপাত),
বাপ—হাড় গুঁড়িয়ে দেয়।

ভুলসী ও রামমণির প্রবেশ

রামমণি

সর্বনাশী, এ আমার কি দেখালি ?

ভুলসী

মৃত্যু—মসীবর্ণ ষবনিক। ঝুলে' পড়েছে—শেষ দেখা দেখে নে।

প্রস্থান

জমাদার

করেদীর আউরত ! আহা, একটু আলাপ করতে দে—

(ঘাতক দূরে সরিয়া গেল)

চণ্ডীদাস

প্রিয়তমে !

রামমণি

বুক ভেঙ্গে যায়, কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে, কি হ'লো—কি সর্বনাশ
করলে !

চণ্ডীদাস

সার্থক পিরীতি মন্ত্র—

পূর্ণ হ'লো জীবনের সাধ,

বন্ধন টুটল, পূর্ণাঙ্কিত—পরান চালিয়া দিহু ।

আজি অসীম পথের স্বামী—

সঙ্গ হ'লো জীবনের খেলা,

প্রাণপাখী স্তব্ধ, ঘন নিবিড় তিমিরভলে ।

রোধে কণ্ঠ ক্লান্ত বায়ু,

উড়ে পাল, দোলে খেয়া

ভব জলধির বুকে,

হাঁকে মাঝি আর আর,

বিদার মাগি লো তাই—

এ হৃদয়ে তুমিই তরাবে মোরে ।

রামমণি

হায় হায় নিকুপায় আমি,

যবন নৃপতি, বুকে না রসের গতি,

কাতর মিনতি শুনিল না অভাগীর !

শুদ্ধ দেহ, বেগমের লেহ,

অনল সমান দহে,

হায় হায়, পরান বিদরে মরি ।

চণ্ডীদাস

কাস্ত কর অহুতাপ করণ সজীত ।

প্রাণ বার—চির দূর, কর দূর !

নহে একা বাই, বুঝাই পিরীতি সাধি ।

দেখ জিয়ে, হুঁরে রহি,

চণ্ডীদাস

এ জীবন হ'লো ভোর ।
পতিত উদ্ধার, স্বপ্ন হয়ে রয়,
এ দায় ঘুচাও, রজকিনি !
এস কাছে, অভেদ স্বরূপ দাও,
পূর্ণ কর জীবনের সাধ ।

রামমণি

প্রাণনাথ, চিরসাথী অভাগী তোমার ।

চণ্ডীদাসের বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—

চণ্ডীদাস

শাস্ত্র বীণায় কে ধরিল তান,
আসে নেমে ধীরে, অমৃত কুকারে
সার্থক জীবন মানি ।

১ম ঘাতক

জমাদার সাহেব !

জমাদার

আর না—সাবাড় করে' দে ।

২য় ঘাতক (উত্তপ্ত লৌহদণ্ড লইয়া)

সরে' যাও, বাদশার হুকুম !

রামমণিকে দূরে সরাইয়া দিল

(ভীষণ রবে বজ্র পতন হইল) দূরে হাহাকার
উঠিল, ঘাতক প্রহরী ধুলায় পড়িয়া গেল,

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতরঙ্গে দাঁড়াইয়া চণ্ডীদাস কহিল—
রজকিনি !

ভুলুষ্ঠিতা রজকিনী চীৎকার করিয়া কহিল—
নিষ্ঠুর ঘাতক, কি করিস্—কি করিস্—আগুন আগুন—
আমার পাতা হাট ছাই হয়ে যায় !

দূর হইতে চণ্ডীদাসের কণ্ঠ

আরও গভীরে ঢাক মোরে,
আরও গভীর সুরে গাও গান,
আরও নিবিড় করে' দাও,
উন্মাদিনী রাই,
ধাই কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে ।
সই, সই—কৈ কত দূর,
নবীন উষার রাগে—
কুলুনাঙ্গী জাহ্নবীর কোথা গান,
ঝরে সুধা ধারা—নবীন মুরলী বাজে,
নাচে—কণ্ঠ কণ্ঠ হৃদয়ের ধ্বনি—
অভৈদ জীবন বাধার মাধুরী নিয়ে—
বাই—সই—
দিবসের শেষে—সন্ধ্যা সম—
অঁধার মরণ কোলে নূতন প্রভাত !

রামমণি

কোথা বাবে, অভাগীয়ে সঙ্গে নিয়ে বাও ।

চণ্ডীদাস

(ক্রমত গমনে বাধা পাইল তুলসীর আলিঙ্গনে)

কে তুই, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, আমার সর্বস্ব ধন চুরি হয়ে
যায় !

তুলসী

সোণার সৃষ্টি আকাশ জুড়ে' ফুটছে—প্রেমের ছবি দেখ'বি
আয় !

রামমণি

কোথায় ?

তুলসী

বাদসার কারাগারে । সোহাগিনী প্রেমের তাপে গলে' যায় ।
বেগমের মহাসমাধি দেখ'বি আয় !

পট পরিবর্তন

কারাগার

রক্ষীগণবেষ্টিতা দোলেনা ধ্যানস্তিমিতনেত্রে
অবস্থিত, আকাশপটে চণ্ডীদাসের মূর্তির অবতরণ ।

যবনিকাপতন ।

সমাপ্ত

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত

বাংলার সাহিত্যজগতে শতমুখে প্রকাশিত

—নূতন জাতীয়তার বেদগ্রন্থ—

“শতবর্ষের বাংলা”

প্রথম খণ্ড—মূল্য ১০ আনা

বাংলাকে বাঙ্গালীর কাছে চিনাইবার জন্য প্রভাত-স্মৃতি যুগাবতার রাজা রামমোহন হইতে স্বদেশীযুগে আত্মসমর্পণের মন্ত্রদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত যে যুগসাধনার মহাপ্রবাহ বহাইয়া আনিয়াছেন, তাহারই জলন্ত কাহিনী এই বইখানিতে ধারাবাহিক বর্ণিত হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবণিতা বাঙ্গালী মাঝেই এই পুস্তকপাঠে জাতীয় জীবন সাধনার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।

যুগগুরু ও দেশসাধকগণের ২৮খানি চিত্রপটে স্মরণোত্তিত।

“শতবর্ষের বাংলা” দম্বন্ধে কয়েকখানি সংবাদ-পত্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম :—

“আনন্দবাজার পত্রিকা” বলেন—“...আমরা ‘শতবর্ষের

বাংলা’ পড়িয়া শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিয়াছি। একে

বাঙ্গলার কথা, তারপর মতি বাবুর চিত্তোদ্যানিনী ভাষা।

সুতরাং গ্রন্থ যে উপাদেয় হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

.....শতবর্ষ ধরিয়া বাংলা দেশ কিরূপ জাতীয় মুক্তির সাধনা।

করিয়াছে, তাহার ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।...প্রত্যেক বাঙ্গালীই এই গ্রন্থ একখানি কিনিয়া সবদে রক্ষা করিবেন, আমরা অনুরোধ করিতেছি।”

“ভারতবর্ষ” বলেন—“...যত সংখ্যাই ছাপিয়া থাকুন তাহা অনতিবিলম্বে ফুরাইয়া যাইবে তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। ‘শতবর্ষের বাংলা’ কথা এমন সুন্দরভাবে আর কেহ এতদিন বলেন নাই।”

“বৈকালী” বলেন—“...চন্দননগরের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বাঙ্গালীকে শতবর্ষের বাঙ্গালার কথা শুনিয়াছেন। বাংলার আত্মপ্রকাশের দ্বারা গত একশত বছরের মাঝে কখন কোন দিক দিবে প্রবাহিত হয়ে বাঙ্গালীর অস্তরের কোন্ মহাশক্তি বিকাশের সহায়তা করেছে, মতিবাবু তাই আমকার বাঙ্গালী সাধকদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। মতিবাবু শুধু লেখক নন, বাঙ্গালার একজন বিশিষ্ট কর্মী, বাঙ্গালার নব জীবনের বাঙ্গালীর মজুত সাধনার তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক। মনপ্রাণ তিনি সমর্পণ করেছেন বাঙ্গালীকে নতুন করে গড়বার সাধনার। এই মন নিয়ে, এই প্রাণ নিয়ে, বুকতরা দরদ নিয়ে, আশা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে তিনি শতবর্ষের বাংলার ইতিহাস মনন করে যে সত্যামৃত বার করেছেন, তা যিনি গ্রহণ করতে পারবেন তিনিই লাভবান হবেন।”

.....আমরা মুক্তিকামী বাঙ্গালীকে মতিবাবুর শতবর্ষের বাংলার এই পরিচয় মন দিয়ে গড়তে অনুরোধ করি। মুক্তি-

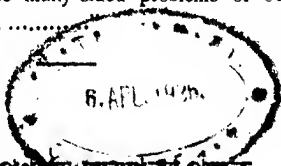
সাধনার অনেক গুঢ় রহস্য অন্তরে ছুটে উঠে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবে।”

“হিন্দুস্থান” বলেন—“...এমন সুন্দর বই অনেকদিন হইল আমাদের হাতে আসে নাই। যেমন বিষয়, তেমন ভাষা। ...নবীন বঙ্গের ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের আদর হইলেই আদরা সুখী হইব।”

“FORWARD” dated 28-10-24 says—“.....The articles knit together form a connected history of the national movement in Bengal with a short account of the contribution made by the all India leaders to the Bengal movement and of the contributions made by the Bengal leaders to all India movement..... No Bengali home should remain without a copy of this book which is but a short history of young Bengal.”

“FORWARD” dated 1-1-25. says—“Sj, Motilal Roy, the author of this small brochure, requires no introduction at our hands. This book shows a remarkable degree of the insight of its authour into the near past of our country. As an interpreter of the conflicting tendencies, which are moulding our complex present, of the deep spiritual basis of religious, social and political movements, Sj, Roy is most profound. There have been

men who have approached the same subject, but the sectarian note in their works has very often detracted from their value, but our author labours under no bias either sectarian or personal and this had made his book a very safe guide for any person who desires to study the many-sided problems of our present day.



গ্রন্থকার প্রণীত গ্রন্থাবলীর পুস্তক

—:::—

যৌগিক সাধন	...	১১/০
লীলা	...	১০/০
সাধনা	...	১১/০
কর্মের ধারা	...	৬০
যুগ-বার্তা	...	৬০
উদ্বোধন (নাটক)	...	১
নারী-যজ্ঞল (যন্ত্রস্থ)		

প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দ্রনগর ।

